গদ্য সংকলন

অজিত মজুমদার

নাট্য সংকলন

অজিত মজুমদার

তিনসঙ্গী প্রকাশনী
আখাউড়া রোড
আগরতলা ❑ ত্রিপুরা

Natya Sankalan
a collection of drama
by Ajit Majumder

প্রথম প্রকাশ
[illegible] আগস্ট [illegible] ২০০৬ইং

প্রকাশক
কমল মজুমদার
[illegible]
[illegible] আগরতলা

মুদ্রণ
ত্রিপুরা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

প্রচ্ছদ
স্বপন নন্দী

মূল্য ঃ ১৫০ টাকা

।। উৎসর্গ ।।

যাবতীয় সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির
অনুরাগী
একমাত্র পুত্র অমিতাভ মজুমদারের
অকাল প্রয়াণের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে
ব্যথিত পিতৃ হৃদয়ের স্মারক

সূচীপত্র

ইতিপূর্বে প্রকাশিত নাটক

নক্সী কাঁথার মাঠ। নাট্য সংগ্রহ
(ঝংকার, সভ্যতার সংলাপ, বৃহন্নলা পালা)

ভূমিকা

নিপুণ নাট্যকার, অভিজ্ঞ নির্দেশক ও দক্ষ অভিনেতা হিসাবে শ্রী অজিত মজুমদার ত্রিপুরার নাট্যপ্রেমী মহলে সুপরিচিত। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে মঞ্চ প্রযোজনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না থাকলে নাটক রচনায় খুব একটা সাফল্য লাভ করা যায় না। দৃশ্যকাব্য হিসাবে নাটক মূলতঃ সাহিত্যের একটি শাখা হলেও যেহেতু কার্যতঃ মঞ্চে উপস্থাপনার জন্যই নাটক রচিত হয়, তাই ইংরেজীতে শেকস্পীয়র থেকে শুরু করে বার্নাডশ পর্যন্ত এবং বাংলায় দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র পর্যন্ত সব সফল নাট্যকারই দেখা যায় মঞ্চায়নযোগ্যতা মাথায় রেখেই তাঁদের নাটকগুলি রচনা করেছেন এবং করেছেন। টি এস এলিয়ট, এডওয়ার্ড এ্যালবি প্রমুখ কোন কোন এক্‌সপ্রেসনিষ্ট নাট্যকার নাটককে মূলতঃ থিয়েটারের 'টেক্‌স্‌ট' হিসাবে মানতে রাজী না হলেও তাঁদের নাট্য রচনায়ও দেখা যায় মঞ্চায়নযোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন নন। মঞ্চের সাথে তরুণ বয়স থেকেই ঘনিষ্ঠ যোগযোগ থাকা, তাই, শ্রী অজিত মজুমদারের নাট্য রচনার ক্ষেত্রেও সাফল্যের চাবিকাঠি প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রী অজিত মজুমদার রচিত বেশ কয়েকটি নাটক আগেই প্রকাশিত হয়েছে একাধিকবার। 'অক্ষর' প্রকাশনী প্রথম মুদ্রিত করে তাঁর নাটক 'নক্সী কাঁথার মাঠ'। তারপর 'পৌণমী' প্রকাশন 'নাট্য সংগ্রহ' নামে প্রকাশ করে তাঁর তিনটি নাটক — ঝংকার, সভ্যতার সংলাপ ও বৃহন্নলা পালা। এবার পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে শ্রী মজুমদারের চারটি নাটক — 'ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ', 'ভারত নাট্যম', ময়না তদন্ত' ও 'পুতুল খেলা'। প্রকাশক 'তিনসঙ্গী' প্রকাশনী যার সত্ত্বাধিকারী শ্রী কমল মজুমদার — বিশ্বভারতী প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক বিক্রয়ের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পরিবেশক।

এবারের নাট্য সংকলনে মুদ্রিত 'ভারত নাট্যম' ও 'ময়না তদন্ত' বিষয়ের অভিনবত্বে ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে নাট্যরসিক মহলে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে মঞ্চায়ন মাধ্যমে। 'পুতুল খেলা' নাটকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পুতুল নিয়ে খেলা করাকে আশ্রয় করে রচিত হলেও পণপ্রথার মর্মান্তিক পরিণতি — বধূহত্যা যেভাবে এখানে উপস্থাপিত

হয়েছে কনে পুতুলটিকে পোড়ানোর মধ্যে দিয়ে তা সত্যিই দর্শক মনে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। মনে প্রশ্ন জাগে — একি বড়দের নিয়ে ছোটদের নাটক, নাকি ছোটদের নিয়ে বড়দের নাটক, 'ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ' নাটকটি ময়মনসিংহের গীতিকার কবি চন্দ্রাবতীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই রোমান্টিক ট্রাজেডিটি শ্রুতিনাটক রূপে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

পুস্তাকাকারে এই চারটি নাটক একত্রে প্রকাশিত হওয়ায় পাঠক যেমন বিভিন্ন নাট্যরসের স্বাদ একই বইয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে পারবেন, নাট্যগোষ্ঠীগুলিও তেমনি প্রযোজনার জন্য বিভিন্ন বিষয় ও আঙ্গিকের নাট্যবস্তু একই আধারে পেয়ে যাবেন। পুস্তকটি নাট্যরসিক মহলে সমাদৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আগরতলা
৩রা জানুয়ারী, ২০০০

ডঃ বামাপদ মুখোপাধ্যায়
ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি

।। প্রকাশকের কথা ।।

অনেক দিন আগেই "তিনসঙ্গী" নিয়ে যাত্রা শুরু করেছি। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে সহৃদয় অনুমোদন দিয়েছেন বিশ্বভারতী। অনেকদিন ধরে সেই কাজে যুক্ত থেকে বিভিন্ন বই মেলাতে তিনসঙ্গী পাঠকের কাছে হাজির হয়েছে। বিভিন্ন বইমেলাতে দেখেছি অনেক নতুন ও পুরোনো লেখকের নানা রচনা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাপারটাতে বেশ আনন্দ এবং উৎসাহবোধ করেছি। নতুনদের সুযোগ করে দিতে, নতুন বিষয়কে প্রকাশের আলোতে আনতে, পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতে প্রকাশকদের নানা ঝুঁকি ও কর্মকাণ্ডকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেছি। দেখেছি কোন কিছু লেখার বিষয়ে লেখকের আকুলতা, আবার প্রকাশককে দেখেছি সেই লেখা প্রকাশে কত ঝামেলার মোকাবেলা করে তা প্রকাশ করা, আর পাঠককে দেখেছি, তাদের কাঙ্খিত বিষয় বা নতুন বিষয়ের সন্ধানে বিভিন্ন স্টলের ভিড় ঠেলে ইচ্ছা পূরণের অনুসন্ধানে এগিয়ে চলা, তিনটি বিষয়ই বিচ্ছিন্নভাবে মানসলোকে ধরা পড়েছে। কিন্তু তিনটিকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি। এবার কিছুদিন আগে আমার বাল্যবন্ধু অজিত মজুমদার তার কিছু নাটক নিয়ে একটা সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিচ্ছে জানাতে ভাবলাম — প্রকাশনা থেকে আমিই বা পিছিয়ে থাকি কেন? তার ইচ্ছার শরীক করে ফেললাম নিজেকে। অজিত বিশেষভাবে আমার বাল্যবন্ধু। ছোটবেলা থেকে নাট্য চর্চাতে তার অদম্য আগ্রহ। কয়েক ডজন নাটক লিখেছে। মঞ্চ, বেতার, পুতুল নানা আঙ্গিকের নাটক। সুখ্যাতি ও সাফল্যের সঙ্গে তা রাজ্যে বহিঃরাজ্যে নানা উৎসব ও প্রতিযোগিতায় অভিনীতও হয়েছে। তাকে দেখেছিলাম প্রথমে নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা রূপে। ক্রমে দেখলাম নাটক প্রকাশনা ও সেই নাট্যগ্রন্থ দর্শকের হাতে পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। লেখা থেকে মঞ্চায়ন ও প্রকাশনায় অর্থনৈতিক জোগান দিয়ে পাঠক পর্যন্ত পৌঁছুনো — এই সুদীর্ঘ জটিল পথের গাড়িতে তার ধৈর্য ও সক্রিয়তার বিষয়টা আজকে খুব ভাবিয়ে তুললো ও দারুণভাবে উৎসাহিত করলো তার কর্মের সহমর্মী হতে। ব্যক্তিগতভাবে আমিও বিশেষ নাট্যোৎসাহী ও জীবনের নানা সময়ে নানা ধরণের নাটক মঞ্চায়নে যুক্তও ছিলাম। বন্ধুবর অজিতের সঙ্গে অনেক নাটক সফলতার সঙ্গে মঞ্চায়নের সুবাদে নাট্য বিষয়ে তাকে খুব কাছে থেকে দেখেছি ও পেয়েছি। নাটক

প্রকাশের ব্যাপারে ইতিপূর্বে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও অন্যান্য প্রকাশকের সহায়তায় 'নক্সী কাঁথার মাঠ', নাট্য সংগ্রহ (ঝংকার, সভ্যতার সংলাপ, বৃহন্নলা পালা) প্রকাশিত হয়েছে। এবার তার ও আমার মিলিত উদ্যম তার কয়েকটি বিতর্কিত নাটক নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে "নাট্য সংকলন"। তাতে থাকছে 'ভারত নাট্যম', 'ময়না তদন্ত', 'পুতুল খেলা', 'ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ'। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, বাস্তবতায়, নানা সমস্যার নাট্যক্রিয়ায়, নাটকীয় উৎকর্ষতায়, নাট্যোৎকন্টায় ও নাট্য প্রয়োগের নানা কুশলতার সুযোগের আঙ্গিকে রচিত নাটকসমূহ শুধু দৃশ্যগুণান্বিতই নয়, সাহিত্য বা নাট্য সাহিত্য হিসেবে পাট্যগুণান্বিতও বটে।

লেখকের লেখা প্রকাশিত না হয়ে বাক্সবন্দী হয়ে থাকলে লেখক ও প্রকাশক, পাঠক সকলেই বঞ্চিত হয়। তাই লেখক ও প্রকাশক দুই বন্ধু মিলে প্রকাশনার পথে যাত্রা শুরু করলেও সামনে রয়েছে আমাদের তৃতীয় বন্ধু — পাঠক। তাঁকেও আমাদের সঙ্গী হিসেবে সামিল করে নেয়ার সক্রিয় চেষ্টা বা প্রয়াস রয়েছে আমাদের। তবেই তো সার্থক হবে আমাদের যাত্রা। লেখক, প্রকাশক ও পাঠক — " তিনে মিলে তিনসঙ্গী"। প্রকাশন সংস্থা হিসেবে তিনসঙ্গীর এই অনুভব। সুতরাং 'তিনসঙ্গী' আর নিজেকে বঞ্চিত না রেখে — প্রকাশনার জগতে 'নাট্য সংকলন' নিয়ে তার শুভ যাত্রার সূচনা করলো। এই নতুন যাত্রা পথে সকলের শুভেচ্ছাই কাম্য।

আখাউড়া রোড ❑ আগরতলা
১লা জুন ২০০০ইং

কমল মজুমদার
প্রকাশক
তিনসঙ্গী

।। নাটক প্রসঙ্গে।।

নাটক প্রকাশের উদ্যোগ আবারও নতুন করে দেখা দিয়েছে আমার মধ্যে। নতুন করে বলার কারণ —১৯৯৭ তে যার শুরু ১৯৯৮ইং পর্যন্ত চলে ১৯৯৯তে স্তব্ধ হয়ে গেল নানা কারণে। আবার ২০০1 সালের শুরুতে নাট্য সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ হতে চলেছে। গত দু'বছরের মধ্যে আমার স্বকীয় উদ্যোগে ১৯৯৭ তে অক্ষর প্রকাশনী ও ১৯৯৮তে পৌণমী প্রকাশনীর সহৃদয় আগ্রহে যথাক্রমে 'নক্সী কাঁথার মাঠ' নাট্য সংগ্রহ (ঝংকার, সভ্যতার সংলাপ, বৃহন্নলা পালা মোট ৪টি পূর্ণাঙ্গ নাটক) প্রকাশিত হয়েছে। যেকোন প্রকাশনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ভাবনা একান্তই জরুরী। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে ত্রিপুরার প্রকাশকদের নানা কারণে ত্রিপুরার লেখকদের বই প্রকাশনার বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ঝুঁকি নিয়ে অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর একটি প্রধান কারণ অর্থনীতি, যা আমাদের জীবন যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করছে। আর একটি সমস্যা ব্যয়ভার মিটিয়ে নিতে পাঠক পর্যন্ত পৌঁছনো। সুতরাং প্রকাশকের অল্প বিস্তর কমার্শিয়াল ভাবনা না ভাবলে চলবে না। এর প্রভাব থেকে লেখকরাও মুক্ত নয়। কিন্তু পাগল পারা লেখক মন অনেক সময় তা বুঝেও না । তা সে গল্প, কবিতা, উপন্যাস,নাটক যেকোন রচনাই হোক। আবেগের আতিশয্যে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে লেখকের কালি কলমের বন্দীশালার রচনা। প্রকাশনার আশায়, মুক্তিলাভের আশায়, গ্রন্থাকারে রচিত বিষয় পাঠকের হাতে তুলে দেবার আশায় আকুলি বিকুলি করতে থাকে লেখকের পাগল পারা মন। এই অদম্য ইচ্ছায় কখনো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কখনো কারো আংশিক সহায়তা লাভে বা যেকোন প্রকারে লেখকেরা আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠেন। এর মধ্যে যে সব ভাগ্যবানরা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশকের আর্থিক ও আনুষঙ্গিক আনুকূল্য পেয়ে যান তাঁদের কথা আলাদা। আবার পাশাপাশি প্রকাশনার রাজ্যে লেখকদের ঠোক্কর খাওয়া বা নাজেহাল হওয়ারও নজীরের অভাব নেই। তবু লেখক মন প্রকাশের ধারায় সামিল হতে আগ্রহী। আসলে লেখকেরা চলেন প্রধানত হৃদয়াবেগের তাড়নায় আর প্রকাশকরা চলেন বিশেষভাবে বুদ্ধিবৃত্তি ও হিসেব নিকেশের নিরিখে। লেখক ও প্রকাশকের কাছে ব্যাপারটা প্রায় ওপেন সিক্রেট; পাঠকরা অবশ্য এ ব্যাপারে অন্ধকারেই থাকার কথা। কোন কোন লেখকের রচনা থেকে অবশ্য এসব বিষয়ে অল্পবিস্তর জানা যায় যে কত চড়াই উৎরাই পেরেয়ি লেখক প্রকাশনার প্রকোষ্ঠে তথা পাঠকের হাতে পৌছুতে পেরেছেন। যাই হোক একেবারে নির্ভেজাল বা নানা গোলমেলে অবস্থার মধ্য দিয়েও লেখকেরা লিখছেন, প্রকাশনাও হচ্ছে, পাঠকও পড়ছেন। এমনি দোদুল্যমান অবস্থার মধ্য দিয়ে এবারের প্রকশনায় আমি আমার একাধিক নাটক নিয়ে হাজির হচ্ছি। ৪টি ছোট বড় বিভিন্ন স্বাদের নাটক 'ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ', 'ভারত নাট্যম', 'ময়না তদন্ত', ও 'পুতুল খেলা' নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে 'নাট্য সংকলন'। সবগুলি নাটকই বিভিন্ন সময়ে সাফল্যের সঙ্গে

অভিনীত হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন বা বিনোদন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ঐ সব নাটক অভিনয়ের যোগ্য বলে বিভিন্ন সময়ে মনোনীত করেছেন। তাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। নাটকের অভিনয় গুণ একান্ত জরুরী হওয়া সত্ত্বেও নাটক কেবল মঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পাঠকের হাতে সাহিত্য হিসেবেও আসা উচিত। কারণ — সাহিত্যের নানা বিভাগের মধ্যে নাটকও একটি অতি উৎকর্ষ বিভাগ। বিশেষ করে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের শুধু পাঠ্যগুণই আছে। নাটকের আছে মুখ্যত, দৃশ্যগুণ। কিন্তু নাটক কেবল দৃশ্যগুণের আগলে আবদ্ধ থাকলে সাহিত্যের একটি বিভাগেরও হবে বন্ধ্যাদশা। তাই নাটককে শুধু মঞ্চে আবদ্ধ না রেখে সাহিত্য হিসেবে পাঠকের হাতে পৌঁছে দিতেই তার প্রকাশন ব্যবস্থায় উদ্যোগী হয়েছি। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের আশীর্বাদ ও সহযোগিতাই কাম্য। নাট্যরসিক মহলে সমাদৃত হলে ও সামাজিক কল্যাণে কাজে লাগলেই শ্রম সার্থক হবে -- এই প্রত্যাশা।

এবারের আমার নাট্যগ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্বে এগিয়ে এসেছেন "তিনসঙ্গী"-র কর্ণধার কমল মজুমদার। তিনসঙ্গী -- হ্যাঁ তিনসঙ্গী নামটিও কেমন যেন নাটকীয় ও রহস্যমন্ডিত ও উৎসাহব্যঞ্জক। কারা এই তিনসঙ্গী? ভাবতে গিয়ে মনে হলো — লেখক, প্রকাশক ও পাঠক এই তিনের মিলিত প্রয়াসইতো তিনসঙ্গী। যাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনেরই অংশ ও প্রাধান্য রয়েছে এবং তিনে মিলেই মূল উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা ও সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। এমন একটা অনুভূতি তিনসঙ্গী থেকে নাটক প্রকাশের ইচ্ছাকে আমায় বিশেষভাবে আন্তরিক করে তুললো। আর বাড়তি পাওনা হলো -- প্রকাশক কমল মজুমদার আমরা বাল্যবন্ধু। একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতিপ্রেমী, বিশেষভাবে নাট্যপ্রেমী ও নাট্যকর্মী। আমার নাট্যকর্মেও অনেক সংযুক্তি রয়েছে তার অনেক সময়েই। ইতিপূর্বের আমার প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থের সংবাদও তার জানা। আমার এবারের উদ্যোগের কথা শুনতেই সে আগ্রহে আমার নাটক প্রকাশে অংশ নিতে বিশেষভাবে তৎপর হয়েছে। প্রকাশনার রাজ্যে বন্ধু কমলের প্রথম প্রবেশে আমাকে নিয়ে তার আন্তরিক আকাঙ্খা ও উদ্যোগে আমাকে আরো আগ্রহী, উৎসাহী ও সবিশেষ আনন্দিত করেছে। তার এই বন্ধুপ্রীতি ও ঝুঁকিপূর্ণ প্রকাশনার জন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। শুধু এই বলে স্বস্তি পেতে পারি —— অন্যের যেন এমন বন্ধু ভাগ্য হয়। নাটকের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে স্বনামখ্যাত প্রিয় শিল্পী স্বপন নন্দী আবারও তাঁর উদার্য প্রকাশ করলেন। নাটকের ভূমিকাটি লিখে আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক (বর্তমানে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি) ডঃ বামাপদ মুখোপাধ্যায় আমার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ স্নেহ ও আশীর্বাদের ধারা বর্ষণে আমাকে ধন্য করেছেন। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের নাট্য পান্ডিত্য, বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব অতীতের মত বর্তমানে, ভবিষ্যতেও আমায় সমৃদ্ধ করবে — কৃতজ্ঞ চিত্তে তাই আশা করি।

নাটক বিষয়ে কিছু বক্তব্য

ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ

জীবনে যা কিছু মানুষকে বড় ও মহৎ করে তার মধ্যে প্রেম অতুলনীয়। এ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতি-ধর্ম ও বর্ণের সমস্ত বিভেদ থেকে প্রেমই একমাত্র মানুষকে মুক্ত করতে পারে, মহান করতে পারে। কিন্তু এই প্রেম যদি মানবিকতা বর্জিত হয়ে কেবল কামনা বাসনার দ্বারা চালিত হয় তখনই সে তার কল্যাণাদর্শকে হারিয়ে সর্বনাশ হয়ে উঠে। 'ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ'-তে একজনের প্রেমাসক্তি তাকে কামানলে ও দপানলে দগ্ধ করে হয়েছে আত্মঘাতী। আর একজনের প্রেম কামনা বাসনা মুক্ত হতে পেরে হয়েছে কল্যাণময়ী, সৃষ্টিধর্মী, প্রেমে মিলনই বড় কথা নয়, বিরহও প্রেমাদর্শকে মহান করে। যেমন আগুনে পুড়ে সোনা খাদমুক্ত হয়ে খাঁটি হয়, তেমনি বিরহানলে পুড়ে প্রেমও কলুষমুক্ত হতে পারে। এই নাটকে প্রেমের এই দ্বিমুখী ধারাই প্রবহমান । বাকী কথা নাটকই বলবে। নাট্য বিষয় বিখ্যাত লোক কাহিনী ময়মনসিংহ গীতিকার কবি চন্দ্রাবতীর প্রেম কাহিনীর অনুপ্রেরণায় রচিত। নাটকটি 'কবি চন্দ্রাবতী' নামে অনেকবার অভিনীত হয়েছে। সেটিই 'ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ' নামে প্রকাশিত হলো।

ভারত নাট্যম

নাটক কি শুধুই চিত্তবিনোদনের সাধন ? বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি। ভরত মুনির দ্বন্দ্বহীন মূল্যবোধের যুগে রাজা - রাজরার চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দৃশ্যকাব্য হয়তো সেদিন কেবলমাত্র দৃশ্যমান কাহিনীই ছিল। কিন্তু তবুও নাটকের শেষে ভরত-বাক্য বুঝিয়ে দিত যে পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন একটি প্রাপ্তিই এই সংস্কৃতি কর্মের উদ্দেশ্য।

আজকের নাট্যকার অনেক বেশী স্পষ্ট বক্তা — অনেক বেশী সমাজ সচেতন। রাজারাজরা নয়, সাধারণ মানুষই তাই আজকের নাটকের পাত্র-পাত্রী। কাহিনী নয় শুধু, বক্তব্যই তাই আজকের নাটকের মূল আবেদন।

ইতিহাসের ঊষালগ্নে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার যুগ থেকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ চরণে আজকের এই উত্তর স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত চিরদিনই সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা ভারত হয়ে এসেছে সাম্রাজ্যবাদী ও বিদেশীর পদানত। বিদেশী কর্তৃক লুণ্ঠিত। কলঙ্কময় এই ইতিহাস যুগ যুগ ধরে এই সাক্ষ্যই বহন

করে এসেছে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থ, সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থ ও গন্ডিবদ্ধ শ্রেণীস্বার্থই বার বার জাতীয় জীবনকে করেছে বিপন্ন — দেশকে করেছে দুর্দশাগ্রস্ত। ভাগ্যনির্ভর সাধারণ মানুষের অনুন্নত চেতনা ও সমাজ উদাসীন্যই মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীদের পথ করেছে সুগম। জাতীয় সংহতি রক্ষাকল্পে তাই 'ভারত নাট্যমের' আবেদন—সমাজচেতনা উঠুক জেগে, হিংসা দ্বেষ যাক মুছে, উঠুক জ্বলে দেশ প্রেমের দীপক।

ময়না তদন্ত

সংকীর্ণতায়, ধর্মের অপব্যাখ্যায়, হানাহানিতে, স্বার্থবুদ্ধিতে, ক্ষমতা ভোগেচ্ছায় বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদীদের চক্রান্তে বিশ্বপ্রাণ আতঙ্কিত, ক্ষণে ক্ষণে বিধ্বস্ত, নিপীড়িত। যে কোন জাতি, ধর্ম, দেশ ও সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষ ঐ সব নৃশংসতার চক্রব্যূহ কবলিত। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষ তা বোঝেন এবং নানা অশুভত্বের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। চেষ্টাও করেন কিভাবে শুভত্ব লাভ করা যায়। কিন্তু নানা শুভ উদ্যোগ সত্ত্বেও নৃশংস মৌলবাদী ও ধর্মীয় ধান্দাবাজদের শয়তানীর কারসাজি ও ধ্বংসোন্মাদনা থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তি এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ধর্মের উদারতা ধর্মোন্মাদদের হাতে ভুলুণ্ঠিত, নিষ্পেষিত। বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও কোন ধর্মের পান্ডা অবদমিত হলেও রক্তবীজের বংশের মত আবার যেন তা গজিয়ে উঠে। ঘটে চলে আবার সেই সর্বনাশের পুনরাবৃত্তি। কবিগুরু বর্ণিত রঘুপতিও তাদের একজন। বলা যায় এটি একটি প্রতীকি চরিত্র মাত্র। সেই রঘুপতিরা মরেও মরে না। নাটক নিয়ে নাটক করে ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণে সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টাতেই কবিগুরুর 'বিসর্জন' নাটককে বারে বারে টেনে আনা হয়েছে। এজন্যে ঋণী; কবির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তাঁর দূরদৃষ্টির আলোকে আলোকিত হয়েই নাট্যদর্শনের মাধ্যমে জীবন দর্শনের এই প্রচেষ্টা এদিক থেকে নাটকটি বিতর্কিত সন্দেহ নেই। তবে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ নাটকের বক্তব্য নয়। ধর্মীয় পান্ডা তথা অশুভত্বের ধ্বজাধারীদের মুখোস উন্মোচনই এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য।

এই নাটক রচনার মূল প্রেরণা জুগিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সহকর্মী প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মী শ্রী হীরালাল সেনগুপ্ত। নাট্য বিষয়কে বিতর্কিত ও জনমনে আইনী আলোকে দীপ্ত ও কৌতুহলী করার পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন বন্ধুবর আইনজ্ঞ, নাট্যপ্রেমী ও কর্মী শ্রী অশোক চক্রবর্তী। তাঁদের প্রতি আমি আমার বিনম্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। এই সুযোগে স্মরণ করছি যিনি সাংসারিক নানা ঝামেলা সামলে নাট্য রচনা থেকে মঞ্চায়ন

পর্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে আমার সঙ্গ দিয়েছেন সেই বিশিষ্ট মঞ্চাভিনেত্রী তথা নাট্যপ্রেমী আমার সহধর্মিনী সবিতা মজুমদারকে। আমার নাটকসমূহ প্রযোজনার ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগ বিনোদন সংস্থার আগ্রহ ও সক্রিয়তা এবং নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে যে সব মঞ্চশিল্পী ও নেপথ্য কলাকুশলীরা বিশেষ আগ্রহ ও নিষ্টার সঙ্গে নাট্যকর্মে যুক্ত ছিলেন -- এঁদের সকলের প্রতিই আমি কৃতজ্ঞ।

পুতুল খেলা

নাটক "পুতুল খেলা"। একি বড়দের নিয়ে ছোটদের নাটক, বা ছোটদের নিয়ে বড়দের নাটক অথবা নাটকের ভেতরে নাটক -- রসিকদের রসবোধের উপরেই তা ছেড়ে দিচ্ছি। এই নাটকের বিষয় আমার আপনার অনেকেরই চেনা, জানা বা দেখা শোনা। তাই কেউ যদি কোথাও কোন মিল খুঁজে পান তবে নাট্য বিষয়ে আমাদের সামাজিক ও মানসিক দায়িত্বের কথা ভেবে আমার দোষ ত্রুটিকে ক্ষমার চোখে দেখার বিনতি জানাচ্ছি।

এই নাটকের বিষয় মূলে আছে পণ। তা সামাজিক বা প্রেমঘটিত যে কোন বিয়েকে কেন্দ্র করেই হোক। তারপর সেই বিয়ের পরে পণলোভীদের হিংস্রতায় বধূর নির্যাতন ও তাদের নির্মম অকাল মৃত্যু। এ যে কী ভয়াবহ অমানবিক সামাজিক ব্যাধি তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পণের এই ব্যাভিচারের অবসান হওয়া উচিত। এই মানসিকতা থেকেই এই নাটকের সৃষ্টি। জটিল পণের বিষয়টিকে সহজ সরল ও রসাপ্লুত করে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে নাটকে। ছোটবেলা থেকেই পণের কুফল সম্পর্কে যাতে ছোটদের মনে ধারণা গড়ে ওঠে -- সেই ভাবনা থেকে কিশোর বয়সীদের জন্য পুতুল খেলার আঙ্গিকে রচিত হয়েছে "পুতুল খেলা" নাটক। ভাবতে ভাল লাগে যে সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি অভিনীতও হয়েছে। তাতে অংশগ্রহণকারী কিশোর কিশোরী, তাদের অভিভাবক এবং দর্শক মনকেও নাটক বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে, ভাবিয়েছে।

নাটকে সবাক মূল চরিত্র ৪টি, নির্বাক ২টি, বাকীরা কোরাস, ছন্দোবদ্ধ সহজ সংলাপ, কোথাও কবিতা বা গানের আকারে, কোথাও সহজ নৃত্য বা অঙ্গ ভঙ্গীর কোরিওগ্রাফীতে কোরাসেরা নাট্যগতিকে এগিয়ে নেয়। মঞ্চ, দৃশ্য, বাদ্য, রূপসজ্জা বা আলোর কোন জটিল প্রয়োগের ব্যবহার করা হয়নি। নাটকে লক্ষ্যণীয় যে নাটকের নায়িকা, মানে বধূ পুতুল— পুতুলের মতই নাটকে আগাগোড়া নির্বাক — ও শেষে পরিণতিতে পণের শিকার।

এই নাটকের মঞ্চায়নের পর বড়দের বা যুবক-যুবতীদের তরফে উৎসাহ দেখা দিয়েছে এই নাটকের অভিনয়ের জন্যে। আর সেই তাগিদেই মূল নাটককে ঠিক রেখে শুরু ও শেষের জন্যে কিছু অংশ লিখে নতুন করে মূল নাটকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। তাতে পুরোনো স্বাদও রইল সঙ্গে নতুন স্বাদও বাড়লো। কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে যুবক-যুবতীরাও সচেতনতায় অংশগ্রহণে সুযোগ পেলো। মূল নাটকের কিশোর-কিশোরী চরিত্ররা তাতে ঠিকই থাকবে। শুরু ও শেষের অংশের শিল্পী যারা দেখতে যুবক-যুবতী, তারাই কেবল কিছু পোষাকী পরিবর্তনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীতে রূপান্তরিত হয়ে সে সব চরিত্রে অভিনয় করবে। তাতে প্রথমে তারা যুবক, মধ্যে কিশোর ও শেষে আবার যুবক-যুবতীতে রূপান্তরিত হবে। বোঝার সুবিধের জন্য তাই নাটকটি প্রথম, মধ্য ও শেষ ভাগ করে দেখানো হয়েছে। দর্শককে এসব বলার কোন দরকারই নেই। তাঁরা দেখতে দেখতেই নাট্যবিষয় বুঝে নেবেন। প্রথম ও শেষ পর্বে শিল্পীদের যৌবনোচিত চলাবলা ও মধ্য পর্বে কৈশোর বয়সী অভিব্যক্তি ও চলাবলা বজায় রাখতে হবে। মঞ্চশিল্পী যুবকদের অবশ্যই গোঁফ, দাড়ি থাকবে না। এছাড়া যুবক-যুবতী শিল্পীদের পোষাক প্রস্তুতিতে প্রথম থেকেই লম্বা প্যান্ট সার্ট বা শাড়ী ও সালোয়ায় কামিজের নীচে হাফ প্যান্ট সার্ট বা গেঞ্জী এবং ফ্রগ বা স্কার্ট-ব্লাউজ-সার্ট ইত্যাদি সুবিধেমত পোষাক পরা থাকবে যাতে নাট্যানুকূল পরিবেশে সহজেই তা খুলে ফেলে কিশোর কিশোরী চরিত্রে রূপান্তরিত বা আভাসিত হওয়া যায়। অবশ্য দু' একজন করে যুবক-যুবতীর লং প্যান্ট ও শাড়ী পরা থাকবে যাতে দরকারী নাট্যানুকূল পরিবেশে ওগুলো গুটিয়ে বড় থেকে ছোট হয়ে যাবার ভঙ্গীটি বেশ রসাপ্লুত হয়ে ওঠে। নাটকের শেষ পর্বেও আবার প্রথম পর্বের যৌবনোচিত পোষাক পরে কৈশোর থেকে যৌবনে রূপান্তরের ভাব ফুটে উঠবে। পোষাক বদলের ব্যাপারটিকে নান্দনিক ও নাট্যরসসমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা থাকা উচিত।

পরিশেষে কোন নাটক মঞ্চায়নের ব্যাপারে যেকোন উৎসাহীকেই বলছি — বিষয়কে ঠিক রেখে প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালকের স্বাধীন চিন্তা ও নতুন উৎকর্ষতা বৃদ্ধির ব্যাপারে নাট্যকারের তরফে কোন আপত্তি নেই। কেবল নাটক মঞ্চস্থের আগে নিম্ন ঠিকানায় সংবাদটুকু জানার ইচ্ছে রইল। শুভেচ্ছান্তে —

অজিত মজুমদার

(নাট্যকার)

মধ্য বনমালীপুর, জোড়াপুকুর পাড়

আগরতলা, ত্রিপুরা।

।। ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ ।।

নাটকের চরিত্র ও অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শিল্পী

ভাষ্যকার ঃ পুরুষ ও স্ত্রী। তথাহি **জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতী**

● **প্রথম যাঁরা অভিনয় করেন ঃ**

ভাষ্যকার ও জয়ানন্দ ঃ **স্বপন নন্দী** সঙ্গীত অভিনয়ে ঃ **প্রণব সাহা**

ভাষ্যকার ও চন্দ্রাবতী ঃ **সুভ্রা ধর**

● পরবর্তী অভিনয়ে ঃ

সংলাপ অংশে ভাষ্যকার ও জয়ানন্দ ঃ **ধ্রুবব্রত দত্তরায়**

সংলাপ অংশে ভাষ্যকার ও চন্দ্রাবতী ঃ **স্বপ্না দাশগুপ্তা**

দু'টি চরিত্রের সংলাপ বাদ দিয়ে সঙ্গীতাংশে যথাক্রমে

জয়ানন্দ ঃ **অমিয় দাস ও** চন্দ্রাবতী ঃ **স্বাতী সাহা**

নির্দেশনায় ঃ **অজিত মজুমদার**

প্রথম অভিনয় ঃ ১৯৯৩ইং। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, আগরতলা

।। ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ।।

উৎসর্গ ঃ যাদের প্রেমের আদর্শে মানুষকে মহৎ ও কলুষমুক্ত করে

ভাষ্য (পুরুষ) — কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তথা জীবন যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ নানা কথার ফাঁকে একথাও বলেছিলেন "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি ......" ইত্যাদি-অর্থাৎ তোমার আমার বহু বহু জন্ম গত হয়ে গিয়েছে। তুমি জান না কিন্তু আমি সবই জানি হে অর্জুন।"

ভাষ্য (স্ত্রী) — মহাকাব্যের সেই মহান কথার সূত্র ধরে আমরাও বলতে পারি, আমাদেরও হয়তো বহু বহু জন্ম গত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা হয়তো তার কিছুই হদিশ কত্তে পারি না । তাই না?

ভাষ্য (পুং) — 'হয়তো' বলেই কথাটায় তুমি সন্দেহের বীজ পুঁতে দিয়েছো। জন্মান্তরের হদিশ কিছুই আমরাও হয়তো খুঁজে পেতে পারি, যদি আমাদের জিগ্যাসু মনটিকে আগ বাড়িয়ে আরো জিগ্যাসু করে তুলি।

ভাষ্য (স্ত্রী) — কেমন হেঁয়ালী ঠেকছে তোমার কথায়।

ভাষ্য (পুং) — তবে আমাকে যে তোমার ভাললাগার কথা মাঝে মাঝে বলো সেও হেয়ালী?

ভাষ্য (স্ত্রী) — ছিঃ ! যে কথা একান্ত আপনার, সেকথা এ ভাবে সবার সামনে ....

ভাষ্য (পুং) — যে কথা একান্ত তোমার বা একান্ত আমার, ... তেমন কথা সেভাবে অনেকেরই মনের কথা হতে পারে। হয়তো আমরা যা বলছি তারা বলছে না। বা বলতে পাচ্ছে না।

ভাষ্য (স্ত্রী) — মানে ....

ভাষ্য (পুং) — মানে হলো জীবনের চলার পথে অনেক সময় কি এমন হয় না আমাদের যে কাউকে দেখলেই হয়তো খুব ভাল লাগে। আবার কাউকে দেখলেই মোটেই ভাল লাগে না। কেমন যেন রাগ হয়। অথচ সেই ভালো লাগা না লাগা নারী বা পুরুষ কারো সঙ্গেই কারো হয়তো কোন চেনা জানাই নেই। ভাল মন্দ লাগার কোন কারণও ঘটেনি। তবু কেন এমন হয়?

ভাষ্য (স্ত্রী) — হয়। সত্যি কাউকে কাউকে দেখলে এমন হয়, কিন্তু কেন হয়?

ভাষ্য (পুং) — ঐ যে বহু বহু জন্ম গত হয়ে গিয়েছে — তাই এমন হয়।

ভাষ্য (স্ত্রী) — তবে বুঝি তোমার সঙ্গেও আমার কোন জন্মের কোন ভাল লাগার সম্পর্ক ছিল ?

ভাষ্য (পুং) — না থাকবে তো কেন আমাকে তোমার ভালো লাগবে বলো? হয়তো এই ভালো লাগা আজ থেকে কয়েকশ বছর আগেই যেন জন্মে হয়েছিল।

ভাষ্য (স্ত্রী) — হয়তো তারপর বুঝি কোন কারণে বিচ্ছেদ হয়েছে আমাদের। কিন্তু জন্মান্তরে এসেও আমাদের ভাললাগার টানটুকু রয়ে গেছে।

ভাষ্য (পুং) — হ্যাঁ সেই ভাল লাগার টানে চলনা আমারও একটু উজানে ফিরে যাই। মনের গহীনে ডুব দিয়ে সেই অচীন জনমের কথাগুলো স্মরণে টানি।

ভাষ্য (স্ত্রী) — তবে তার জন্যে এই মুহূর্ত থেকেই ভাবতে হবে আমাদের "তুমি যে আমার ওগো ...."।

ভাষ্য (পুং) — 'আমি যে তোমার' (দুজনেই হাসে)।

ভাষ্য (স্ত্রী) — কিন্তু কিভাবে শুরু করবো— আর কোন্ জন্মকে নিয়ে শুরু করবো। সোজা কথা নয়। আমাদের জাতিস্মর হতে হবে। মানে অতীতের কোন জীবনের পুনরাভিনয় কত্তে হবে।

ভাষ্য (পুং) — হ্যাঁ। বলতে পার। শুরুর জন্যে চল অন্তত আনুমানিক চার / পাঁচশ বছর আগে আমরা ফিরে যাই, ফিরে যাই আমাদের ঐ চন্দ্রাবতীর কালে — ফেলে আসা আমাদের বাংলায় — মৈমনসিংয়ের কোলে।

ভাষ্য (স্ত্রী) — সেই শান্ত সুনিবিড়, স্নিগ্ধ সমীর, সুন্ধা নদীর তীর —!

ভাষ্য (পুং) — হ্যাঁ, সেই ফেলে আসা দিনে ভাবো তুমি চন্দ্রা, চন্দ্রাবতী।

ভাষ্য (স্ত্রী) — আর তুমি জয় — জয়ানন্দ ....

ভাষ্য (পুং) — হ্যাঁ, কিন্তু অতীতের কাছে কেমন করে মাগন মাগবো আমরা যে হে অতীত কও, কথা কও।

ভাষ্য (স্ত্রী) — চলনা গো, আমাদের অতীত যেন উজান ঠেলে আসে, তার জন্যে আমরা বন্দনা করি —।

(শুরু হল বন্দনা গীতি সুরালো পাঁচালী ঢংয়ে দ্বৈত কণ্ঠে
কখনো একক, কখনো দ্বৈতভাবে চলবে বন্দনা)

ভাষ্য (পুং) — বেশ ....পুর্বেতে বন্দনা করলাম পূর্বে ভানুশ্বর।

একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে প্রশর।

ভাষ্য (স্ত্রী) — দক্ষিণে বন্ধনা করি ক্ষীর নদীর সাগর।
সেখানে বানিজ্যি করে চান্দ সদাগর।।

ভাষ্য (পুং) — উত্তরে বন্দনা করলাম কৈলাস পর্বত।
যেখানে পড়িয়া আছে আলীর মালামের পাথ্থর।।

ভাষ্য (স্ত্রী) — পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কামদি স্থান।
উরদিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান।।

উভয়ে — সভা কইর‍্যা বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।
সবার চরণে মোরা জানাইলাম ছেলাম।। (বাঁশী)

ভাষ্য (স্ত্রী) চন্দ্রাবতী (শোকসুরে) — পইড়াছে, পইড়াছে মনে, ও বন্ধু ও —

ভায্য (পুং) জয়ানন্দ (শোকসুরে) — কেমনে কাটাইছি শৈশব সই মিল্যা দুইজনে।

চন্দ্রাবতী — চাইর কোনা পুষ্কনির পারে চলো নাগেশ্বর
ডাল ভাঙ্গ ফুল তোল কে তুমি নাগর?

জয়ানন্দ — আমার বাড়ী তোমার বাড়ী ঐ না নদীর পার।
কি কারণে তোল কন্যা মালতীর হার?

চন্দ্রা — প্রভাতকালে আইলাম আমি ফুল তুলিতে, আমার বাপে করবো পূজা শিবের মন্দিরে।

জয় — ওঃ। তবে বাছ্যা বাছ্যা তুলি ফুল রক্তজবা সারি, যত আমি পারি।
আর দিলাম যত ফুল আমি তোমার এ না সাজি ভরি।
জবা তুলি, চম্পা তুলি তুলি গেন্দা নানা জাতি
বাইছ্যা বাইছ্যা তুলি আরো মল্লিকা মালতী।

উভয়ে — এক, দুই তিন করি, ক্রমে দিন যায়
সকাল সন্ধ্যা ফুল তুলি, কেউ না দেখতে পায়।

চন্দ্রা — ডাল কে নোয়াইয়া ধরে —? জয়ানন্দ সাথী।

জয় — আর ফুল তোলে কে? সাথী চন্দ্রাবতী।

(গদ্যে)। .... তারপর একদিন তুলি ফুল মালা গাঁথি কে আমারে সাজায়?

চন্দ্রা — আর প্রথমে কে পুষ্পপাতে পত্র লেখে আমারে — আড়াই অক্ষরে?

জয় — আমি। আমি পত্র লেখি।

পুষ্পবনে তোমার আওয়া-যাওয়া, নিতি নিতি তোলা ফুলে তোমার মালা গাঁথা ... (দ্রুত আবেগে) পুষ্পবন অন্ধকার, তুমি চল্যা গেলে। কি কইতাম কেমনে কইতাম, তোমারে দেখলেও যেমন, আমার কেমন হইয়া যায়। আবার না দেখলেও তেমনই হইয়া যায়। কইতে কিছু যাই কিন্তু মনের কথা কইতে না পুরায়। তোমার কাছে কন্যা মনের কথা খুল্যা কওয়া দায়। তাই আমার প্রেমপত্র লেখা।

চন্দ্রা — একদিন আন্ধার কাট্যা মাত্র তখন ভোর হইছে, আমি আইছি সাজি হাতে ফুল বাগানে। সোনার বরণ অরুণ হলুদ গায়ে ঝিলিমিলি মেঘের ফাঁকে উঁকি ঝুকি মারতাছে তখন, যখন আইয়া দাঁড়াইলা তুমি আমার গোচরে।

জয় — হ্যাঁ। কইলাম — ফুল তোল ডাল ভাঙ্গ কন্যা /আমার কথা ধর পরেগো তুলিও ফুল চম্পা-নাগেশ্বর।

চন্দ্রা — আমারও তখন ফুল তোলা প্রায় শেষ। মন উচাটন বাড়ী যাইতে। তাই কইলাম — আমারে বিদায় কর, আর পারি না যে থাকতে । বইস্যা আছেন পিতা শিবের পূজা দিতে।

জয় — আইজ বিদায় লো কন্যা তবে

চন্দ্রা — এই কইয়াইত ঐ প্রেমপত্র দিলা আমার হাত। ...... পত্র না পাইয়া আমি কি করবাম আর কি না করবাম। মাথা ঠিক নাই! কোমরে গুজ্যা পত্র জলদি বাপের কাছে যাই। বইস্যা আছে বাবা শিবের পূজার লাইগ্যা। ঐ দিন বাপ আমার ঐ না ফুলে পূজে শঙ্করে। আর কেবল আমার মানে তাঁর কন্যার বিয়া মনে চিন্তা করে। ' .... বনফুল মনফুলে পূজিলাম তোমায়, বর দিয়া পশুপতি ঘুচাও কন্যাদায়।'

জয় — শিবের দয়ায় আমার পত্রের কি গতি হইল সই?

চন্দ্রা — পত্র লইয়া নিরালায় অতি নিরালায় বইলাম। ধারে আর অতি যতনে ভাজে ভাজে খুললাম। পড়লাম —

জয় — (চিঠি পড়ে আবেগে) ও কন্যা, তোমারে কি কইবাম কথা - কইতে গেলে মনের কথা কইতে না পুরায়। সত্য কথা কইতে কি —সকল কথা তোমার কাছে কইতে কন্যা দায়। তোমার [illegible] মানুষ [illegible] কর্মে মতি। প্রাণের দোসর তার তুমি চন্দ্রাবতী। আর আমি? কি [illegible] আমরা কথা? মাও নাই বাপও নাই মামার বাড়ীতে থাকি। তাই পারি

না —তোমার কাছে সব মনের কথা কইতেও পারি না। যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন, সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন। কও, তোমারও মনের কথা কও। আমি জানতে চাই সর্বস্ব বিকাইবাম পায় তোমারে যদি পাই।

চন্দ্রা — (আবেগ কম্পিত) আহা ! হা !! এই অভাগীর লাগ্যা সব তুমি বিকাইয়া দিবা !

জয় — (আবার চিঠি) আজি হইতে ফুল তোলা সাঙ্গ যে করিয়া দেশান্তরি হইব কন্যা বিদায় যে লইয়া। তুমি যদি লেখ পত্র, আশায় দেও ভর। যোগল পদে হইয়া থাকবাম, তোমার কিঙ্কর।

চন্দ্রা — (আবেগকম্পিত, কান্না ভেজা কণ্ঠ) - আ ! আবার পড়ি। আবার। আমার লাইগ্যা তুমি পাগল! একি ঝাপসা কেন দেখি চিঠির কথা? আঃ আহ্লাদে যেমন আমার চক্ষে জল আইয়া পড়ে। কি কি উত্তর দিমু আমি ....! আমার যে বয়স হইয়া গেছে। বুঝি এতদিনে জানি। এই তো আমার .... আমার দেহে যৈবন যৈবন যেমন জোয়ারের জল। কিন্তু কেমনে লেখি পত্রে আমার পরাণের কাহিনী! ...... ওরে বাবা। বাপ আছে ঘরে। কেমনে লেখি — জয়ানন্দ ফুল তুল্যা দেয়, ভালবাসি তারে। ছোট থেক্যা দেখি তারে আমার প্রাণের দোসর। চন্দ্র সূর্য সাক্ষী। হেই আমার বর! হ্যাঁ, এই আমি লেখি।

জয় — পাইছি তোমার পত্র। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র। মনের কথা তোমার অনেক কথা, কও রাখছ কিনা গোপনে। জানি পত্র দিছ অতি সাবধানে। পড়ি, আবার পড়ি - আবার —

চন্দ্রা — (চিঠি পড়ে আবেগে) ঘরে মোর আছে বাপ, আমি কিবা জানি? আমি কেমনে দেই উত্তর— বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না, আমি যে অবলা কামিনী। মনের কথা মনে থাকে। নয়ন ভর্যা কেবল তোমায় দেখতে ইচ্ছা করে।

জয় — (আবেগে) তোমারেও দেখতে ইচ্ছা করে আমার নয়ন ভইর্যা। ইচ্ছা করে তুইল্যা নেই তোমারে আমার হৃদয় জুঁইড়া।

চন্দ্রা — (আবেগে) বাড়ীর আগে ফুইট্যা রইছে রক্ত জবা, সারি তোমারে কইরবাম পূজা প্রাণে আশা করি।

জয় — বাড়ীর আগে ফুইট্যা আছে মালতী বকুল
কোচা বইর্যা তুলিগো — তোমার মালার ফুল।

চন্দ্রা — বাড়ীর আগে ফুইট্যা রইছে মল্লিকা মালতী
জন্মে জন্মে পাই যেন — তোমার মতন পতি।

জয় — বাড়ীর আগে ফুইট্যা রইছে কেতকী বিস্তর আর —

চন্দ্রা — (কান্না ভেজা) কি জানি লেখ্যাছে বিধি কপালে আমার।

জয় — তারপরেই না একদিন শিবের দয়ায় বরের খবর লয়্যা তোমার ঘরে ঘটক গিয়া হাজির। বরের কথা, বিবরণ, খুঁটিনাটি কত রকম চলল কথা— মনের মতন। বরের সুন্ধা গ্রামে ঘর। চক্রবর্তী বংশে খ্যাতি কুলিনের ঘর। আসলে বর মানে আমার —মানে তোমার জয়ানন্দের কথাই চলল বিস্তর। মোদ্দা কথা — দেখিতে তোমার বর, অতীব সুন্দর। আরো নানা শাস্ত্র জানে বর, অতি সুপন্ডিত। মানে আমি, আমার কথা। হ্যাঁ, জয়ানন্দ নাম তার যেন কার্তিক কুমার — সুন্দর সুযোগ্য বর কন্যা সে তোমার।

চন্দ্রা — (খুশীতে) হ্যাঁ, তারপরেই তো বাবার আর অমতের কিছু থাকলো না। কথা অইয়া গেল পাক্কা। বিয়া ঠিক অইয়া গেল শুভদিন দেখ্যা।

জয় -- আঃ কি আনন্দ ঐ কথা শুইন্যা। কি কইবাম, মনে কত কথা জাগে বইল খুশীর বান।

চন্দ্রা — উথালি-পাথালি মনে ভাসে কত গান।

[নীচের গানটি কখনো দু'জনে আলাদা কখনো দ্বৈত কণ্ঠে হবে]

গান — মন পবনের নাও ছুটে ঐ খুশীর জোয়ারে
ঢেউয়ের দোলায় ডগমগাইয়া নাও ভাসালাম রে।
তুমি হও ঐ গহীন গাঙ রে বন্ধু আমি তাহার ধারা
উজান ঠেইল্যা প্রেমের পানসী ছুটলো পাগল পারা।
ফুলে ফুলে গুণ গুণাইয়া মৌমাছি কি কয়রে,
প্রজাপতি উইড়্যা ভাসে লইয়া কি ইশারা।
দখিনেরই হাওয়া বয় কুকিল করে রা।
আমের বইলে বইস্যা ভ্রমর গুঞ্জরে।
শনশনাইয়া পনপনাইয়া প্রেমের পানসী ছুটে
ছলাৎ ছলাৎ খুশীর ঢেউ নাওয়ের গাওয়ে টুটে।
প্রেমের পালে খুশীর হাওয়া দোলা দিল ভারী।
উজান বাইয়া প্রেমের পানসী ছুটে তরতরি।
উথালি পাথালি মনে কি যে কইরবাম করে।

চন্দ্রা — (কথায়) হ্যাঁ তারপর — নয়া পাতা যত গাছে উঠে, নয়া লতা ঘির‍্যা, শঙ্করের বরে ঠিক অইল সব ভাল দিন দেইখ্যা।

জয় — সেই ত দিনে হইব বিয়া সব সুলক্ষণ —

চন্দ্রা — পান খিলি দিয়া করে বিয়ার আয়োজন।

জয় — পাড়ার যত নারী আসি পান খিলায়।

চন্দ্রা — যতেক নারীতে মিলি তারি গান গায়।

জয় — বাড়ী ভরা বিয়ার আয়োজন, অতিথি অভ্যাগত হৈ চৈ, কাচ্চা বাচ্চা-লোকজন, গিজ গিজ রৈ রৈ — ধূমধাম ব্যাপার। উলুধ্বনি - গীত ......

[প্যানখিলির গান ও জোকার চলতে পারে]

পুরবাসিগণ, সুপারি কাটগো নারীগণ
আইস আইস মিলি, আইসা দাও পানখিলি
যার হস্তে সোনার কাটারী, সে আইসা কাটে সুপারি

[সম্ভব হলে বিয়ে বাড়ীর আবহ শব্দ ধ্বনি শোনা যাবে]

চন্দ্রা — জয় জুকার, গীত, বাদ্য, পূজা আর্চা .... হ্যাঁ পূজা .... সোহাগ মাগা .... জলভরা......... যত .... ক্রিয়া কান্ড......... সব স-ব

(বলতে বলতে প্রচন্ড আবেগের উত্তাপে কেঁদে ফেলবে) .... সব ভন্ডুল ..... ভন্ডুল কইর‍্যা তছনছ কইর‍্যা .... আমার বিয়ার তরতাজা ফুটা ফুলটারে .... দুমড়াইয়া .... মুচড়াইয়া .... আ ...... হা..... হা ! (কাঁদে)

[সমস্ত স্তব্ধতা ভেদ করে সানাইয়ের করুণ রাগিনী শোনা যায়। কয়েক সেকেন্ড]

জয় — হ্যাঁ, দারুণ ঐ মরমঘাতী কথা কহন না যায়।
কন্যা, এই কপাল, কপালের লেখা গো, দুষানা আমায়।
তারপরের ঘটনা বুঝি নাই অঘটন। দেখলাম এক সুন্দরী কন্যা যেমন আগুন যৈবন।
পরথমে দেখি তারে সুন্ধা নদীর কুলে
মুসলমানের কন্যা এক জল ভরিয়ে যায়, কলসী কাঁকালে।
চলনে যেমন খঞ্জন কন্যা, বলনে তেমন কুকিলা —
কি ভীমরতি হইয়া গেল, কন্যারে দেখ্যা কত কি মনে হইল।
আমার দেখ্যা কন্যারে, কত কথা কল্পনা হইল অন্তরে।

আহা! প্রেমের বন্যায় উথালি পাথালি ডুবাইল ভাসাইল যেন আমারে।

চন্দ্রা — কও নাই কিছু তুমি তারে? ঐ নয়া প্রেমিকারে?

জয় — কইছি।

চন্দ্রা — কইছ?

জয় — না, কইনাই। সত্যি কর‍্যা কই, কন্যারে দেখ্যা পরথম হইল আমার মতিভরম! সরমে যেমন মরণ আইল, কথা কওয়া দায়।

চন্দ্রা — আমার বেলায়ও তো ঐ একই কথা কইছ।

জয় — কইছি। বেবাক প্রেমের কথাই পয়লা এক রকমই হয় বোধ হয়।

চন্দ্রা — আমারে দেইক্যা যেমন কইছ — তোমার মত সুন্দরী কন্যা আমি আর দেখি নাই। তোমারে দেখ্যা কন্যা আমি পাগল হইয়া যাই। কও নাই?

জয় — হে, সত্যই আমি প্যাগল হইয়া গেছিলাম।

চন্দ্রা — পত্র দেওনাই ঐ প্রেমিকারে, প্রেমের কথা কইয়া, আমার মত।

জয় — দিছি। ঐ পত্র মারফৎ, মানে ঐ পত্র দিয়াইতো যত ঝামেলায় পড়ছি। তবে অখন বুঝি যেইটা ঝামেলা তখন বুঝছি ঐটাই প্রেম।

চন্দ্রা — চন্দ্রার প্রেমে কও কেন তোমার আশ মিটে নাই গো!

জয় — কেন্ যে মিটে নাই কন্য। কইতে কি আর প্যারি! কিন্তু কি জানি কেমন প্রেমের বানে অবশ হইয়া কেবল দেখি ঐ সুন্দরী।

চন্দ্রা — আর চিঠি।

জয় — চিঠি, হে চিঠি লেখ্যা রাখ্যা আইলাম ইজল গাছের নীচে। আর কত কি ভাবছি। হয়তো চিঠিতেই মজবো মন ঐ সুন্দরীর এই আশারই আশে। লেখলাম —

(গান) কে তুমি সুন্দরী কন্যা জলের ঘাটে যাও
আমি অধমের পানে বারেক ফির‍্যা চাও (গো)
নিতি নিতি দেখ্যা তোমায় না মিটে পিয়াস
প্রাণের কথা কও কন্যা মিটাও মনের আশ। (গো)
পরকাল কইরা কইতে নারি মনের কথা ধর
তুমি কন্যা এই জগতে প্রাণের দোসর। (গো)

জয় — বুঝলাম পত্র পাইয়া কন্যারও প্রাণ করে আনচান। ইশারা দিয়া কন্যা

যখন বুঝাইল আমারে, এই নাগরে দিল বুঝি আপন মন প্রাণ। তারপর, আমার লগে মিলার লাইগ্যা কন্যা ছুট্যা গেল কাজীর কাছে। প্রেমপত্র দেখাইলো কাজীরে।

— "ওগো কাজী রায় দেও। মিনসের যে পরাণ যায়, আমারে না পাইলে হায়।"

চন্দ্রা — কিন্তু তুমি যে ব্রাহ্মণ, আর ঐ নাগরী যে মুসলমান।

জয় — জানি গো জানি, কিন্তু প্রেমের বেলায় জাতি ধরমের কোন বালাই না। তাই কাজী দিল রায়, হোক মুসলমানি, তবু তারে দিছি আমি পত্র। অখন আমিউ তার কসম। করতে অইবো তার পাণি গ্রহণ। তারে ঐ করতে অইবো সাদী । রায় দিল কাজী।

চন্দ্রা — কি সব্বনাশ!

জয় — হোক সব্বনাশ। তবু মিটবো মনের আশ।

চন্দ্রা — তারপর?

জয় — আমার, ধর্মত্যাগ করতে অইলো।

চন্দ্রা — (আঁৎকে উঠে) ধর্মত্যাগ!

জয় — হেঁ, কাজীর বিচারে হিন্দুধর্ম ছাইর‍্যা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে অইল।

চন্দ্রা — প্রেমের লাইগ্যা ধর্মত্যাগ না সাদীর লাইগ্যা?

জয় — সাদীর লাইগ্যা। না অইলে গ্রামে পড়ছে ছিঁ ছিঁ। মুসলমানীরে দিছি পত্র। অখন তারে যদি সাদী না করি, তো তার জীবন রাখা শক্ত ।......... তাই ওগো আমার পরাণের সই, আমার পরাণের পরাণ চন্দ্রা — তোমার ছাইড়্যা ঐ মুসলমানীরেই করলাম আমি বিয়া গো!

চন্দ্রা — আর যত স্বপ্ন ভাইঙ্গা চুরমার হইয়া গেল আমার, যখন এই দুঃসংবাদ ছড়াইয়া পড়ল। জয়ানন্দের হইয়া গেছে সাদী। সখীরা আইয়া মাথায় হাত দিয়া কাইন্দা কাইট্যা আছড়াইয়া কইলো — হায় হায় গো সই চন্দ্রাবতী।

দিন যায়, রাইত যায়, যায়রে কাইটা ফাগুন
ধিকি ধিকি মনে মনে আমার চলে প্রেমের আগুন
আহার নাই নিদ্রা নাই বহে চক্ষের পানি
বালিস ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি।
শৈশবের যত কথা আর কুলতো না গো —

বিয়ার বানে ভাইস্যা গেল, যায় কি তাহা ভোলারে!
দিন কাইট্যা যায় হায়রে না কাটে রজনী
অনাথিনী হইলাম আমি হইলাম পাগলিনী রে
হইলাম পাগলিনী!

জয় — জানি গো কন্যা, তোমার মনের কথায় বাপেও ব্যাথা পায়। তাই আবার সম্বন্ধ খুঁজতে লাগল কোনখানে কেমনে তোমার বিয়া, আবার বিয়া ঠিক করা যায়।

চন্দ্রা — (গানের ঢংয়ে বা সুরে) হায় হায় গো! পিতা আমার —

মম বাক্য ধর।
জনমে না করিব বিয়া রইব আইবর।
শিবপূজা করি আমি শিবপদে মতি ....
দুঃখিনীর কথা রাখ কর অনুমতি ....

(কথায়) .... হেঁ হেঁ বাপ আমার —

তোমার উপদেশ থাকবো মনে, কাটব জীবন আমার, শিবপূজা করি আর লেখি রামায়ণে।

জয় — জানি, সব কথা জানি তোমার। তুমি আজন্ম হইয়া রইলা কুলের কুমারী। আর একমনে পূজ কন্যা দেব ত্রিপুরারী। দেহ মন প্রাণ সব রাখি সংযমে, রামায়ণ রচনায় আছ একমনে। কিন্তু তোমার চিন্তা ছাড়া যে আমারও দিন কাটে তো, কাটে না রাইত, কন্যা, কি কইর‍্যা বুঝাই তোমারে।

চন্দ্রা — জানি গো জানি — তোমার প্রাণ জুইড়া যে আছে চন্দ্রা। তাইতো আমারও তন্দ্রা টুটে আবার তোমার প্রেমপত্র পাইয়া। মন যে মানে না আমারও। তাইতো, একবার দুইবার — তোমার ঐ পত্র খুইল্যা পড়ি বারে বার গো।

জয় (চিঠি পড়ে যেন) — শুনরে প্রাণের চন্দ্রা, তোমারে জানাই এই পত্র, পত্রতো নয়। আমার মনের আয়না। সত্য করা কই মনের আগুনে দেহ পুড়া হইছে আমার ছাই। ওগো সই, অমৃত ভাইব্যা আমি গরল খাইলাম। আর সেই না গরল আমার গলায় লাইগ্যা হইছে কালবিষ। ফুলের মালা ভাইব্যা কালসাপ গলায় পইর‍্যা অকালে মরণ ডাইক্যা আনলাম আমি।

(সুরে) তুলসী ছাড়িয়া আমি পুজিলাম সেওরা গো
কন্যা, আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পসরা গো ....

জয় — জলে বিষ। বাতাসে বিষ! নাই আমার কোন উপায়, নাই চন্দ্রাবতী, আমি তোমার পায় ধরি, বড় সাধ তোমারে একবার জন্মশেষ দেখা দেখি। একবার দেখি তোমার বাঁকা নয়নভঙ্গী। একবার দেখি তোমার মধুঝরা হাসি।

(সুরে) একবার শুনিগো তোমার মধুরসবাণী
নয়ন জলে ভিজাইগো রাঙ্গা পা দুইখানি

না, না গো সই, না ছুঁইয়া, না ধইর্যা তোমায় একবার একবার শুধু দূরে থাক্যা পুণ্যমুখ দেখ্যা তোমার আমি অন্তর জুড়াইবো গো।

(সুরে) — .... শিশুকালের সঙ্গী তুমি যৌবনকালের মালা তোমারে দেখিতে কন্যা মন হইল উতলা।

কি করি, জলে ডুবি? না বিষ খাই? না গলায় দেই দড়ি, তার আগে তিলেক তোমার ওগো চান্দমুখ দেখি। এই দেখা একবার শুধু চক্ষের দেখা, এই দেখাই শেষ দেখা।

(সুরে) ভাল নাহি বাস কন্যা এই পাপিষ্ঠ জনে
জন্মের মতন হইলাম বিদায়, ধরিয়া চরণে,
একবার দেখিয়া তোমরা ছাড়িব সংসার
কপালে লিখ্যাছে বিধি মরণ আমার।

চন্দ্রা — আমি ঐ পত্র পড়ি, আর কেবল চক্ষের জলে ভাসি। আর মনের মধ্যে যত শিশুকালের স্বপ্ন ঘিরা্যা ধরে আমারে। আপন জন বাপ আমার গিয়া কইলাম বাপেরে যত দুঃখের কথা।

জয় — পাইছি তোমার পত্রে লেখা বাপের কথা বার্তা।

চন্দ্রা হেঁ, বাপের কথা মতই আমি বিশ্বেশ্বরে স্মরি। অন্য কথা স্থান দেইনা মনে, জীবন মরণ হইল যার কারণে, নষ্ট হইল পূজার ফুল, আছিল গঙ্গার জল অপবিত্র হইল, কিদোষে, কে সাধল বাদ আমার সব নষ্ট হইল। যাক এখন দিন কাইট্যা যাইবো আমার লেখায় রামায়ণে। বাকী সময় কাটাই ভজনা করি ভোলায়, বসি যোগাসনে।

[শুনা যাবে চন্দ্রাবতীর শিবের কাছে আত্মনিবেদনে আর্তসঙ্গীত। তার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাবে জয়ানন্দের শোকার্ত সংলাপ। সঙ্গে ঝড়ের আবাহ শব্দ ধ্বনি।]

(গান) — ও ভোলানাথ ....
সঙ্কট হারী তুমি দেব ত্রিপুরারী

শরণ দাও প্রভু এ মিনতি করি।
অগতির গতি তুমি ওহে ভূতনাথ।
অনাথিনী বিরহিনী ভয়ে দুরুদুরু
ভব ভয় হরো দেব বাজাও ডমরু।
পাপ তাপ হারী তুমি ত্রিলোকের নাথ
বিপদে ভঞ্জন করো সংশয় মোচন করো
ভরাভয় দাও প্রভু দুখ জ্বালা হরো।
ত্রিনয়ন জ্ঞানানলে রিপুনাশো নাথ।

জয় — দুয়ার খোল কন্যা, একবার মন্দিরের দুয়ার খোল। তোমারে জীবনের শেষ দেখা দেখ্যা যাই। একবার তোমারে ওগো নয়ন ভইর‍্যা দেইখ্যা যাই। শেষ বিদায় দিয়া আমারে আমার দোষ ক্ষমা কইর‍্যা দেও চন্দ্রা।

চন্দ্রা — ও ভোলানাথ ....

[পাগলের মত ও আর্তস্বরে] একবার দুয়ার খোল চন্দ্রাবতী, দেখা দেও। তোমারে ছুঁইব না, ধইরব না, দূরে থাক্যা হইয়া খাড়া, ইহজন্মের মতন একবার কেবল কন্যা দেও দেখা। দেও মোরে সাড়া। তুমি দেবপূজার ফুল, জানি, তুমি গঙ্গার পানি, আমি যদি ছুঁই কন্যা, হইবা পাতকিনী। তাই নয়ন ভইর‍্যা শুধু একবার তোমারে দেইখ্যা যাই কন্যা, শেষ জন্মশোধ দেখা।

চন্দ্রা — ও ভোলানাথ ....

জয় -- শৈশব কালের সঙ্গী তুমি যৈবন কালের সাথী, দুয়ার খোল কন্যা, অপরাধ ক্ষমা কর, ওগো চন্দ্রাবতী, আমি পাপিষ্ঠ. তাই তুমি দুয়ার খোল নাই ...... শৈশবের সঙ্গী ওগো যৈবনের সাথী, আমারে ক্ষমা কর — এই লেইখ্যা ইহ জনমের মত বিদায় লইগো সখী।

(এ মুহূর্তে সমস্ত আবাহ শব্দ ধ্বনি স্তব্ধ হলো)

চন্দ্রা [চমকে] — কে? কে ডাকে? মণি হারা ফণীর মত .... সীতা হারা রামের মত ..... আর্তকণ্ঠে কে ডাকে! এ কী! কার লেখা, ঝরা ফুল আমি তোমার শৈশবের সঙ্গী আর যৈবনেরই সাথী, পাপিষ্ঠরে ক্ষমা কর, আর ইহা জনমের মত বিদায় দাও গো সখী। জয় .... জয়ানন্দ! যাও আমি তোমার কে? আমার কাছে ক্যান বিদায় চাও! অপবিত্র .... হ্যাঁ অপবিত্র হইছে মন্দির আমার তোমার ছোঁয়া লাইগ্যা। যাই —কলসী কাকে নদীর ঘাটে যাই। জল আইন্যা পবিত্র করি মন্দির ধোয়াইয়া ধোয়াইয়া। (কান্না কাঁপা কণ্ঠে) তোমার অপবিত্রতায় আইজ আমিও

অপবিত্রা জীবন দিয়া চাইয়া তোমারে কি পাইলাম আমি! আ চক্ষে কেন ধারা ঝরে না, চোখের জল ফেলমো না, এ কী! এ আমি কি দেখি, যেন নদী ঐ বহিছে উজানী! বহুক নদী উজানে। ঐ নদী থেইক্যাই জল ভরি কলসীতে। .... একি! কি লাগে ঐ কলসীতে আমার, ওহ! উজান গাঙ্গে ঐ কে যায় ভাইস্যা যায়? নিথর দেহ অইযেরে কার ভাইস্যা যায়রে! হায়রে !! (সুরে) দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান ঢেউয়ের উপর ভাসে ঐ পুন্নমাসীর চান। ঐ যে রে জয়ানন্দ! ঝরা ফুল, জয়ানন্দ ঐ ভাইস্যা যায়। স্বপ্নের হাসি আমার স্বপ্নের কান্দন, সব ঐ নিঠুর নদীর জলে তলাইয়া গেল জন্মের মতন! হায়! ডুবাইয়া দিলরে, ভাসাইয়া নিলরে। মনের ব্যথা আমার কারে কহিরে। আমার মত না হইলেরে নদী — আমার অন্তরের ব্যথা তোরে কি কইর‍্যা বুঝাইরে! কী কইর‍্যা বুঝাই!!

[প্রাণ কাড়া কোন বিরহী গানের সুর বাজতে থাকবে বাঁশীতে। চন্দ্রার প্রেমার্ত কণ্ঠকে শান্তনা দিতে জয়রূপী ভাষ্যকার তার হাহাকারকে পরিবর্তন করে ইহজনমে ফিরে আনতে ডাকবে মৃদুমধুর কণ্ঠে। ধীরে উভয়েই ইহজন্মে ফিরে আসে।]

ভাষ্য (পুং) — এই, এ্যাই, ... শুভ্রা। আমাদের জন্মান্তরের পালাতো শেষ। এ্যাই, কাম অন ফরওয়ার্ড। ওগো চন্দ্রা, তোমর জয়ানন্দ .... এই যে তোমার সামনে বসে। হ্যাঁ।

ভাষ্য (স্ত্রী) — অ্যাঁ! ....

ভাষ্য (পুং) — হ্যাঁ। এই তো চন্দ্রা আর জয়।

ভাষ্য (স্ত্রী) — হ্যাঁ ইহ জন্মের শুভ্রা আর স্বপন।

[হেসে ওঠে দু'জনে]

ভাষ্য (পুং) — জন্মান্তরে যেভাবে হারিয়ে গিয়েছিলাম -- বিশেষ করে তুমি তো — কি যে বলবো!

ভাষ্য (স্ত্রী) — সত্যি ইহজন্ম বলে যে কিছু আছে, আমি কোথায় আছি, কিছুই যেন বোধ ছিল না।

ভাষ্য (পুং হেসে) — ভাগ্যিস ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ অতল থেকে আবার আমাদের ফিরিয়ে এনেছে।

ভাষ্য (স্ত্রী মৃদুহেসে) — কিন্তু জন্মান্তরটা কেমন লাগলো বললে না তো?

ভাষ্য (পুং-সুরে) —প্রেমের জোয়ারে ভেসেছি অকুল পাথারে –

ভাষ্য (স্ত্রী-সুরে) — হারিয়ে গেলাম জানি না সেই কোন সে সুদূরে।

উভয়ে — হারিয়ে গিয়ে খুঁজে পেলাম আবার নিজেরে ....

· – **ধীরে ধীরে যবনিকাপাত হবে —**

ভার[redacted]নাট্যম

ভারত নাট্যম

উৎসর্গঃ দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী দেশপ্রেমীদের উদ্দেশ্যে

নাটকঃ ভারত নাট্যম / নাট্যকার - প্রয়োগ - পরিকল্পনাঃ অজিত মজুমদার / স্থানঃ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, আগরতলা / প্রথম অভিনয়ঃ ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ইং, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট, ত্রিপুরা ষোড়শ আন্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতা / প্রযোজনাঃ শিক্ষা অধিকার বিনোদন সংস্থা। (কোন কোন শিল্পী একাধিক চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন)।

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবৃন্দ ও চরিত্রাবলীঃ

যাদবেন্দ্র মুখার্জীঃ নাট্যকার / আশিষ মোদকঃ সম্পাদক / নন্দন ঘোষঃ নির্দেশক / মিলন কান্তি সাহাঃ কর্তা, হরপ্পার প্রধান শাসক, বিজয় দেব, দ্রোণাচার্য, বিশ্বামিত্র, ব্রিটিশ সৈনিক / মাখন দেবঃ চানহুদরো শাসক, অর্জুন, হরিশ্চন্দ্র, অম্ভি, ত্রিচিনপল্লীরাজ / মহেন জো- দড়ো শাসক, সুগ্রীব / দিলীপ পালঃ শংকর প্রসাদ, গ্রীক সেনাপতি, ঘাতক, কোরাস / শুভ্রাংশু চক্রবর্তীঃ রাম, রাবন, কর্ণ, বাঘবা রাও, আমির খসরু, বৃটিশ সৈনিক, মীরজাফর, কোরাস / স্বপন চক্রবর্তীঃ পরশুরাম, ২য় চানহুদরো শাসক, কৃপাচার্য, কোরাস / সুবীর সেনগুপ্তঃ আর্য দলপতি, বালি, আলেকজান্ডার, সিরাজ, বৃটিশ প্রতিনিধি, সাম্রাজ্যবাদের চর, কোরাস / শেখর দত্তঃ দাস ১, কোরাস / হরিপদ দাসঃ দাস ২, লাইটম্যান, মিউজিকম্যান, কোরাস / মানিক দত্তঃ দাস ৩, দৌলত খাঁ, কোরাস / কমল দাসঃ দাস ৪, [illegible], কোরাস / জয় নারায়ণ ভট্টাচার্যঃ হরপ্পার শাসক ২, কোরাস / শিবপ্রসাদ ধরঃ গায়েন, কোরাস / দিপ্তী চৌধুরীঃ মা, তারা, কোরাস / নন্দা চৌধুরীঃ রেহানা, গিন্নী, অভিশপ্ত নর্তকী, কোরাস / পদ্মিনী চক্রবর্তীঃ সাম্রাজ্যবাদেশ্বরী / মল্লিকা দাসঃ কোরাস।

প্রধান ৩টি চরিত্র যথাক্রমে নাট্যকার, সম্পাদক ও নির্দেশক ছাড়া বাকী চরিত্রদের পরিধি ছোট। শিল্পীরা সকলেই এক জাতীয় পোষাক পরেছেন। কেবল অভিনয়ের আঙ্গিকে রূপ বদলে চরিত্রের পার্থক্য ফুটে উঠে। কেবল সিকুয়েশন অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন।

নেপথ্যের কলাকুশলীবৃন্দঃ —

আলো ও শব্দঃ হরিপদ দাস। সহকারীঃ বিদ্যুৎ চৌধুরী, দীপক দত্ত, প্রদীপ দাস /

মঞ্চ ঃ চিন্ময় রায় । সহকারী ঃ সুধীন দাসগুপ্ত / রূপসজ্জা ঃ নরেশ পোদ্দার । সহকারী ঃ শীতাংশু চক্রবর্তী, সুভাষ নাহা । সঙ্গীত পরিচালনা ঃ গোপাল রায় । সহকারী ঃ ধীরেন রায়, হারাধন ঋষিদাস । নৃত্য পরিচালনা ঃ পদ্মিনী চক্রবর্তী । কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জহর ব্যানার্জী, যাদব সাহা, হীরা মিঞা, রাজকুমার সূত্রধর

[পর্দা বন্ধ : নাট্যারম্ভে প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে গমগমিয়ে ওঠে আবাহ সঙ্গীত । দক্ষযজ্ঞে নাশের প্রলয়ংকরী বাদ্যব্যঞ্জনা । মঞ্চালোক রহস্যময় । মঞ্চসজ্জায় নাট্যবিষয়ের অনুকূল বিভিন্ন ভাব প্রদর্শন থাকবে । শিল্পীরা প্রলয়নাচের আভাসে আভাসিত । পর্দা খুলছে । বাদ্যনৃত্য আলো মিলে পরিবেশ রহস্যমণ্ডিত । নৃত্যভঙ্গীর একটু বাদে নাট্যকার ও নির্দেশকের প্রবেশ]

নাট্যকার [সোচ্চারে] — না, যা হবার কথা তা হচ্ছে না ।

নির্দেশক --- তা হলে কি করা যায় ?

শিল্পী (১) — আমরা তো বলেছিলাম, প্রলয়ের ব্যাপারটা বাদ দিলেই ভাল ।

[গুঞ্জন ওঠে "হ্যাঁ, সেই ভাল"]

নির্দেশক -- আচ্ছা পরে ব্যাপারটা ভেবে দেখা যাবে । এখন পরবর্তী অংশটাই শুরু কর ।

[পরবর্তী দৃশ্যের প্রস্তুতির জন্যে সকলে তৈরী হয় । মঞ্চে এবার ৯ জন কোরাস শিল্পী, নাট্যকার, নির্দেশক ও গায়েন । শুরু হয় রবীন্দ্র সংগীতের অংশবিশেষ ।]

একক --- পতন অভ্যুদয় - বন্ধুর পন্থা, যুগ - যুগ ধাবিত যাত্রী ।

কোরাস --- পতন - অভ্যুদয় - বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী ।

একক — হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি ।

কোরাস — হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি ।

[সম্পাদকের প্রবেশ । আলোর পরিবর্তন]

সম্পাদক --- না, এটা কথা ছিল না । ভাগ্যিস, প্রোগ্রাম ফাইন্যালের আগেই হাজির হয়েছি । আর কি কি ব্যাপারে আমাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছেন আপনারা, — সব তদারকির পর ঝাড়াই বাছাই

করে তবেই প্রোগ্রাম ফাইন্যাল করবো ।

কোরাস — বোঝো ঠ্যা - লা !

নির্দেশক — শুরুতেই আপনি এত তেতে উঠছেন ক্যান ?

সম্পাদক — বলেছিলাম না আরম্ভে শিব সতীকে কাধে নিয়ে প্রলয় নাচ নাচবে ? তাতে ব্যাপারটা শুরুতেই যেমন ব্যাঞ্জনাময় হবে, তেমনি দৃষ্টিনন্দন হবে ।

কোরাস — আহাঃ ! বলিহারি দৃষ্টি !

নাট্যকার — আর আমি যে বলেছিলাম একটা চমৎকার কম্পোজিশান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হোক ?

সম্পাদক — বললেই তোমার কথা মেনে নিতে হবে নাকি ? তুমি তো নাট্যকার মাত্র । আর আমি সম্পাদক বলে কথা ।

কোরাস — [ছাড়াছাড়া অট্ট হাসি] হাঃ হাঃ হাঃ

নির্দেশক — নির্দেশক হিসেবে আমারও কিছু বক্তব্য থাকতে পারে ।

কোরাস — আলবৎ ! আলবৎ !

সম্পাদক — কিন্তু সর্বোপরি সম্পাদক । এবং তার কথার কি সত্যি কোনো জবাব আছে বলুন ?

নির্দেশক — আমরা মানুষের কথা বলবো । কোন মানব দেবতার কথা তো নয় ।

সম্পাদক মানে ?

নাট্যকার — মানে কোন বিশেষ বিশেষ জাতি ধর্মের ভালোমন্দ বাণী দিয়ে শুরুটাকে আমরা বিতর্কিত করতে চাইনা । আসলে সবকিছুর মূলেই যেহেতু মানুষ তাই মানুষকে নিয়েই আমাদের যত কথা ।

সম্পাদক — তা কথা যাই হোক, সভাপতিরও অনুমোদন তো আমাকেই নিতে হবে নাকি .

নির্দেশক — হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক নিয়মতন্ত্রে সভাপতিও আমাদের আছেন । কিন্তু যদি তিনি হন — ময়না, হরিবোল তো !

কোরাস — হরি - ই বোল ! হরি ই বোল !

সম্পাদক কি বলতে চান আপনি ?

নির্দেশক — সম্পাদকই তো আসলে দলের মন্ডু বলে কথা .

[সম্পাদক গর্বিত ভঙ্গীতে গলা খাঁকারী দিলেন]

নির্দেশক — [হেসে] অর্থাৎ আপনি । আপনার কথা ভেবে শুরুতেই

প্রলয়ংকারী যন্ত্রধ্বনিও করা হয়েছে। এবং কোন রকম সংগ্রহ করা গেছে শিবকেও। বোধ হয় শংকর প্রসাদ তোমাকেই তো ?

শংকর (শিল্পী) — হ্যাঁ।

নির্দেশক — দেখিয়ে দাওনা হে আমাদের সম্পাদক মিস্টার সিংজীকে শিবের ঐ পলয়ভঙ্গী। হ্যাঁ — তাহলে স্টার্ট।

[সজোরে প্রলয় বাদ্যের শুরু হয়। মুহূর্তে পোষাকী পরিবর্ত্তন না করেই শংকর ..... শিবের বৃষের অনুকরণে প্রলয় নাচের দুম দাম মুদ্রায় লাফালাফি শুরু করে।]

সম্পাদক — [সোচ্চারে] এ কেমন ধারা নাচ ! ?

[নাচ থামে]

নির্দেশক — নাচই বটে। তবে এক্ষেত্রে আমরা ধ্বংসের কারসাজী বোঝাতে দৈহিক কসরতের মাত্রাটা বেশ বাড়িয়েছিলাম।

সম্পাদক — তার মানে এতে নাচের দফা রফা হচ্ছেনা ? দর্শকেরা বলবে কি ?

নির্দেশক — আমরা দর্শককে বোঝাতে চেষ্টা করবো --- শিবের ঐ চরম বিরহের মুহূর্ত্তে তার প্রিয় বাহন, ষাঁড়টার যে অবস্থা হয়েছিল, তার পোজ-পশ্চারের কথা ভেবেই নাচটা কম্পোজ করা হয়েছে। অর্থাৎ আজকাল ও যেভাবে নানান দলের লোক ঐ ষাঁড়কে ফলো করে মার দাঙ্গা ভাঙ্গচুর করে তাদের ক্ষোভ ও মনের দুঃখ প্রকাশ করে। হ্যাঁ ব্যাপারটা তাতে বোধ হয় আরো মর্মান্তিকই হবে। — কি বলেন ?

সম্পাদক — হুঁ। শিবের নাচন কুদনে ভাবের ব্যাখ্যা তো দেখলাম। কিন্তু সতী ?

নাট্যকার — না, কেউ সাজতে চায়না।

সম্পাদক — ওটা আমার ইচ্ছে বলেন নি ?

নির্দেশক — বলেও কেউ রাজী হচ্ছেনা।

সম্পাদক — তবে নিশ্চয়ই আমার বিরোধিতা চলছে বলবো।

[এক্ষণে সুদর্শনা নায়িকাসুলভ রেহানার প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত শিল্পীদের কাসি, গলা সাফাই, তীর্যক দৃষ্টি, গানের সুর ইত্যাদি আর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে গুঞ্জন করে।]

নির্দেশক — [শাসনের ভঙ্গীতে] ইউ আর ট্যু লেট রেহানা।

সম্পাদক	—	আপনার ঐ ডিস্‌সিপ্লিনারী অ্যাকশান পরে যা নেবার নেবেন।
নির্দেশক	—	কিন্তু লেট করে আসার মধ্যে মুরব্বিয়ানা যেই যত জাহির কত্তে চাক না কেন .... আমি তা বরদাস্ত করি না।
সম্পাদক	—	করবেন না। কিন্তু আপাততঃ আমাকে বলতে দিন।
রেহানা	—	ওরে বাপস্‌ ! অন্ততঃ আজকের মত — প্লিস একস্‌কিউজ মি
সম্পাদক	—	সে কথা হচ্ছে না।
রেহানা	—	[অজানা আশংকায়] তবে !
সম্পাদক	—	যা হবার কথা ছিল, তা হলো না কেন — সে কথাই হচ্ছিল।
রেহানা	—	তাতে আমার কি করণীয় আছে ? যেখানে আমাদের নাট্যকার এবং নির্দেশক রয়েছেন।
নির্দেশক	—	আপনি ব্যাপারটাকে বোধ হয় ....
সম্পাদক	—	আপনি থামুন তো মশায়। তোমাকে বলছি রেহানা — কোনো মেয়ে সতী হতে চাইবে না -- বলতো এও আমাকে বিশ্বেস কত্তে হবে ?
রেহানা	—	এ আপনি কি বলছেন আমাকে ?
সম্পাদক	—	[মেজাজে] বলছি তুমিও কি সতী হতে চাওনা ?
রেহানা	—	[ক্ষেপে] ছিঃ ! আমি নাটক কত্তে এসছি ঠিকই। কিন্তু আমাকে নিয়ে এসব কথা উঠছে কেন ?
কোরাস	—	[হিঃ হিঃ করে ব্যঙ্গ হাসি] হিঁ হিঁ হিঁ
সম্পাদক	—	[ক্ষেপে প্রায] আমি শুনেছি মাত্র। কিন্তু বলেছেন তো ওঁরা।
নাট্যকার	—	বলেছি। মানে কি বলা হয়েছে ?
রেহানা	—	মানে ...... আমি সতী নই আপনাদের মুখে একথা ......
নির্দেশক	—	হ্যাঁ।
সম্পাদক	—	শুনলে তো ?
রেহানা	—	[ক্ষেপে] হোয়াট ! ?
নাট্যকার	—	কিন্তু তাই বলে কাউকে অ - সতীও বলা হয় নি কিন্তু।
রেহানা	—	[অসহায় আবেগে] আমি বুঝতে পাচ্ছিনা আমি কি করবো ? কি বলবো ? বুঝতে পাচ্ছিনা এখানে থাক্‌বো কি বেরিয়ে যাবো ? (থামে) [অল্পক্ষণ নীরবতা]
নাট্যকার	—	আমার মনে হচ্ছে এই নিঃশব্দ মুহূর্ত্তগুলোতে .....
রেহানা	—	যা খুশী মনে করুণ। কিন্তু আমি কেবল প্রোগ্রামের খাতিরে, গ্রুপ ইন্টারেষ্ট ... এবং ... ওহ্‌ .....

নাট্যকার	—	ভাবতে গেলে ভাবনা বাড়বে বৈ তো নয়। তাই নটে গাছটি এবার মুড়োতে হয়। ..... আসলে আমাদের সম্পাদক বাবু তাঁর কথা বোঝাতে গিয়ে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছেন।
সম্পাদক ও রেহানা	—	মানে ?
নির্দেশক	—	মানে সম্পাদক মিষ্টার সিংজী তোমাকে কথার দোলে মিসলীড করেছেন রেহানা সাহেবা।
রেহানা	—	আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।
নাট্যকার	—	[হেসে] আরে ঐ যে কথা হচ্ছিল না, সম্পাদক বলছিলেন --- সতীদেহ খন্ড বিখন্ড করার দৃশ্য জোড়ার কথা ? .... এ সতী সেই সতী বুঝালে তো এবার ?
		[সম্পাদক ছাড়া সকলেই হাসে। কিন্তু তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি]
রেহানা	---	[হেসে] ও হো হো, তাই বলুন। আমি তো সত্যি রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, যে দ্রৌপদীর মত যত বীর পুঙ্গবদের সামনে আমাকেও আবার ..... [হাসিতে ফেটে পড়ে। সঙ্গে কোরাস ও]
কোরাস	--	হাঃ হাঃ হাঃ।
সম্পাদক	-	এসব কি ব্যাপার স্যাপার হচ্ছে ?
নির্দেশক		ব্যাপার হচ্ছে এই যে সেই ভয়াবহ, রোমাঞ্চকর সতীদেহ ছিন্নভিন্নের নয়নাভিরাম দৃশ্যটি বাতিল করা হয়েছে।
সম্পাদক	--	[ক্ষেপে] কার ইচ্ছেয় তার বাতিল ঘোষণা শুনি ?
রেহানা	--	সকলের। অর্থাৎ ....
কোরাস		গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে।
সম্পাদক		কিন্তু কি কারণে, আমি তা জানতে চাই ?
নির্দেশক	-	গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সিদ্ধান্তের কৈফিয়ৎ জানতে চাওয়ার এক্তিয়ার কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের নেই। তবে অবিশ্যি ....
কোরাস	--	যদি হয় ডিক্‌টেটর — থাকে তার এক্তিয়ার। ছিল যেমন হিটলার চাপাতো যা মত তার।
নাট্যকার	----	কিন্তু আমাদের সম্পাদক মশাইকে আমরা আপনজন বলেই জানি। কি বলুন সিংজী ?
সম্পাদক	--	এতে আবার সন্দেহ কেন ?
নির্দেশক	---	কার্যকারণেই সন্দেহের উদ্রেক। অবশ্য এসবই নিন্দুকের প্রচার। যাক্ — যা জানতে চাইছিলেন —

নাট্যকার — হ্যাঁ, ঐ প্রলয় নাচে কেউ কারো দেহ টুকরো টুকরো করে ছিন্ন ভিন্ন হতে দিতে চায় না।

নির্দেশক — বোধহয় বলতে চায়,

নাট্যকার — এমন একটা বিচ্ছেদের সুর যা নাকি আসলে সত্তাদেহ ব্যবচ্ছেদের নামে অনিচ্ছাকৃত বিচ্ছিন্নতা।

কোরাস — বিচ্ছিন্নতা ! বিচ্ছিন্নতা !!

নির্দেশক — সুতরাং আসুন আমরা মীমাংসায় আসি। আপনার তাণ্ডব ঝংকার আমার গানের মহড়া এবং নাট্যকারের পালা হয়ে ক্রমান্বয়ে অন্যদের ব্যাপার স্যাপারও সবই থাকছে।

কোরাস — এ যেন সর্বদলীয় আপোস রফা। হাঃ হাঃ হাঃ

নির্দেশক — নো টক প্লীজ। লাইট এন্ড মিউজিক রেডি তো ?

মিউজিকম্যান — [নেপথ্যে] মিউজিকাল ব্যাপারগুলি সব এখনো সেট করা শেষ হয়নি।

লাইটম্যান — [নেপথ্যে] লাইট এরেঞ্জমান্টও সব কমপ্লিট হয়নি।

নির্দেশক — কেন, গোড়াতেই না বলেছিলাম যে তুরন্ত শেষ করা চাই। আজ ফাইনাল চেকিং ?

সম্পাদক — আর তা না হলে আমিই বা বুঝবো কি করে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে ? .... যত্ত সব রাবিস।

নির্দেশক — নো, নো। অবজেকশান প্লিজ। মুখ খারাপ করে বা উত্তেজিত ভাবে কোন প্রসঙ্গ নয়। তাতে সৃষ্টির চাইতে ধ্বংসেরই আশংকা বেশী। হ্যাঁ।

সম্পাদক — মানে ?

নির্দেশক — মানে এখানে প্রয়োজন সহমর্মিতা, সমঝোতা, ইন্টারলিংক, যাকে বলে পরস্পরের মিউচুয়াল আন্ডারস্টেন্ডিং।

নাট্যকার — তাছাড়া এ নাট্য - মাজোর ব্যাপারগুলো আপনার চাইতে ওঁরই একটু বেশী বোঝা দরকার। এখানে নাক গলিয়ে নির্দেশকের স্বাধীনতা নষ্ট করা সম্পাদকের উচিত নয়।

সম্পাদক — ওঃ !

নির্দেশক — লাইট সাউন্ড মিউজিককে বলছি — যতটা সম্ভব এখন চালিয়ে যাও। বাকী সব যথাসময়ে যাতে এপ্লাই করা যায় .... তৈরী হয়ে যাও।

সম্পাদক — শিল্পীরা সব তৈরী কিনা যাচাই করে নিন।

কোরাস — না, আমরা তৈরী নেই।

সম্পাদক — কি সাংঘাতিক, কেন - কেন ?

শিল্পী(১) — [লাগার্ডো] যদি পার্ট ভুলে যাই !

নির্দেশক — এ আবার তোমাদের বলার মত কথা হলো ল্যাগার্ডো ?

শিল্পী(১) — ক্ষুদে হলেও বুঝি আমাদের কথা বলতে নেই; দলের গোদা তৈরী করার সময় আমাদের দাম কি কিছু কম ?

শিল্পী(২বড়ুয়া) — ড্রেস - ওসব পাইনি। সম্পাদক মশাইর যদি এতে দায়িত্ব থাকে, বলবো না ?

সম্পাদক — ড্রেসের জন্যে কি পার্ট আটকে থাকে ?

নির্দেশক — ব্যাপারটাকে আদারওয়াইজ মানে অন্যভাবে ও বলা যেত।

সম্পাদক — [নাট্যকার ও নির্দেশককে] কিন্তু আমি সরাসরিই বলছি — কেন ওসব হলো না ?

নাট্যকার — অবশ্য অনেক কিছুতেই সাজেস্টিভের ... কথাও লেখা হয়েছে।

নির্দেশক — তুমি তো লিখেই খালাস। আমাকে তো ভাবতে হয়েছে সাজেস্টিভ ব্যাপারটা কি করে ব্যাখ্যা করা যায় — নাকি ? মানে যাকে বলে প্ল্যান ওয়াইজ।

সম্পাদক — সে আপনি প্ল্যান নন প্ল্যানে যেভাবে খুশী করুন। রামেরটা শ্যামকে দিয়ে, শ্যামেরটা যদুকে দিয়ে বা না দিয়ে যেমন খুশী পারেন ভেড়ার মত চালিয়ে নেবেন তাদের।

নির্দেশক — কি বলতে চান আপনি ?

সম্পাদক — এই ক্ষুদে নাট্য রাজ্যের বাপারগুলোর সমাধান কেন এতদিনে করা হলোনা, এই জানতে চাই ? কি খরচাপাতি করেছেন বলুন ?

কোরাস — বলুন। আপনার খরচাপাতি রীতিনীতির যত আদির কৈফিয়ৎ।

সম্পাদক — কি ?

নির্দেশক — নয়তো কি ? নাটকের দায়িত্ব আমার। অথচ আপনি হলেন দান খয়রাতের কর্তা। সংগঠনের কেন্দ্রীয় শক্তি। খেলা, সাঁতার বা আপনার নির্দেশনামার অন্যান্য বিভাগের বাজেটে আপনার হাত খোলা। ভালো। কিন্তু যখনই নাটকের কথা উঠলো —

নাট্যকার — অমনি যত ঘাটতি আর ঋণের চাপতি। আর যেন তেন প্রকারেণ

কেবল তোমার আয় বাড়াও হে আয় বাড়াও ধুয়া।

নির্দেশক — আর কত বাড়াবো ? ঐ জিজিয়া মার্কা আয়ের চাপে শিল্পীদের তো দফারফা। রিকেটি রোগে তারা ধুঁকছে তা কি দেখছেন, না বুঝতে চাইছেন ?

কোরাস — বুঝেছি। সতীন পো গো - সতীন পো !

নাট্যকার — শুধু কি তাই ? শ্রমের কথা বাদই দিলাম। নাট্য মারফৎ যত আয় হচ্ছে নাট্যোন্নতির জন্যে তার কতটুকু ন্যায্যভাবে দেয়া হচ্ছে ?

নির্দেশক — অধিকাংশই চলে যাচ্ছে তার আপনার মন ভজানো যত এখাত সেখাতের জন্য।

সম্পাদক — জানতে চাই তোমরা কি জোট বেঁধেছ ?

নাট্যকার — না, আমরা জোট নিরপেক্ষ।

সম্পাদক — জান, আমি হলাম প্রতিষ্ঠানের মধ্যমনি। অথচ আমার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচনা ? কি পেয়েছ তুমি নাট্যকার ?

কোরাস — হয়ে নাট্যকার, বুঝি ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সম্পাদক — মনে রাখবে আমার মধ্যে শক্তি যত সঞ্চিত হবে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উইংও আমার তত জোরদার হতে থাকবে। হ্যাঁ।

নাট্যকার — কিন্তু আমি যদি বলি উল্টো।

সম্পাদক — অর্থাৎ ?

নাট্যকার — উইংগুলো যত শক্তিশালী হবে কেন্দ্রীয় শক্তিও তত বেশী সংহত ও সবল হতে থাকবে।

কোরাস — এ যে নন্দ নন্দন ! উল্টেপাল্টে বল কি বা শোন, ঐ এক - নন্দ নন্দন ! আর নন্দ নন্দন ! [ফিসফিসিয়ে বলে]

সম্পাদক — কেউ কি কিছু বললো ?

নির্দেশক — জনরব, জনরব।

কোরাস — পাখীরা সব করে রব।

সম্পাদক — এ সব হেঁয়ালী করে রাত পোহাবে নাকি ?

কোরাস — হায় ! অন্ধকার ! এখনো অন্ধকার !

নির্দেশক — আপনি বুঝুন যে সাধ্যি মত কম খরচের চেষ্টাই আমি করেছি। আসলে আমাদের বাজেটে অনুদান আপনাকে বৃদ্ধি কত্তেই হবে। নইলে নাট্যোন্নতি অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অর্থ বরাদ্দের অসমতায় প্রতিষ্ঠানে কানাঘুসা চলছে। হয়তো কোন

আসন্ন বিপদ .....

নাট্যকার — প্রয়োজনের দাবীতে শিল্পীদের সোচ্চার হতে হবে, কথা উঠেছে!

সম্পাদক — মূল সমস্যাটাকে দেখা যাচ্ছে আপনারা অর্থনৈতিক পর্যায়েই ঠেলে দিচ্ছেন।

নাট্যকার — দিচ্ছিনা। চলে যাচ্ছে। কারণ সর্বস্ব মূলম্ অর্থম তো!

সম্পাদক — কিন্তু আমার ধারণা এক খাতের টাকা আপনাদের অন্য খাতে খরচ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা লাইটম্যানকে খুশী করতে ড্রেস থেকে ড্রেসকে খুশী রাখতে স্টেজ থেকে .....

নির্দেশক — অসম্ভব। আমাদের বাজেট কাটছাঁট করে আপনার ইচ্ছেমত থামছাম যাই দিয়েছেন --- তাতে নাক কেটে যা পাচ্ছি, করছি।

সম্পাদক — কি বললম ?

নির্দেশক — এই তো টুপী পাগড়ী যোগাড় করেছে তো আটকান হয়নি! ঢাল পেয়েছি তো তলোয়ার নেই, অথবা ঢালও নেই তলোয়ারও নেই---কিন্তু বলছি শিল্পীদের - না হে মনে কর তবু তুমিই নিধিরাম সর্দার।

কোরাস — কেন আমারই এক পদাতে। নেই, তবু ভাবো আছি।

নাট্যকার — কিন্তু সম্পাদক মশাই, তাতে দর্শকেরা নির্দেশকের কি দফা রফা করতে পারে, ভাবতে পারেন?

সম্পাদক — সেটা ম্যানেজ করতে না পারলে তো নির্দেশকগিরি থেকে ওকে নামাতে হবে।

নাট্যকার — তারপর আপনার পছন্দের লোককে নির্দেশনায় বসাবেন কি নাটকের বারোটা বাজাতে?

কোরাস — |গান| ধরা যেন সরা!

সম্পাদক — দরকার হলে নাট্যকারও নতুন নিয়োগ করবো।

নাট্যকার / নির্দেশক — তাও ?

সম্পাদক — হ্যাঁ। আমি বলে যাবো আর সে লিখে যাবে! আমার কথাই হবে নাটক, নাটকেই আমার কথা। আসলে যা হবে আমারই কাম এবং আমারই নামে সব চলতে থাকবে, বুঝেছ?

কোরাস — বুঝেছি, নায়েব কেবলম! নায়েব কেবলম!

নাট্যকার — দেখুন, প্রতিষ্ঠানে আপনি যে খুব কেউ কেটা তা যথেষ্ট

বোঝাচ্ছেন। কিন্তু এতে কাজ আমাদের কতটা এগুচ্ছে — ?

নাট্যকার — এগুচ্ছে বৈ কি। পাওয়ার এক্সরসাইজ ক্ষমতার লড়াই বা তার প্রয়োগ ও অপ প্রয়োগের কারসাজি। আগে যদি জানতাম এসব আমি নাটকে ঢুকিয়ে দিতাম। হা! [হাসে]

সম্পাদক — হাসছ? আমার অপমানিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেবল সিস্যুয়েশন টেকেল করার খাতিরেই অপমানিত বোধ করলামনা। বরং হেসেই যাচ্ছি। হাঃ হাঃ হাঃ।

কোরাস — [ঐ হাসি নকল করে হেসে হাসে] হাঃ হাঃ হাঃ

সম্পাদক — [রেগে] আবার কি শুরু হচ্ছে?

শিল্পী(১) [লাগার্ডো] — আমরা তো আপনার দর্শনই পাইনা।

সম্পাদক — তোমরা ছাড়াও যেহেতু আমার আরো অনেককে দর্শন দিতে হয়।

রেহানা - অর্থাৎ বাইরেও তাঁকে অনেক কিছু সামলাতে হয় কিনা —

শিল্পী(২) [বড়ুয়া] -- কিন্তু আমাদের বিষয় কি আপনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন?

শিল্পী(৩) [ত্রিপুরা] -- আমাদের প্রতি আপনার সহানুভূতি নেই।

শিল্পী(৪) [মনন] অথচ আপনার চামচা মার্কাদের বেলা আপনার ভালো ব্যবস্থা।

সম্পাদক - কি?

রেহানা -- আমার কথাও আপনি বাদ দিলেন?

সম্পাদক - আমি জানতে চাই [সবাইকে প্রদক্ষিণ করে] ইউ লাগার্ডো, বড়ুয়া, ত্রিপুরা, মনন, অ্যান্ড রেহানা ... হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দিস, অ্যান্ড হোয়াই?

নাট্যকার --- [অনেকটা অনুযোগের মত] ভয়ের কিছু নেই। সুযোগ পেলে আমাদের সেক্রেটারী বাবু এরকম ইংরাজিতেও মেউ মেউ করে থাকেন।

সম্পাদক --- লেট মি নো হোয়াই আর ইউ সো এগ্রেসিভ?

কোরাস --- প্রতিষ্ঠানে আপনার সমদৃষ্টির অভাব।

নাট্যকার --- অর্থাৎ বোধ হয় বলতে চাইছে সার্বিক উন্নয়নে আপনি উদাসীন।

নির্দেশক -- অথবা পক্ষপাতদুষ্ট, -- বোধ হয় এরকম অথবা আরো কি সব বলতে চায়।

সম্পাদক — তোমরা কি সংগঠনটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো কর্তে চাও!

কোরাস	—	অসম্ভব।
সম্পাদক	—	বুঝেই যদি থাক তবে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান কর।
নির্দেশক	—	হ্যাঁ, অনুষ্ঠান যদি সত্যি দর্শকের সামনে হাজির করাবার সুযোগ হয় — হাতজোড়ে বলব তখন — আমাদের ইচ্ছে ছিল — যাতে আরো ভাল করেই কত্তে পারি। কিন্তু বরাদ্দের অপ্রতুলতায় ......
সম্পাদক	—	আপনি আবার কি শুরু করেছেন ?
নাট্যকার	—	ঐ অর্থনৈতিক অনুদানের কথা।
নির্দেশক	—	হ্যাঁ, অর্থনৈতিক অনটনেই যথার্থভাবে নিজেদের উপস্থাপিত করা যাচ্ছে না।
সম্পাদক	—	তার মানে আমার বিরুদ্ধে ?
নির্দেশক	—	সুতরাং হে মাননীয় দর্শকমন্ডলী, শূন্যস্থান বলে যদি অনুষ্ঠানে কিছু মনে হয়, বিবেচনা দিয়ে তা পূরণ করে নেবেন। কারণ আমাদের সম্পাদক মশাই .....
সম্পাদক	—	দিস ইজ সিমলি টু ইনসাল্ট মী ।
নাট্যকার	—	তাহলে আপনি যা ডিক্‌টেট করবেন তাই বুঝি ওকে বলতে হবে ? আঙ্গুল নাচিয়ে পুতুলটির মত আপনি বলবেন — বাছা এমন নাচতো দেখি — । আর অমনি ....
কোরাস	—	[সুবালো ডিস্‌কো ঢংয়ে] আহা নাচো নাচো ....
সম্পাদক	—	[ক্ষেপে] আপনাদের আমি হাড়ে হাড়ে বুঝে নিচ্ছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না এই সিদ্ধান্তই আমাকে নিতে হয় ভাবছি ....
নাট্যকার	—	তবে হিটলারী চালে চিচিম বন্ধ সিদ্ধান্ত নেবেন না আশা করি।
সম্পাদক	—	বেশ, তবে সামলেই গেলাম এবারের মত।
রেহানা	—	[দোয়া মেগে] হে পরবর দিগার, কি অসীম দয়া তোমার।
নির্দেশক	—	কি হলো হঠাৎ রেহানা ?
রেহানা	—	আমাদের সম্পাদক মশায়ের কী আত্মসংযম এবং কি জন - গণ - মন নিষ্ঠা। সুতরাং বলতেই হয় — [শ্লোগান ঢংয়ে] সম্পাদক মাই - কি ?
কোরাস	—	[সোচ্চারে] জয়।
নাট্যকার	—	আরে এ হচ্ছে কি ? সম্পাদক মশায়ের লিঙ্গ সম্বন্ধে তোমাদের কোন কান্ড জ্ঞানই নেই দেখছি।

রেহানা — ওহ ! সরি ! বিসর্জনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছল কিনা !

সম্পাদক — হুঁ ! রেহানা বলেই রহম্ করা হলো আন্ডারস্ট্যান্ড ?

রেহানা — সে আর বলতে ? অনেক আগে থেকেই বুঝতে পাচ্ছিলাম ।

সম্পাদক — নাটকে স্টেজের ব্যাপার স্যাপার কি মিস্টার মিত্তির ?

নাট্যকার — ওটা যথাসময়ে এবং বক্তব্য বোধকই হবে । এ বিষয়ে যদি কিছু বলার থাকে, তবে মিস্টার রাও ....

নির্দেশক — বলার অনেক কিছুই আছে — [নেপথ্যের উদ্দেশ্যে] স্ট্যাজ ক্র্যাপটম্যানকে বলছি — বি রেডি । আপনি কেবল দেখে যান ।

সম্পাদক — আর মেক্ আপ বা পোষাক আষাকের ব্যাপার .....

নির্দেশক — ম্যাকআপম্যানকেও বলছি — এটেনশান প্লিজ ।

সম্পাদক — কিন্তু পোষাকী ব্যাপারগুলো ?

নাট্যকার — সাজেস্টিভ যখন বলা আছে, নির্দেশকই ভাববেন —

সম্পাদক — কিন্তু যথাযথভাবে হাজির করা না হলে ?

নির্দেশক — কি মুস্কিল ! আরে মশাই — আমাদের দর্শকতো আর বুদ্ধু নয় । ধরুন, আপনাকে খুব আচ্ছা করে রাজা সাজানো হলো — তাহলেও দর্শক কি আপনাকে সত্যি সত্যি রাজা বলেই মেনে নেবে ?

কোরাস — [অট্টহাসি] হাঃ হাঃ হাঃ ।

নাট্যকার — আসলে আভাসে ইঙ্গিতে আসল কথা বলার যত চেষ্টা এবং দর্শকও সেখানে রীতিমত কন্‌সাস্ ।

নির্দেশক — রাইট ইউ আর । তাহলে আসুন আপনাকে এখন অন্তরালে যেতে হচ্ছে । এবার তাদের পালা কিনা ।

সম্পাদক — কিন্তু তার আগে নায়ক নায়িকাকে আমি জানতে চাই ।

নাট্যকার — কেন বলুন তো ?

সম্পাদক — আমি নায়ক নায়িকার সঙ্গে করমর্দন করবো ।

নির্দেশক — [জনান্তিকে] করমর্দন মানে আবার স্পর্শলোভী নয়তো ?

নাট্যকার — কিন্তু আমাদের যে কোন গদবাঁধা নায়ক বা নায়িকা নেই মিঃ সিংজী ।

সম্পাদক — [বিস্মত] সে কি ! ?

নির্দেশক — না, নিরুৎসাহ হবেন না ওঁর কথায় ! আসলে কিছু রকম ফের—

সম্পাদক — তার মানে নাটকের ক্রিয়া কান্ড কি আমাকে কিছুই বুঝতে

দেবেনা? নায়ক নায়িকা ছাড়া ......

নাট্যকার — না ছাড়া বলিনি তো। আপনিও তো এক নায়ক।

সম্পাদক — এ আবার কি কথা ?

নির্দেশক — বলেছিলাম — আমরা মানুষের কথা বলছি তো। সুতরাং সেই মানুষের ইতিকথা, ইতিহাসই আমাদের নায়ক।

কোরাস — ইতিহাস। ইতিহাস।

সম্পাদক — ওঃ। আর নায়িকা ?

নির্দেশক — যার পথ বেয়ে এগিয়েছে মানুষ তার ইতিহাস। কালে কালে কত রঙ বদলেছে যার এবং যে বড় চঞ্চলা। দ্যাট ইজ ফোর্থ ডায়মেনশান। মানে সময়। সময়ই আমাদের নায়িকা।

কোরাস — সময়! সময়!!

সম্পাদক — লম্বাচোড়া কথা তো খুব বলছেন আমাকে ধাঁধায় ফেলতে। কিন্তু আপনাদের নাট্যকান্ডে কথা বলাবলি করবেটা কে শুনি ?

নির্দেশক — কেন ? যারা নাট্যানুক্রমে হাজির হচ্ছে সেই যুগ চরিত্ররা।

সম্পাদক — ব্যাপারটা আমার কাছে হেঁয়ালী ঠেকছে কিন্তু। শেষকালে যার তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে না তো ?

নাট্যকার — আসল কথা বলতে গেলে নাটক কি আর এতক্ষণে শুরু হয়ে যায়নি সম্পাদক মশায় ? ইতিহাসের ফল্গুধারায় আপনি আমি সে এবং তারা মিলে সময়ের টানে এতক্ষণ যে ক্রিয়াকান্ড হলো —

নির্দেশক — একে নাটক না বললে অবশ্য তুমি নাচার। তার পরেও যা ঘটবে ঘাপটি মেরে বসে দেখুন কি হয়।

সম্পাদক — অর্থাৎ নতুন করে যেন আর আমাকে বুদ্ধু বনতে না হয়। বটে! তবে পছন্দসই কিছু না হলে কিন্তু আমি সেন্সর করবো বলে দিলুম, হ্যা।

কোরাস — [সোচ্চারে] সেন্সর — সেন্সর সেন্সর।

নাট্যকার — কি বললেন ?

সম্পাদক — বললাম — চালিয়ে যান। আমিও দেখতে থাকি। কোথায় আপনাদের সঙ্গে আমার গরমিল হচ্ছে সেখানেই আমি ....

নির্দেশক — আসলে আপনি আমাদের ভেবেছেন কি ?

সম্পাদক — ভেবেছি শুধু আপনারা মনে রাখবেন, প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবে আমারও একটা সম্পাদকীয় দায়িত্ব আছে। সুতরাং

যাই কিছু হবে নিশ্চয়ই তাতে আমার অ্যাপ্রুবেল দরকার। ব্যাচ। নিন শুরু করুন। আপাততঃ আমি প্রস্থান কচ্ছি।

[বেরিয়ে যান]

নাট্যকার শুনলে তো? এই করে না শেষে ভণ্ডুল বাধে?

নির্দেশক লেট আস্ সী! সিচ্যুয়েশান তৈরী হলেই দেখা যাবে।... এখন নাউ লেট্‌স গেট এভরিবডি। শুরু হচ্ছে আমাদের নতুন নাট্যক্রিয়া স্টার্ট। [নাট্যকার ও নির্দেশক অভিনয়ে প্রয়োজনীয় অংশ নেবেন। [illegible] আবার সঙ্গীতের শুরুতে সিন্ধু সভ্যতার যুগের আদিম বীণার ঝংকার শুরু হবে একক ও কোরাসে [illegible] গান। গান চলাকালীন শিল্পীরা নৌকা চলার কম্পোজিশান করবে মাইমে। আলোতে ইল্যুশান সৃষ্টি হবে। [illegible] জন্য অবশ্য প্রথমে নৌ চলনা, পরে আবার [illegible] হয়ে থাকবে। কিছু শিল্পী [illegible] দৃশ্য রচনা করবে প্রয়োজন মত। কিছু [illegible] সময়ে। সংগীত [illegible] মুহূর্তে [illegible] এবং বিভিন্ন [illegible] চাষের কাজ, [illegible] কেউ [illegible] কেউ [illegible] কেউ [illegible] দুই সম্প্রদায় [illegible] প্রথমেই [illegible] কৃষির [illegible] বিনয় [illegible]]

(৫০)

একক [illegible] ভাই,

কোরাস [illegible]

একক [illegible] ভাই,

কোরাস [illegible] ভাই ......

একক ইতিহাসের আদি [illegible] এবার ভাই,

কোরাস --- হো হো হো, চলো কালিবাঙ্গে যাই।

একক – ইতিহাসের গতি বিনে জানার পথ নাই!

কোরাস - - হো হো, তাই লোথালেতে যাই।

একক — হো হো তরী সামাল সামাল কে -

কোরাস - - হো তরী সামাল সামালকে .... সামাল সামালকে রে ....

একক - [দ্রুত] ভাঙ্গা গড়ার খেলা ভাই সর্বনাশার বেড়া / আসবে তুফান ভারী

কোরাস --- জোরসে চালাও তরী

একক সিন্ধুর কল্লোল ঐ জাগে - কারা জাগে

কোরাস ডাকে --- তারা ডাকে

একক জোরসে চালাও তরী -

কোরাস জোরসে চালাও রে ......

[গান দ্রুতলয়ে শেষাংশ কয়েকবার চলবে। ধীরে আলো কমে অন্ধকার। দৃশ্যপট শিল্পীদের অবস্থান সব পরিবর্তিত শেষ হবে। শোনা যাবে এবার নাট্যকারের কণ্ঠ। শিল্পীরা মাইমে নাট্যক্রিয়া চালাতে চালাতে নাট্যকারের সঙ্গে সংলাপ চলবে। নাট্যকারের আলো জ্বলে। অন্ধকারের আবার সঙ্গীতও থাকে।]

নাট্যকার এই যুগ ?

কোরাস প্রাগ ঐতিহাসিক।

নাট্যকার এর নাম ?

কোরাস সিন্ধু সভ্যতা।

নাট্যকার ছড়িয়ে আছে ভারতের বুকে নগর কেন্দ্রীক ঐ সিন্ধু সভ্যতা। না সিন্ধু নদ ছাড়াও বহুদূর, বহুনগর জুড়ে। খণ্ড ক্ষুদ্র সব ঐ নগর রাজ্য গঙ্গা, যমুনা ও নর্মদার তীরে। পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান ও আরো দাক্ষিণের এ পাশ ওপাশ জুড়ে। আজ যদিও তাদের পরিচয় মহেন - জো দাড়ো। অর্থাৎ মৃতের পুরী এবং কী ভীষণ নিঃশব্দতা তার যত ভাঙ্গা স্তুপ আর ধ্বংসের চত্বরে চত্বরে! অথচ একদিন ছিল সে সব মানব অধ্যুষিত। জন কল্লোলিত, হিল্লোলিত।..... মুখরিত নগরীতে কি জীবন স্পন্দন! হাসি কান্না সুখ দুঃখ বিরহ মিলন! ...

[এবার নাট্যকার তাদের দেখিয়ে বলবে! আলোও তাদের স্পষ্ট করবে।]

নাট্যকার — হ্যাঁ, এই সভ্যতায় ঐ যাদের দেখা যাচ্ছে .....

কোরাস — [অভিজাত] আমরা সম্ভ্রান্ত, আমরা শাসক !

নাট্যকার — [শ্রমিক জনতাকে দেখায়] আর ওহে তোমরা ?

কোরাস — আমরা জনতা — ছাপোষা শ্রমিক ।

নাট্যকার — হ্যাঁ, ধনী থাকলেই শ্রমিক থাকে । নগর থাকলে থাকে নগর গড়ার কারিগর । এ ইতিহাস সর্বকালের । সভ্যতার উৎথান পতনে সেকাল একাল পর্যন্ত মানুষ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এক দলকে করেছে ধনী, এক দলকে নির্ধনী । একদল শাসক, একদল শাসিত, একদল প্রভু আর এক দলকে করেছে দাস ।

কোরাস — [অভিজাতের কণ্ঠ] আমরা বিত্তবান, আমরাই প্রভু ।

কোরাস — [শ্রমিকের করুণ কণ্ঠ] আমরা বিত্তহীন, আমরা দা - স !

নাট্যকার — কিন্তু বিত্ত বাড়ায় অর্থলোভী, সে কোন বুদ্ধি চক্করে ? আর ভোগাই খেটে বিত্তহীন, সে কোন্ গোলক ধাঁধায় রে ! বলনারে সে কায়দা কিছু — সে কোন দ্বন্দ্বাভাস ? হাঁ একথার অন্তরালে সে কোন সর্বনাশ ? (এবার শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ ভাবে বলছে ৷ ** কিন্তু বলতে গিয়ে মনে রাখবে সেকালের অনেক কিছুই আমাদের বর্তমানকেও হার মানিয়েছিল — সেই ভেবেই চালিয়ে যাও ।

নির্দেশক — [এগিয়ে] হচ্ছে কি নাট্যকার ?

নাট্যকার — লাস্ট সাজেশান্ ।

নির্দেশক — আমি রয়েছি কেন ? ওটা তো আমার এক্তিয়ার । তুমি যাও [নাট্যকারের নত মস্তক] হ্যাঁ, নাও শুরু কর হে তোমরা সিন্ধু সভ্যতা আ রে কিছু সভ্যতা অসভ্যতার কথা । [মঞ্চ অন্ধকার হয় । একটি অভিজাত দম্পতি ছাড়া সকলের প্রস্থান হবে । তারা একটি বাড়ীর কাট আউটের সামনে মঞ্চের একপাশে উপস্থিত । পুরুষ মহিলা শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবে সুবিধেমত ।]

কর্তা - কিগো, এমন গুমরো হয়ে আছ যে ? কিছু তো বলো ?

গিন্নী - কি আর বলবো ? আমায় যে কত ভালবাস ভাবছিলাম ?

কর্তা - হাঁ সেই ভাল, জমি জিরেৎ ব্যবসা বাণিজ্যের কথা নয় । সে তো রয়েইছে । ভালবাসা বাসির কথা - তুমি বল অথবা আমিই শুরু করি ।

গিন্নী আমার কি বলার আছে !

কর্তা কেন, বলতে পারনা, আমি তোমায় বেশী ভালবাসি অথবা

তুমি আমায় ?

গিন্নী — তোমার ভালবাসা আমি বুঝে নিয়েছি ।

কর্তা — তোমার আপাদমস্তকের দিকেই আমার নজর আছে বলো ।এইতো যেমন এবারের হারখানা, তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?

গিন্নী — মন্দের ভালো ?

কর্তা — কেন কেন ?

গিন্নী — সে তুমিই বুঝে দেখনা, কতটুকু ওজন আর কি কাজ ?

কর্তা — হুঁ ! স্যাকরাকে বলেছিলাম গোড়াতেই যে হ্যাঁ রে, পয়সার পরোয়া নেই, এমন করবি যেন গলা কেন বুকটা অবধি ভরে যায় — । আর এমন কারু কাজ করবি যেন — ! অ্যাঁ । .... [হাসি]

গিন্নী — সে বলা যায় নগরের ঐ বনিক শ্রেষ্ঠীকে । সেই বাহার দেখিয়েছে তার প্রেমির গলায় ।

কর্তা — আমিও চেষ্টা করেছি । বলেছি তাকে বার বার হ্যারে, কাজ করবি কিন্তু চমৎকার। বলে কিনা এতো অল্প সময়ের মধ্যে হবে না । আরে হারামজাদা --- দয়া করে দাসখতে দিয়ে থুয়ে আমিই তো বাঁচিয়ে রেখেছি তোকে । বলো ঠিক কিনা ?

গিন্নী — সে আমি বুঝবো কি ? আমার শুধু পছন্দের কথা ।

কর্তা — বটে ! ঠিক আছে । কোমর বন্ধ যখন গড়িয়ে দেবো সোনার ওজনে সোজনে পাথরের ঝলমলে, কারুকর্মে এমন করবোনা... .....

গিন্নী — পুষিয়ে দেবে কিন্তু ! হ্যাঁ !

কর্তা — হ্যাঁ নিশ্চয়ই ... তুমি আমার ... কি বলে ইয়ে ... মানে ... [সোহাগে আকুলি বিকুলি করে]

গিন্নী — [সোহাগী গলায়] আমার স্নানের ঘরটা যে বলেছিলে আরো ম-সৃ-ন করে দেবে, দেখেছো কি করেছে ?

র্তা — কেন ব্যাটাচ্ছেলেকে তো বলেছিলাম — এমন ঝকঝকে তকতকে করবি যেন পা দিতেই ..... ?

গিন্নী — সে কি তোমার বা তোমার নজরদারের কোন খেয়াল আছে কি হয়েছে না হয়েছে ?

কর্তা — অনেক বাড় বেড়েছে মজুরগুলোর । বানিজ্যের খাতিরে আমার সময় হয়ে ওঠেনি বলে .... আচ্ছা, ... এই কে আছিস ....

দাসের দঙ্গলে খবর পাঠা । ঐ যেটা পাথরের কাজ করে ।
[গিন্নীকে] দেখবে তোমার সামনেই কেমন এক হাত নেই । ....

গিন্নী — তবু ভাল । আমার সোহাগে যদি ওগুলো কিছু .....

কর্তা — আরে ঐ নগর শ্রেষ্ঠার আমার মহলে এসে যদি চক্ষুই স্থির না হয়ে গেল ......

[দাসেব প্রবেশ]

দাস — জয়প্রভু [হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বসে] ... প্রভু ।

কর্তা — প্রভুর দফারফা করবো ।

দাস — আদেশ প্রভু ?

কর্তা — মসৃনের কাজগুলো যথাবিহিত হচ্ছেনা কেন ?

দাস — পাথরে ঘসে ঘসে হাতে ঘা হয়ে গেছে প্রভু ।

কর্তা — হাতের খবর চাইনা, কাজের খবর চাই । মসৃন ....

দাস — [অসহায়] কিন্তু হাত ফেটে যে রক্ত ঝরে প্রভু !

কর্তা — তা আমি কি করবো ?

গিন্নী — হ্যাঁ একটা কিছু অবশ্য তোমার করার আছে ।

কর্তা — কি করতে পারি ?

গিন্নী — নতুন আদেশ ... .

কর্তা — বল । নিশ্চয়ই করব ।

গিন্নী — ঐ আদেশে তাকে পাঠাও পশু চরাতে । পশুটাকে পাঠাও কৃষিতে ।

কর্তা — হুঁ । ঠিক ।

গিন্নী — কৃষিটা বানিজ্যের বোঝা হইবে, আর বানিজ্যেরটা পাথরের ঘসাঘসিতে লাগবে । [উভয়ে হাসে]

কর্তা — বদলী নিয়ম মারফত কর্মীগুলোকে কিছু ধোলাই ঝাড়াই [উভয়ে হাসে] ...... বাঃ বেশ বলেছ । যাঃ ! তবে ঐ আদেশ । [দাস গমনোদ্যত] ... হ্যাঁরে, তোর ভাইটাকে যে বলেছিলাম আমার খামারের কাজে লাগতে । ... কি, চুপ করে যে ?

দাস — সে আসলে বাড়ীর কাজ অচল হয়ে যায় প্রভু ।

কর্তা — কিন্তু আমাকে সচল রাখতে যা বলবো তাই করতে হবে । আর হ্যাঁ, গুমরোমুখো ঐ দাসটাকে পাঠাতো । যাঃ !

দাস — যে আদেশ প্রভু ! [প্রণামান্তে প্রস্থান]

কর্তা — বুঝলে --- ওগুলোকে ঠিক রাখাই বড় দায় !

গিন্নী — ও যে বাড়ীর কথা বললো ?

কর্তা — বাড়ী তার ভাগাড়ে যাক । গোষ্ঠীশুদ্ধ ওদের কব্জা কত্তে না পারবে তো নিজের রাজ্য চলবে কি করে ?

[দাসের প্রবেশ দ্বিতীয় জনের]

দাস — মালিক । [প্রণত হয়]

কর্তা — ইট কাটার কাজ এগুচ্ছেনা কেন ?

দাস — আর পেরে উঠছিনা বাড়াতে ।

কর্তা — বললেই চলবে ? নয় তোদের পুষরো কি করে ? মনে আছে হত্যা না করে কাজ দিয়েছি । বাঁচিয়ে রেখেছি । এখন কাজ বাড়বে কিনা বল ।

দাস — চেষ্টা করবো আরো ।

কর্তা — হ্যাঁ করবি তো বটেই । তাদেরও বলবি ।...

দাস — বলবো মালিক ।

কর্তা — আর শোন --- ঐদিন যে বলছিলাম তোর শ্বশুর বাড়ীর আর কাউকে দালানের কাজে লাগাতে ---

দাস — তারা অন্য কারিগরি কাজ কচ্ছে ।

কর্তা — সেই কৈফিয়তে প্রয়োজন নেই । আমার কাজেই আসতে হবে । তাই বলবি, নয় গোষ্ঠি শুদ্ধ ......

গিন্নী — বলে দাওনা --- মজুরের খাতায় না হয় তাদের নামটা তুলে নেওয়া হবে ।

কর্তা — [হেসে] বেশ বলেছ । যা । ঐ আদেশ ....

দাস — মালিকের দয়া হোক । [প্রণামান্তে প্রস্থান]

কর্তা — এই না হলে কি আর চলে ? কি বল ? অ্যাঁ ! [উভয়ে হাসে । আলো নিভে । উভয়ের প্রস্থান । করুণ আবাহসঙ্গীত বেজে ওঠে । এতাবৎ দৃশ্যের কাট আউটগুলোরও প্রস্থান । কেবল পেছনে মঞ্চে সিন্ধু সভ্যতার দ্যোতক কোন দৃশ্যপট থাকবে । এবার দাসেদের প্রবেশ । চারজন । মধ্য গভীর মঞ্চে । কেউ ক্লান্ত, কেউ মাইনে কর্মরত । আলো ও বেদনার্ত যেন ।]

দাস[কোরাস] — হায়রে হায় !

দাস (১) — উহ্ । ইটের কাজে কাজে গতরটা পাথর হয়ে গেছে যেন !

দাস (২) — ইটের পোড়ায় ভেতরটাও জ্বলে গেছে ।

দাস (৩) — কাজ আর কাজ । হয় খামারে খাট, নয় বোঝা টান ।

দাস (৪) — হয় নর্দমা সাফ, নয় পশু চরা । ওহ্ ভুলে গেছি সব !

দাস (৫) — বাড়ী ছিল ।

দাস (৬) — ভাই - বোন - মা - বাবা .....

দাস (১) — বাড়ী ছিল ।

দাস (২) — ভাই - বোন - মা - বাবা ......

দাস (৩) — বৌ - ছেলে - মেয়ে

কোরাস — হায়রে জীবন । বেঁচে মরে থাকা ক্রীতদাসের.জীবন ।

দাস (৪) — আর আমাদের প্রভূরা ?

দাস (১) — পাশা খেলে দিন কাটে আমার প্রভুর ।

দাস (২) — আমার প্রভুর জমি চাই, আরো জমি ।

দাস (৩) — কিন্তু আমার প্রভুর রঙ্গরসে — নৃত্যগীতে দিন কাটে, রাত যায় ।

কোরাস — হায় !

দাস (৪) — এই শুনেছিস ?

কোরাস — কি ?

দাস (৪) — শুনছি হরপ্পা আর মহেন - জো - দড়ো তে নাকি খুব লেগেছে ।

কোরাস — অ্যাঁ ?

দাস (৪) — হ্যাঁ । এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ । আসলে এই মারে তো সেই মারে ।

কোরাস — তাই নাকি ? [আলো নেবে এই অংশের । উচ্চ আবহ সঙ্গীত মঞ্চের সামনে দুই পার্শ্বে দুই বৃত্তে হরপ্পা ও মহেন - জো - দড়োর দুই শিল্পীর উপর আলো । অংশটি খুব দ্রুত তৈরী হবে । উভয়েই তারা মারমুখো ।]

হরপ্পা — তোমার অনেক বাড় বেড়েছে ।

মহেনজো-দড়ো — তুমি হাতির পাঁচ পা দেখেছো ?

হরপ্পা — তোমাকে আমি টিট করে ছাড়বো ।

মহেন-জা-দড়ো — মহেন - জো - দড়োকে নিয়ে পুতুল খেলানো ?

হরপ্পা — তবে রে ! হরপ্পা হুঁশিয়ার ! হাতে নাও হাতিয়ার । [উভয়ে মারমুখী ! যুদ্ধেব তীব্র আবহ সঙ্গীত । আলো নেবে । এবার আলো দাসেদের ওপর । যোদ্ধা শাসকেরা প্রস্থান করবে ।]

দাস (১) — এই তো চলছে ।

দাস (২) — ভাঙ্গঁচুর কর।

দাস (৩) — আবার নতুন করে গড়।

দাস (৪) — প্রভুরা যুদ্ধ করে। আমাদের কি বাবা ?

দাস (১) — ভাঙ্গাঁ গড়ায় কাজ বাড়ে। আমাদেরইতো নতুন করে সৃষ্টি কত্তে হয় তাদের যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভূমিকে।

দাস (২) — আসলে ওগুলো এক একটা পিপু- পিসু !

দাস (৩) — কাজের মধ্যে কেবল খেলাধূলা, রঙ্গ তামাসা, আর কে কার পেছনে লাগবে। আর যুদ্ধ বাঁধাবে।

দাস (৪) — ওগুলো নিজেরাই রণ করে মরবে, নয় ধ্বংস হবে।

কোরাস — মরবে নয় ধ্বংস হবে।

দাস (১) — শুনছি আবার চান হুদ্রো আর ভাওয়ালপুর এ ওবে ধমকাচ্ছে।

দাস (২) — মানে খেয়োখেয়ি চলছে আর চলছে।

দাস (৩) — রণ হুংকারী শুনি আসছে কারা ?

দাস (১) — কোন বহিঃশত্রু তারা।

দাস (২) — মেসোপটেমিয়াও যেন আরো কোথা থেকে আসে কারা ?

দাস (৩) — গুণি দলে দলে ...... আর্যেরাও আসে।

দাস (১) — তবে বলতে হয়, শত্রু দুয়ারে বাঁচাও প্রাণ। সাবধান - সাবধান !

দাস (২) — কিন্তু আমাদের কি আসে যায় তাতে ?

দাস (৩) — আমাদের বাঁচার কথা কে ভাবে ?

কোরাস — কে ভাবে ? খেটে খাওয়া মানুষের কথা কে ভাবে ?

দাস (৪) — কিন্তু আমরা কী করবো ?

দাস (১) — লড়বো ?

দাস (২) — তবে মরবো।

দাস (৩) — এখনো কি বেঁচে আছি ?

দাস (৪) — লড়ে জিতলে প্রভুদের লাভ। কিন্তু আমরা ?

কোরাস — আমরা যে দাস। পরবাসী নিজভূমে জীবন সর্বনাশ।

দাস (১) — [আর্তস্বরে] কে শত্রু কে মিত্র বুঝিনা।

দাস (২) — এ লড়াইয়ে প্রভুর হয়ে আমি লড়বোনা।

দাস (৩) — প্রভূ হতে শত্রু ভালো যদি মুক্তি পাই। আমি লড়বো।

দাস (৪) — না, মুক্তি হবে না। আমি জানি। তাই লড়বোনা।

দাস (১) — [এই অংশ দ্রুততর হবে] শত্রু মিত্র বুঝিনা।

দাস (২) — আমি লড়বোনা।

দাস (৩) — আমি লড়বো।

দাস (৪) — না, মুক্তি হবে না।

[দ্রুত সংলাপগুলো আবর্তিত হতে থাকে। আলো ও ঘোরপাক খেয়ে নিভছে। এবার অভিনীত হবে যুদ্ধের নাট্যক্রিয়া। আবহ সঙ্গীত আদিম রণ বাদ্যধ্বনি। দাসদের প্রস্থান। অন্ধকারে যথাক্রমে মধ্যমঞ্চে ও সামনের দুইদিকে তিনটি দল আসবে যথাসময়ে। তারা হরপ্পা, মহেন - জো - দড়ো ও চানহু দরোর দল। দলে ২ / ৩ জন করে শিল্পীরা থাকতে পারে। মধ্য মঞ্চের দল প্রথম ডানদিক থেকে বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হবে। আলো কমার ঢেউতে আবার তারা বাঁদিক থেকে আক্রমণ চালাবে। অর্থাৎ আলোর খেলায় মধ্যমঞ্চেই যেন দুটো যুদ্ধ চলবে — বিপরীত মুখো হয়ে। সামনের মঞ্চের ভিন্ন শাসক গোষ্ঠিরা পারস্পরিক হিংসার কারণে কোন সংঘবদ্ধ যুদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে না। বরং বিলাসবহুল জীবনচর্চায় ব্যস্ত থাকবে। এই দৃশ্যভঙ্গীতে বহিঃশত্রুর অনুপ্রবেশ ও যুদ্ধে যাতে বোঝা যায় ভারতীয় সংহতি বলতে কিছু নেই। উল্লেখ্য যুদ্ধ চলবে মাইমে। ভারতীয়রা অস্ত্র বোঝাবে বর্শা, কুঠার, প্রস্তর, ছুরি ইত্যাদি। আক্রমণকারীদের তীর, ধনু বর্শা, তরবারী কুঠার ও ঘোড় সওয়ারের অভিব্যক্তি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সংলাপ থাকলে যুদ্ধের ভঙ্গী তখন নিঃশব্দ মাইমে চলবে। সংলাপ শেষেই সশব্দে পেছনের মধ্যমঞ্চে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে যখন, তখন হরপ্পার শাসক সামনের মঞ্চে নর্তকীর নাচ দেখছে। একটু যুদ্ধ চলার পর হরপ্পা জোনে জনৈক শাসক প্রবেশ করে যুদ্ধের সংবাদ প্রদান করবে। নাচ তখন থেমে যাবে। হরপ্পা শাসকের প্রবেশ। পেছনের যুদ্ধ দৃশ্য তখন এই সংলাপের সময় বিশেষ ভংগীতে থাকবে। মাইম বা ফ্রীজ।]

হরপ্পা শাসক — [সামনের বাঁদিকের মঞ্চে] শুনছে — কোন বহিঃশত্রু নাকি মহেন জো - দড়ো আক্রমণ করেছে ?

প্রধান শাসক — হাঃ হাঃ হাঃ শাসিয়েছিল না হরপ্পাকে ? এবার হোক বহিঃ শত্রুর আক্রমণ। দাও হে দাও, আচ্ছা করে মহেন - জো - দড়োর মাথা ভেংগে দাও। মরার পাহাড় বানাও যেন বড় বাত বলতে আর হরপ্পার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে না পারে। [হাসে] নাচো। নাচো সুন্দরী।

[এদিকে নাচ চলে। ওদিকে মধ্য মঞ্চে এখন আলোর খেলায় যুদ্ধ দ্বিতীয়বারের জন্য বিপরীতমুখো হয়ে শুরু হবে। হরপ্পা অঞ্চলের আলো তখন ডিম হবে। চানহুদরোর অর্থাৎ সামনের ডান মঞ্চের বৃত্তে আলো বাড়বে। এদের তখন পাশা খেলার অভিব্যক্তি। মধ্যমঞ্চের যুদ্ধের আর্তনাদ ও বীভৎসতা একটু সশব্দে চলে পরে মাইমে চলতে থাকবে]

চানহুদরো শাসক (১) -- দাও হে দাও। পাশার চালটা আচ্ছা করে দাও।

চান্‌হুদরো শাসক (২) --- এই যে সামলাও! [উভয়ের হাসি] তুমি কি শুনেছ ভায়া - ভাগলপুরের দফারফা হতে চলেছে? কোথা থেকে কোন্ শত্রু এসে নাকি তাদের ঠেসে ধরেছে আচ্ছা করে?

চানহুদরো শাসক (১) - ওতেই তো আমাদের লাভ হে। ভাগলপুরের আগল ভেঙ্গে বহিঃশত্রু ঢুকে পড়ো। এই চানহুদরো মাথা গলাবেন না। পারলে বরং [হাসে] ....

চান্‌হুদরো (২) --- ভাগলপুরকে চিরতরে খতম করে দাও। [উভয়ের হাসি] [যুদ্ধই ইতিমধ্যে অন্যত্র ছড়াছে। কেউ মরে, আহত বা পলায়িত হচ্ছে। আক্রমণকারীরা হরপ্পা অঞ্চলে এগুচ্ছে এবার। মধ্য মঞ্চ অন্ধকার। ঐ শিল্পীদের প্রস্থান। হরপ্পা ভীত হয়েও লড়ে যাচ্ছে কোনরকম। যুদ্ধের নানা বিকট কিছু শব্দ হবার পর ..]

চানহুদরো (১) --- দাও দাও, চাল দাও। মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা সব চুলোয় যাক। আমাদের কি?

চানহুদরো (২) -- কিন্তু শুনছি বে-ধড়ক মার খাচ্ছে তারা।

চানহুদরো (১) --- খাক।

চানহুদরো (২) — ঐ আর্তনাদ শুনছ?

হরপ্পা — [কোরাস - আর্তনাদ] বাঁচাও বাঁচাও।

চানহুদরো (১) — চুলোয় যাক তোর বাঁচাও। শত্রুর শেষ রাখতে নেই! নিপাত যাক। দাও, তুমি পাশার চাল দাও। হরপ্পা ভূপতিত, পরাজিত। শত্রুরা এবার চানহুদরোমুখী। [হরপ্পার আলো নিভবে। শিল্পীদের প্রস্থান হবে।]

আর্যগনকণ্ঠে -- নগরের পর নগর বিজয়ী আর্য দলপতি পুরন্দরের বিজয় অভিযান। সাবধান - সাবধান।

[চানহুদরো এবার ভীত হয়। আক্রমণ এদিকেই]

চানহুদরো (১) — ওরে বাপ্‌রে! এদিকেই এবার? এমনতো কথা ছিল না?

চান্হুদরো (২)	—	কথা তো কিছুই ছিলনা। কিন্তু কাছা খুলে যাচ্ছে যে। কয়বো টা কি ?
চান্হুদরো (১)	—	যুদ্ধ করবো। কোথায় যত দাসেরা, সৈনিকেরা ?
চানহুদরো (২)	—	শত্রু দুয়ারে, হুঁশিয়ার !
চান্হুদরো (১)	—	কোথায় বর্শা, কোথায় কুঠার,হাতে নাও যত আছে হাতিয়ার। [আক্রমনকারীরা রণহুংকারে এসে যাচ্ছে। এদিকে সম্ভবস্থলে দুই তিনজন শিল্পী যোদ্ধা প্রবেশ করতে পারে। আর্যদের ধনুর্বানের ও অশ্বের অভিব্যাক্তিতে তারা ভীত ও বিস্মিত হবে।]
চান্হুদরো (১)	--	ওরে বাবা, এ কেমন ধরা হাতিয়ার ? শুই করে দূর থেকে ছুঁড়ে মারছে। [রণহুংকার চলবে ফাঁকে]
চান্হুদরো (২)	—	এ কেমন তরো জানোয়ার। খটাখট করে ঝড়ের মত উড়ে আসছে। [ঘোড়ার ডাক]
চানহুদরো (১)	—	জীবনে চোখেও দেখেনি এমন জন্তু।
চানহুদরো (২)	—	ভাবতেও পারিনি।
চানহুদরো (১)	—	[আর্তনাদ] ওরে বাবারে !
চানহুদরো (২)	—	[আর্তনাদ] বুঝিলাম রে !
কোরাস	—	বাঁচাও, কে আছ বাঁচাও ! !
আর্য কোরাস	—	[অট্টহাসি ও রণহুংকার] হাঃ হাঃ হাঃ । [চান্হুদরোব পলায়ন, বিজয়ী আর্যের জয় উল্লাস ।]
আর্য কোরাস	—	মারো, খাও। পিও, জীও। এখন থেকে এ আমাদের, সব আমাদের। হাঃ হাঃ হাঃ। [উল্লসিত শিল্পীরা স্থির চিত্রবৎ। জয়ের আলোতে তারা আভাসিত। মঞ্চের গভীর থেকে নাট্যকারের কণ্ঠ]
নাট্যকার	—	সৈন্যেরা পরাজিত। দাসেরা রণবিমুখ প্রভুরা জনবিচ্ছিন্ন। শাসকেরা খন্ড - ক্ষুদ্র, যুদ্ধবাজ বিলাসী ও অনৈক্যে জর্জরিত। যার ফলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতে স্বদেশের পতন।
কোরাস	—	এমনি করেই ঘনায়েছে বুঝি ভারতভূমির দুর্দিন। [সম্পাদকের প্রবেশ]
সম্পাদক	—	না না, এটা ঠিক হয়নি। [ফ্রীজ শিল্পীদের] যাও হে যাও — তোমরা যাও। আমি ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নি। .... [শিল্পীদের প্রস্থান। আলো পরিবর্তিত হয়। নির্দেশকের প্রবেশ]
নির্দেশক	—	কি ব্যাপার ? অসময়ে আপনার প্রবেশ ক্যান ?

সম্পাদক — এ সব কথা কেন বলা হলো না — হয়তো সিন্ধুর গতি পরিবর্তন, মরুভূমির আগ্রাসন, প্লাবন, মহামারী অথবা ভূমিকম্পের করাল গ্রাসই সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস ঘটিয়েছে ।

নাট্যকার — পারস্পরিক কলহ, অনৈক্য, ক্ষমতালোভী, বিদেশী আগ্রাসন এবং অ-ভারতীয় অনৈক্য মানসিকতার দ্বন্দ্ব আমরা দেখিয়েছি । প্রাকৃতিক ধ্বংসের কথা তো আমরা বলতে চাইনি মিষ্টার সিংজী ।

সম্পাদক — বলা উচিত ছিল, কি নাটক লেখেন মশাই ?

নাট্যকার — মানে ?

সম্পাদক — ইতিহাসের কৈফিয়ৎ থাকা চাই । কি ধ্বংস হচ্ছে ? কোথায় ধ্বংস হচ্ছে ? এবং কি ভাবে ধ্বংস হচ্ছে ?

[যাত্রার বিবেকী ঢংয়ে গায়েনের প্রবেশ । প্রয়োজনীয় সময়ে কোরাস শিল্পীরা অংশ নেবে গানে [illegible] নানারকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে প্রয়োজনমত]

গায়েন — ধ্বংসেরই তান্ডব ঝংকার
ভূ ভারতে ঝংকৃত বারে বার ।

কোরাস — ঘটেছে অর্নিবার ।

সম্পাদক — তার মানে ?

গায়েন — স্রষ্টার কেরামতি, হোক যত আগ্রাসী — গদীলোভী শাসকের অপকৌশল ভয়াল ভীষণ তারা আরো বিনাশী ।

কোরাস — ইতিহাস একথা বলে বহু বার ।

নাট্যকার — ঢুকবে না । মাথায় ঢুকবে না । পরিস্কার করে বল হে ঝঞ্ঝাহত জনতা ।

গায়েন — স্বদেশী এনেছে ডেকে বিদেশী ।

কোরাস — সর্বনাশী তারা আরো সর্বনাশী ।

গায়েন — আ-সমুদ্র হিমাচলে, গদীলোভী দাবানলে —
ইতিহাস কলংকে একাকার ।

কোরাস — সিন্ধুর কল্লোল প্রতিধ্বনি তার

গায়েন — ধ্বনিত বহুবার ।

কোরাস — ধ্বংসেরই তান্ডব ঝংকার ....

[লয় বাড়বে গানের । গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান । আলো নিভে যায় । সিন্ধু সভ্যতার কাটআউটের দৃশ্যসজ্জারও প্রস্থান

হবে ।]

[নতুন আলো জ্বলবে মধ্যমঞ্চের জোনে । সেখানে সাংকেতিক মেক আপে রাম ও সুগ্রীব । রামের হাতে বনজ উপাদানে তৈরী মালা । সুগ্রীবের বানরের মুখাকৃতি মুখোস পেটের উপর ঝুলছে ।]

রাম — উদ্ধারিতে প্রাণাধিকে সীতারে আমার;
প্রতিজ্ঞা যাহা মোর করিবো পালন ।
কল্য যুদ্ধে পারি নাই চিনিতে
তোমা দোঁহে । কে বা সুগ্রীব আর বালী ?
আজি এ মাল্যে তোমা চিহ্নিত করিয়া
নিশ্চিত করিবো আমি বালীরে সংহার ।

[রাম সুগ্রীবের গলায় মালা পরাচ্ছে । সুগ্রীব পদতলে করজোড়ে নতজানু । সামনের মঞ্চে একদিকে ... স্পটের আলোতে প্রবেশ করে নাট্যকার । নাট্যকারের সংলাপ সময়ে রাম সুগ্রীব ফ্রীজ ।]

নাট্যকার — চেনাজানাতে অসুবিধে হবার কথা নয় । রামের লীলার এই দৃশ্য রাম ও সুগ্রীব কথা বলছেন । পুরানের যুগেও যে স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকেরা কেলেংকারী কান্ড ঘটিয়েছে সে কথা বলতেই ঐ নাট্যক্রিয়া ।

[ঢুকে পড়েছে সম্পাদক]

সম্পাদক — তার মানে তুমি রামকে অভিযুক্ত কচ্ছো ?

নাট্যকার — তোবা তোবা ! রামচন্দ্র নররূপী নারায়ণ বলে কথা এবং তার পূজার্চনার জন্য আছে মন্দির । কিন্তু মঞ্চ মন্দিরে আপাততঃ তিনি কিস্কিন্ধায় ঢুকে পড়ছেন এবং সেখানে তিনি বিদেশী ।

সম্পাদক — তার মানে ?

নাট্যকার — মানে বিদেশীর পদতলে কিস্কিন্ধার স্বদেশী ঐ সুগ্রীব করুণা প্রার্থী । [সুর] জয় সীমারাম - জয় সীয়ারাম । .... প্লীজ, আগে অন্তরালে গিয়ে বিদেশীর চক্রান্তে ব্যাপারটা কি হচ্ছে আমরা দেখি, আসুন ।

সম্পাদক — কিন্তু আমার মনোমত না হলে রামলীলাকে সেন্সর করব বলে দিলুম — হ্যাঁ । [প্রস্থান করে উভয়েই । রাম সুগ্রীবের সংলাপ আরম্ভ]

সুগ্রীব — আমি ও প্রতিজ্ঞা যাহা করিবো পালন ।

কিস্কিন্ধ্যা সৈন্য যত সীতা উদ্ধারিতে,
উৎসর্গীত প্রাণ। বিনিময়ে চাহি শুধু
অধিকার আমার। আর কিছু নাহি।

রাম — [অভয়দান করে তুলছে] তবে যাও বন্ধুবর। শুধু জেনে যাও আজি রণে রাম বধিয়া বালিরে — কিস্কিন্ধ্যা সিংহাসনে বসাবে তোমায় হে সুগ্রীব। অন্তরঙ্গ বন্ধু মোর। [আলো নেভে, উভয়ের প্রস্থান। সুগ্রীবের অনুকরণে পরবর্তী দৃশ্যে, বালী ও তারা মেকআপ মুখোসে। আবাহ সঙ্গীতে যুদ্ধোন্মদনা। প্রবেশ করে ঐ জোনে বালী ও তারা।]

তারা — না — না স্বামী
যুদ্ধে মোদের বল কি বা প্রয়োজন ?

বালী — কি বলিছ তুমি ? ঔদ্ধত্য সুগ্রীবের সিংহাসনে বসিবার। আর আমি —

তারা — সহোদর সুগ্রীব। আত্মীয়জন।
এ রাজ্য সকলেরই আপনার।
দুভাই মিলে মিশে কর প্রজারে পালন।
ভুল বোঝাবুঝির কর অবসান।

বালী — না, সিংহাসন লোভেই তার ঘটিছে প্রমাদ ?

তারা — আত্মীয় বিনাস হেতু শুনি সুগ্রীব —
মিত্রতায় আনিছে ডাকি অযোধ্যা অধীনে।

বালী — কি ? এত বড় স্পর্ধা ?

তারা — হ্যাঁ ! রামচন্দ্রে ডাকি তোমার ঘটাতে পতন।
ভাব এখন কি কর্তব্য তোমার ?

বালী — অসম্ভব। রাম সনে মোর তো কিছু
নাহিকো বিবাদ ! ভিনদেশী রাম —
কেন সে অন্যায় রণে বধিবে আমারে ?
প্রিয়ে, কেন এ ভীতি তব ?

তারা — না, ভীতি নয় —
এ যে রণনীতি প্রভু।
জটিল, কুটিল ও কঠিন নির্দয় বড়।
স্বার্থলোভে সচেতন সদা বিপক্ষের ঘটাতে পতন —
ন্যায় অন্যায়, নাহিকো বিচার।

অজ্ঞ নারী আমি — কিবা আর জানি ?
শুধু এই ভেবে মূহু মূহু কেঁপে ওঠে প্রাণ,
ছলে বলে কৌশলে স্বার্থ করিতে উদ্ধার
সহোদর সুগ্রীব সেই আত্মীয়জন
নীতিজ্ঞান সবি যদি করে বিসর্জন ?

বালি — সুগ্রীব ! !

তারা — না, যুদ্ধ ফাঁদে পড়োনা তুমি, নাথ ।

বালী — প্রিয়ে, রণে ভঙ্গ দিলে সবে কবে —
বালী কাপুরুষ ; লোভী সুগ্রীবে দিয়ে সাজা —
চক্রান্ত তার চিরতরে করিবো দমন ।
..... ঐ হুংকারে সুগ্রীব, বুঝি ঐ করে আস্ফালন ।
না — বাধা না দাও হে মোরে ।

[আলো নেভে ; তারার প্রস্থান । সামনের মঞ্চের একপাশে সুগ্রীব ও বালীর লড়াই হবে ? মঞ্চে ইতিমধ্যে কিছু গাছের কাট আউট এসে যাবে দৃশ্যবাহী শিল্পীদের হাতে । তারা রণ-হুংকার দেবে কোরাসে নানা রকম । রামচন্দ্র গাছের আড়াল থেকে, গুপ্ত ঘাতকের মত বালীকে মারতে ক্ষণে ক্ষণে দর্শন দিচ্ছেন । আবার সংগীতে রণবাদ্য ! আলো দৃশ্যানুযায়ী গতিশীল । রামচন্দ্রের হাতে তীর ধনু নেই । মারমুখী হাত পিশ পিশ করছে । অল্পক্ষণ চলার পর নির্দেশক খুব মেজাজে ঢুকে পড়ে ।]

নির্দেশক — [ধমকে] এতক্ষণ সময় লাগছে বালীকে মারতে ?

শিল্পী — [রাম, চাপাকণ্ঠে উত্তেজনা] আমি তীর ধনুক আনতে ভুলে গেছি ।

নির্দেশক — তীর ধনুক আনলেই কি আর স্টেজে তুমি তাকে মারতে পারতে ?

রাম — তাহলে কি করবো ?

নির্দেশক — মাইম অ্যাকটিং কর । যেন তুমি তীর ছুঁড়ছ । হ্যাঁ সুগ্রীব বালী লেগে যাও । [উভয়ের গর্জন] না হাত থাকতে মুখে নয় । সুগ্রীব বালির থাপ্পড়ে কাতরাচ্ছে । বালীর আস্ফালন । আর অমনি সুযোগ বুঝে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে বালীর পতন ও মৃত্যু । এবং স্বদেশী বিশ্বাসঘাতক সুগ্রীবের সিংহাসন লাভ ।

[নির্দেশকের বর্ণনার .... দ্রুত নাট্যাভিনয় হয় । আলো নেভে । সকলের প্রস্থান । হ্যান্ডস্পটের আলোতে সামনের মঞ্চে নাট্যকারকে

দেখা যায় ।]

নাট্যকার — এখন গায়েনের আসবার কথা ছিল । ঠিক এই মুহূর্তেই বাবু কোন্ কুকর্ম্মে গেছে কে জানে ? তাই জোড়া তালিতে আমাকেই আসতে হল । যাক, পুরাণের যুগে যা ঘটল ইতিহাস কিন্তু তাকে বেমক্কা ছেড়ে দিলনা । হুঁসিয়ারী দিচ্ছে — হিস্টরী রিপিটস ইটসেলফ্ ।

[নির্দেশকের প্রবেশ]

নির্দেশক — না, ব্যাপারটা এভাবে ঘটবে না ।

নাট্যকার — তবে ?

নির্দেশক — আমি একটা উপায় বার করেছি । ....

[নেপথ্যের উদ্দেশ্যে] ও হে রাজা বাদশার দল — যেমনটি বলেছি, কদ্দুর দেখাতে পারো দেখাও দেখি । ..... এসো হে নাট্যকার আরে দেখইনা ব্যাপারটা । ভাল হলেই তোমার নামে চালাবে, মন্দ না হয় ফুটনোটে আমার নামে বলে দিও যে নাট্যকারের ওপরে নির্দেশকের আজকাল এসব কারসাজীও চলছে ? নাও এস, স্টার্ট ।

[নির্দেশক ও নাট্যকারের প্রস্থান । বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা জাতীয় রণবাদ্য । মঞ্চজুড়ে এবার দৃশ্যাভিনয়ে যুদ্ধ আর যুদ্ধ দেখানো হচ্ছে। দৃশ্যটি কার্টুন স্টাইলে অভিনীত হতে পারে ম্যাজিক ব্ল্যাক ল্যাম্পের আলোতে । মঞ্চ জুড়ে বর্শা, ঢাল, তলোয়ার, তীর ধনু ইত্যাদি রকমারী যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের উন্মাদনা । যেন অস্ত্রের ভুতুড়ে যুদ্ধ চলছে । সঙ্গে জয় পরাজয়ের ধ্বনি — আর্তনাদ ইত্যাদি থাকতে পারে । .... এই অংশ চলাকালে নেপথ্য কণ্ঠে ভেসে আসবে....]

নেপথ্য কন্ঠ — এরা সবাই এ দেশবাসী । খন্ড বিখন্ড রাজ্যের শাসক । কিন্তু করছে তারা খেয়োখেয়ি । কারো আবার নীতি বড়ই আগ্রাসন, দুনির্বার লোভে চাই এ রাজ্য বা সে রাজ্যের সিংহাসন । প্রয়োজনে কুকর্ম্ম যা সব তাদের হাতিয়ার — রাজাগিরীর নামে যত চলছে তাদের স্বেচ্ছাচার ।

[যুদ্ধ চলাকালীন এই সংলাপ চললে তখন যুদ্ধের কোন শব্দ শোনা যাবে না । সংলাপ শেষে শব্দ তরঙ্গ উচ্চগ্রামে উঠে আসবে । আলো নিভবে । দ্রুত দৃশ্যবাহী শিল্পীদের প্রস্থান । হ্যান্ড স্পটের আলোতে

পেছনে মঞ্চে নির্দেশক ও কিছু শিল্পী সূত্রধরার ঢংয়ে চলতে চলতে কথাগুলো বলে যাবে । আলো এই সময়ে শিল্পীদের মুখকে শুধু দেখাবে তাও অনুজ্জ্বল । দূরাগত মিছিলের মত ।]

নির্দেশক — সময়ের টানে কিছু পুরানো কথা নতুন করে এসে যায় ।

কোরাস — ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ।

নির্দেশক — ভারতের বুকে বিদেশী অভিযান ।

কোরাস — সাম্রাজ্যবাদী গ্রীকবীরের ভারত আক্রমণ ।

নির্দেশক — এ দেশে তখন শাসক নামীয় কিছু দোপায়া জন্তু ।

কোরাস — ধূর্ত শিয়াল রাজার মতই অনেকে বেপরোয়া ।

নির্দেশক — এই জনারণ্যে তখন মস্তান রাজ চলছে কোন কোন রাজ্যে ।

শিল্পী (১) — পৌরব

শিল্পী (২) — তক্ষশীলা

শিল্পী (৩) — অভিসার

নির্দেশক — ক্ষুদ্রক. অস্মক, গান্ধার,

কোরাস — করছে সবাই লড়ালড়ি ।

নির্দেশক — সুতরাং মওকা বুঝে —

কোরাস — সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কিছু লুঠে নিতে হয় ।

নির্দেশক — তাই মানুষ খেকো সৈনা নামীয় কিছু জানোয়ার নিয়ে আলেকজান্ডার —

কোরাস — এ দেশের সীমান্তে পৌঁছে গেছেন ।

নির্দেশক — সম্ভবতঃ ঐ শোনা যাচ্ছে —

কোরাস — তাদের পৈশাচিক উল্লাস ।

[শোনা যাচ্ছে দূরাগত অশ্বক্ষুর ধ্বনি । আলো নেভে । শিল্পীদের প্রস্থান হবে । নতুন ক্লোজ- আপের আলোতে শব্দের নীচে থেকে উচ্চগ্রামের সঙ্গে সংগীত রেখে মঞ্চে এবার প্রবেশ করবে আলেকজান্ডার । সম্ভব হলে কোন লোক-নৃত্যের মত আঙ্গিকে ঘোড় সওয়ার রূপে তাকে দেখানো যায় । সঙ্গে সেনাপতি থাকবে । আলেকজান্ডারের আগমণের শব্দধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহ গমগমিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় আলেকজান্ডারের সংলাপের শুরুতে ।]

আলেকজান্ডার উন্মুক্ত এদেশের প্রবেশের দ্বার । উত্তর পশ্চিম ভারত আলেকজান্ডারের পদানত । পারসীক সম্রাটও পরাজিত । হাঃ হাঃ হাঃ । সৈন্যগণ এতদ্দেশীয় রাজগণ পরস্পর বিবদমান ।

সুতরাং বিদেশী আক্রমণের এই সুবর্ণ সুযোগ। আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হও।

[এমন সময় উপঢৌকনের নৈবেদ্য নিয়ে আত্মনিবেদনের নৃত্যালু ঢংয়ে তক্ষশীলা রাজ অম্ভির প্রবেশ হচ্ছে।]

আলেকজান্ডার — কে? কে এই নট? বুঝি ভোলাতে এসেছে আমায়?

অম্ভি — [মেয়েলি ঢংয়ে] ভোলাতে নয়, তুষিতে প্রভূ। আকিঞ্চনের এ ক্ষুদ্র দান, ও রাঙ্গা চরণে অর্পিণু আমি।

[নৈবেদ্য রাখে আলেকজান্ডারের পদতলে]

সেনাপতি -- কে তুমি? কি আছে এতে?

অম্ভি -- মণিমুক্তা আর কিছু ধনরত্ন সম্ভার। অম্ভি আমি তক্ষশীলা রাজ।

আলেকজান্ডার --- কি প্রত্যাশায় আগমন তব হে বৎস অম্ভি।

অম্ভি - চাই শুধু শ্রীচরণে ঠাঁই। চাই আপনার আনুগত্য করিতে স্বীকার।

আলেকজান্ডার --- আনুগত্য। হাঃ হাঃ হাঃ। বেশ বেশ। বিনা যুদ্ধে এবং যৌতুকে প্রণামীতে রাজপাটভূমি রত্নসহ বিজয় গৌরব লাভ। [হেসে] সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ!

অম্ভি -- কিন্তু হে বীর --

সেনাপতি -- নিবেদন কর যদি প্রার্থনা কিছু থাকে।

অম্ভি -- কিন্তু শংকা, সভয়ে কি নির্ভয়ে বলি?

আলেকজান্ডার - অভয় করিনু দান।

অম্ভি [ক্ষুট কণ্ঠে] পৌরব রাজ্যের রাজা পুরু। বড়ই দুরন্ত, পরাক্রান্ত। কিছুতেই শায়েস্তা কত্তে পাচ্ছিনা। সত্যি কথা বলতে কি - তার ধমকে আমার কাছা খুলে যাবার জোগাড়।

আলেকজান্ডার ---- হাঃ হাঃ হাঃ। তাই নাকি!

অম্ভি -- যদি আপনার আদেশ হয় --

আলেকজান্ডার --- যাতে শায়েস্তা করা যায় রাজ্যের রাস্তাটা দেখিয়ে দেবে পুরুর?

অম্ভি — শুধু দেখিয়ে নয়। পৌঁছে দেবো। .... তারপর তার দেশপ্রেম আর স্বাধীনচেতাগিরি বার করবো।

আলেকজান্ডার -- সৈন্যগণ, পুরু রাজকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও। [অম্ভির হাসি] ... পথের নিশানায় তুমি আগুয়ান হও বৎস। আমার বাহিনী যথাবিহিত অনুসরণ করবে।

অস্তি — যে আজ্ঞে প্রভু ।... রে পুরু, আলেকজান্ডারকে দিয়ে এবার তোর রাজাগিরি বার কচ্ছি ।।

আলেকজান্ডার — সেনাপতি, সমরকুশলতার জন্যেই সুদূর গ্রীস থেকে ভারতের বুকে পর্যন্ত আমাদের বিজয় সম্ভব হয়েছে । সুতরাং স্মরণে রেখো আমাদের বিজয় অভিযানের পথে চাই ছল - বল - কৌশল এবং প্রয়োজন সন্ত্রাস ! যাতে আতংকে উঠে ভারতীয় মন ।

[আলো নেভে । শুরু হল প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির শব্দ আর বিদ্যুৎ চমক । ঐ আলোতে মুহূর্ মুহূর্ দেখা যাচ্ছে আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীর মুখে বিধ্বস্ত জনজীবনকে । সৈন্যদের পৈশাচিকতা ও জনগণের আর্তনাদ মিশে একাকার । বেদনার্ত । সেই আলোতে ভারতীয় জনজীবনের প্রতিনিধিরা মঞ্চে কাতরাচ্ছে নানা ভঙ্গীতে । সম্পাদকের সংলাপের সময় তারা নির্বাক থাকবে । সম্পাদকের প্রবেশ সামনের উইংসে হ্যান্ডস্পটের আলোতে । সম্পাদক উইংসের পাশ থেকে বলবে পরবর্তী সংলাপ]

সম্পাদক — এ কি পুরু কোথায় ? – ... কই হে পুরু – – তুমি প্রবেশ করছোনা কেন ? বীরদর্পে আলেকজান্ডারের মোকাবেলা করে তুমি বলো আমি আপনার কাছে রাজার মত ব্যবহারেই প্রত্যাশা করি । তবেইনা ভারতীয় স্বাধীনতাপ্রেমী রাজার বীরত্বে আমরাও গর্বিত হবো ।

কোরাস -- [আর্তনাদ] ওঃ ।

সম্পাদক -- ওহ তোমরা কেন ? এখন পুরুর প্রবেশ হওয়া উচিত ।

কোরাস — [আর্তনাদ] আঃ ।

সম্পাদক -- এ কি ? কই হে নাট্যকার — নাট্যকার । বলি শুনছো কোথায় গেলে তুমি .....

[ডাকতে ডাকতে প্রস্থান করবে । বিপরীত দিক থেকে সর্বহারা মায়ের প্রবেশ হচ্ছে ।]

কোরাস --- মা ..... আ ....

মা — বাছারা আমার !

শিল্পী (১) -- আর পারছিনা মাগো ....

মা — ঙ্গলেদের দস্যুগুলি বুঝি তোদের ....

শিল্পী (২) — যুদ্ধের নামে হত্যা করছে জনজীবন ।

মা	—	আঃ
শিল্পী মহিলা	—	সেই সাতসকালে উঠে আমার ছেলে ....
মা	—	হ্যাঁ — হালের বলদ জোড়া নিয়ে গেল —
শিল্পী মহিলা	—	আর ফেরেনি মা । বন্দী করে বিক্রী করে দিয়েছে ।
কোরাস	—	হায়রে !
মা	—	গাঁয়ের সরল মানুষগুলো কি দোষ করেছিল রে আলেক যে এমন রাক্ষুসে কম্মটা তুই কল্লি ! ?
শিল্পী (১)	—	দুর্ভিক্ষ !
শিল্পী (২)	—	মহামারী !
শিল্পী (৩)	—	রক্ত !
শিল্পী (৪)	—	হাজার হাজার খুন
শিল্পী (মহিলা)	—	লুঠ ! সন্ত্রাস !
কোরাস	—	ধ্বংস ! মৃত্যু ! হায়রে .... !
মা	—	আমি এমন হতভাগা মা — পাল্লাম না তোদের বাঁচাতে রে । ভাই নেই, বোন নেই, স্বামী নেই, বন্ধু নেই — ধন জন সবকিছু ছারখার ..... ।
কোরাস	—	হা .... আ !
শিল্পী (১)	—	রাজায় রাজায় মারামারি
শিল্পী (২)	—	কিন্তু গরীব প্রজা কেন মরি মা ?
মা	—	রাজাগুলো যে প্রজার কথা ভাবে না বাবা !
কোরাস	—	এ কেমন রাজা ? [কণ্ঠ যেন ঝিমিয়ে আসে ধীরে]
মা	—	নির্দয় রাজা !
কোরাস	—	এ কেমন রাজা ?
মা	—	বিশ্বাসঘাতক রাজা ।
কোরাস	—	এ কেমন রাজা ?
মা	—	[আর্তকণ্ঠ] দেশদ্রোহী আর প্রজাদ্রোহী রাজা ।
কোরাস	—	[ঝিমুনি কণ্ঠ] দেশদ্রোহী ! প্র - জা - দ্রো - হী ....
		[আলো নেভে । দ্রুত মায়ের প্রস্থান । অন্যান্য শিল্পীরা মধ্যমঞ্চে উঁচুগ্রামে কোরাস ধ্বনি করে ঘুরতে থাকে । তারপর যথাক্রমে নাট্যকার, বিজয়দেব ও অন্যান্যরা প্রবেশ করে ।]
কোরাস	—	হেই ! রে রে রে রে ! রে রে রে রে !
		[হ্যান্ড স্পটের আলোতে নাট্যকারের প্রবেশ]

নাট্যকার — কি হলো ! কি হলো !
কোরাস — আসামী পাকড়াও হয়েছে।
নাট্যকার — কে ?
শিল্পী (১) — বি
শিল্পী (২) — জয়
শিল্পী (৩) — দেব
নাট্যকার — কে এই বিজয় দেব ?
শিল্পী (১) — [প্রতিধ্বনির মত] কে ?
শিল্পী (২) — কে ?
শিল্পী (৩) — কে ?
নাট্যকার — [আদালতী ঢং] আসামী বিজয় দেব হা - জি র .... র্ র্ [বিজয় দেবের প্রবেশ হচ্ছে। কোরাস শিল্পীরা অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়াচ্ছে। তার মধ্যে বিজয় দেব]
কোরাস — হা - জি - র - র্ র্
নাট্যকার — [স্বাগত] কেমন চেনা চেনা ঠেকছে। আর এক অতীত যেন কথা কইছে ১১৮১ খৃষ্টাব্দে ফিরে যাচ্ছি যেন ? .. মহাশয়ের পরিচয় ?
বিজয় — আমি জম্মুর রাজা ! [কোরাস প্রাসাদের ফ্রেমে দাঁড়ায়]
কোরাস — [প্রতিধ্বনি] জম্মুর রাজা ! জম্মুর রাজা !
বিজয় — আমাকে অভিবাদন কর।
কোরাস — [অট্টহাসি] হাঃ হাঃ হাঃ
নাট্যকার — সায়লেন্স। সায়লেন্স। [সকলে স্তব্ধ হয়] .... আচ্ছা আপনার সঙ্গে তো গজনীরাজ ঘোরীর খুব মহব্বত গড়ে উঠেছিল, তাই না ?
বিজয় — মহব্বত ?
নাট্যকার — হ্যাঁ প্যার। পিরীতি !
বিজয় — বুঝতে পাচ্ছিনা এ কথার অর্থ কি ?

[সহসা তীব্র কন্ঠে লাহোর অধিপতি আমীর খসরুর প্রবেশ]

আমীর খসরু — মিথ্যে কথা। বুঝতে পাচ্ছ না !? শয়তান। ঘোরীকে তুমি মদত দাওনি ? শেয়ালকোটে ঘোরী যখন দুর্গ নির্মাণ করলো - - লাহোর দখলের জন্যে কে তার সংগে আমাকে আক্রমণ করেছিল ?

নাট্যকার — [দর্শকের উদ্দেশ্যে] সিস্যুয়েশন তৈরী হলেই ক্যারেক্টার আসে। তাই বোধ হয় ঐ আমীর খসরুর উপস্থিতি। ....
[বিজয় দেবকে] কি হে জম্মুরাজ--- থামস কেন ?

বিয়জ দেব --- সুযোগ পেলে তোকে আবার আমি বুঝিয়ে দেবো।

আমীর খসরু --- আমিও গোপন অস্ত্র বার করবো তোর।

বিজয় দেব --- দরকার হলে এবার .... না, তোকে বুঝতেই দেবে না — কখন তোর ঘাড়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ছি।

কোরাস -- [ব্যঙ্গ কণ্ঠে] আমরা কিন্তু সব শুনে ফেলেছি !

বিজয় দেব - শুনে ফেলেছো তো আমার কি ঘণ্টা হয়েছে।

কোরাস — ঘণ্টা বাজিয়ে বলে দেবো ....
[গায়েনের প্রবেশ। ঐ গানের সংগে সংগীত রেখে কোরাসের মুখে ঘণ্টাধ্বনি ও অন্যান্য অংশগ্রহণ]

গায়েন -- ঐ দেশের রাজা দেখরে বিদেশীরে ডেকে এনে —

কোরাস -- ড্যাং ড্যাং। ড্যাডাং ড্যাং।

গায়েন -- কররে দেশ ছাড়খার।

গায়েন --- দেশবাসী হুঁশিয়ার;

কোরাস -- ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং

গায়েন হুঁসিয়ার ! হুঁসিয়ার !
[সংগে কোরাস চলে। মঞ্চ অন্ধকার। সকলের প্রস্থান। মধ্যমঞ্চে আলো জ্বলে। বেজে ওঠে পাঞ্জাবের ভাঙ্গরা বাদ্য। সংগে কয়েকজন নৃত্যশিল্পীর ভাঙ্গরা নাচ। ঐ বাদ্যধ্বনি টেপে চলতে পারে। তার সংগে সংগীত রেখে মঞ্চে সংলাপ চলবে। সংলাপ, নাচ ফ্রিজ, নাচ, আবার সংলাপ এভাবে চলবে।]

নাট্যকার --- এবার আমরা পাঞ্জাবে ঢুকে পড়েছি। [নাচ] পানিপথের প্রথম যুদ্ধের প্রাক্কাল। ভারতের ইতিহাসের অগ্নি অধ্যায়। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ।
[নাচ] ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন তখন দুর্বল, নড়বড়ে। দিকে দিকে সামন্ততন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা, আমীর ওমরাহ, জমিদার জায়গীরদার বা রাজকর্মচারীদের ব্যাভিচার .... [নাচ] ক্রীতদাস প্রথার বাড়াবাড়ি ও দরিদ্র প্রজাদের উপর নানান শাসন শোষণ ও নিপীড়ন[নাচ] .... এহেন সংকটকালে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ দিল্লীর মসনদের লোভে

আমন্ত্রণ করল বিদেশী মোগল শক্তি বাবরকে।

[নাট্যকার প্রস্থান করে। কাঁপা কাঁপা আলোতে কোরাস। শিল্পীদের দৌড়ঝাঁপ অসহায়তার অভিব্যক্তি। নেপথ্যে বন্দুক কামানোর শব্দ। আর্তনাদ উল্লাস ইত্যাদিও চলবে। অল্প কয়েক মুহূর্ত পর দৃশ্যবদল হবে। নতুন আলোতে নির্দেশক ও কয়েকজন শিল্পীর প্রবেশ করবে। প্রথমে কোরাস শিল্পীরা সাঁতার কাটার অভিব্যক্তি করে। নির্দেশকের প্রবেশ]

নির্দেশক -- কি হচ্ছে ?

কোরাস --- সাঁতার কাটছি।

নির্দেশক --- কেন ?

কোরাস — দেবী দর্শন করতে ?

নির্দেশক — সে আবার কোন দেবী ?

কোরাস — ইংলণ্ডেশ্বরী আসছেন।

নির্দেশক -- তার মানে ?

শিল্পী (১) -- মাটিতে দাঁড়াবার জায়গা নেই।

শিল্পী (২) --- ভিড় ভাড়াক্কা বড্ড বেশী।

শিল্পী (৩) -- কিন্তু তার দর্শন চাই।

নির্দেশক --- কোন পথে আসছেন তিনি ?

শিল্পী (৪) -- আপাততঃ জলপথে শুনছি।

নির্দেশক --- তা আসছেন না কেন ?

শিল্পী (১) -- কিছু উগ্রপন্থীর যন্ত্রনায় ?

নির্দেশক — কারা বললে ?

শিল্পী (২) -- বিরোধী ফরাসীরা।

শিল্পী (৩) --- এবং তার সংগে আছে কিছু দেশীয় স্বজনদ্রোহীরা।

নির্দেশক -- কোথায় উঠবেন তিনি ?

শিল্পী (১) --- ত্রিচিন পল্লীর পথ ধরে।

কোরাস --- কর্নাটে। .... হ্যা ঐ তো এসে যাচ্ছে তাঁর পাইলট বাহিনী।

নির্দেশক --- তাহলে এবার —

কোরাস -- দক্ষিণ ভারত।

নির্দেশক — সাম্রাজ্যবাদী।

কোরাস — ব্রিটিশের অনুপ্রবেশ।

নির্দেশক -- ডেকে আনছে তাদের কর্নাটের সিংহাসন লোভী —

শিল্পী (১) — মারাঠা —

শিল্পী (২) — মহীশূর —

শিল্পী (৩) — তাঞ্জোর —

[বেজে ওঠে দক্ষিণ ভারতীয় কথাকলিব বাদ্য । একটি পর্দা কথাকলি শিল্পীর অনুপ্রবেশ মত এসে ... সরে যাচ্ছে । সংগে আলো ঢেউ খেলে পরিবর্তিত হচ্ছে । প্রবেশ করে ঐ পেছন থেকে কথাকলিব সাংকেতিক পোষাকে কর্ণাটের অধিপতি । তাঁর নাচেব অভিব্যাক্তি । অন্যাদের নির্দেশমত অংশগ্রহণ]

নির্দেশক — তোমরা ও তাহলে আপাততঃ সাহেবী কায়দায় চক্রবূহ যুদ্ধে ঐ স্বদেশী অধিপতির পতন ঘটাও ।

[কর্নাট অধিপতির মত নৃত্যালু ঢংযে যুদ্ধের অভিব্যক্তি । প্রবেশ করে আলুথালু বেশে মা । এ সময়ে তারা ফ্রিজ]

মা — বাবা, ওগুলো সব ঘর শত্রু বিভীষণ । তোকে ফাঁদে ফেলেছে । কুরুক্ষেত্রের মত ঘিরে ফেলেছে । তোর আপনার বলতে কেউ নেই । দেশী শয়তানগুলো ডেকে এনেছে রাক্ষুসে বিদেশীনীকে । এ অন্যায় । অন্যায় যুদ্ধে তোকে মারবার ফন্দী ।

[বাজনা বাজে আবাব । বিপক্ষীসবা তাণ্ডব হাসি হেসে মায়ের চুল ধরে হেঁচড়ে তাকে বের করে দিচ্ছে ও অন্যদিকে আক্রমণ চলছে । সাহেবী কায়দায় প্রতীক ক্লাইব আদেশ দেয় ।]

শিল্পী (৪) — [প্রতীকি ক্লাইব ফায়ার । হাঃ হাঃ হাঃ । গুলির শব্দ । আলোব ঝলকানি । নৃত্যালু যুদ্ধং দেহী কর্ণাট অধিপতির পতন ও মৃত্যু । আলো নেভে । শিল্পীদের প্রস্থান । পববর্তী দৃশ্যে পলাশীর যুদ্ধ হবে । মঞ্চে "সিবাজ" । নেপথ্যে বেজে ওঠে বাংলার যাত্রার বাদ্যধ্বনির মত আবাহসংগীত । অভিনয যাত্রানুরূপ ।]

সিরাজ — বিশ্বাসঘাতক ইংরেজের বণিকের মানদন্ড রাজদন্ড রূপে দেখা দিতে চলছে । .... না - না, বাংলা - বিহার উড়িষ্যার নবাব এই সিরাজুদৌল্লা কিছুতেই তা বরদাস্ত করবে না ।

[নাট্যকারের প্রবেশ । তার সংলাপ মুহূর্তে মঞ্চ শিল্পী মাইমে অভিনয়ের অভিব্যাক্তি দেবে ।]

নাট্যকার — ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ । বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে পড়ে এবার

		আমার পলাশীর প্রান্তরে ঢুকে পড়েছি। উত্তর - পূর্ব ভারতের এ অঞ্চলেও যে স্বদেশী বিশ্বাস ঘাতকের অভাব নেই — তাই এবার আমরা দেখাতে পাচ্ছি। .... বল হে - বল সিরাজ .... দেশদ্রোহীর চক্রান্ত সব ফাঁস করে দাও । [প্রস্থান]
সিরাজ	—	ঘসেটি বেগম, রাজ বল্লভ, জগৎশেঠ যত সব রাজদ্রোহী শয়তানের দল । বুঝতে পাচ্ছি সিরাজের বিরুদ্ধে গোপণ ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়েছে । কিন্তু যেখানে আছে মোহনলাল আর মীরমদনের মত দেশপ্রেমী যোদ্ধা আর —
		[যাত্রার বিবেক ঢংয়ে গায়েনের প্রবেশ]
গায়েন	--	অন্ধকার ! দিকে দিকে অন্ধকার ! দেশদ্রোহী বিষধরের ফোঁস ফোঁসানি ঐ, হুঁসিয়ার ! হুঁসিয়ার !
সিরাজ	---	কেন একথা বলছ ভাই ?
গায়েন	—	মিত্ররূপী শত্রু যারা তারা ভয়াল ভীষণ । লংকারে ভাই ধ্বংসের শত্রু মিত্র করে বিভীষণ ।
সিরাজ	---	কি বলছ তুমি ?
গায়েন	—	সিংহাসন লোভে তার, ডেকে আনে বিদেশীরে বলে অবতার । অন্ধকার .... হুশিয়ার .... [গায়েনের প্রস্থান]
সিরাজ	---	না, না । এ ভুল আমার কালে কখনো হতে দেবো না ভাই । [নেপথ্যে ...যোশিত যুদ্ধের উন্মাদনা । হঠাৎ নেপথ্যে মরণমুখী মীরমদনের আর্তনাদ ।] .... কিন্তু একী . কার আর্তনাদে আমার বুকের ভেতরটা এমন কেঁপে উঠল । .... [একজন সৈনিকের প্রবেশ]
সৈনিক	—	জাঁহাপনা ।
সিরাজ	—	কি সংবাদ বয়ে এনেছ বল ?
সৈনিক	—	যুদ্ধে মীরমদন !
সিরাজ	—	মীরমদন ?
সৈনিক	—	নিহত !
সিরাজ	—	নিহ.................ওহ ....না, হে অশান্ত মন শান্ত হও । এ তোমার বিচলিত হবার সময় নয় । আর কি সংবাদ ?

সৈনিক — প্রাণপন যুদ্ধ করে চলেছে মোহনলাল।

[অভিবাদন করে প্রস্থান করে]

সিরাজ — মোহনলাল .... হ্যাঁ, দেশপ্রেমী দেশরক্ষায় লড়বে না। কিন্তু প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ....

[মীরজাফরের প্রবেশ]

মীরজাফর — হুকুম জাঁহাপনা!

সিরাজ — বীর্যবান দেশপ্রেমীরা প্রাণপণ লড়াই করে চলেছে। এ সময়ে তুমি কেন নীরব মীরজাফর ?

মীরজাফর — যুদ্ধের গতিবিধির ওপর আমি তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছি জাঁহাপনা।

সিরাজ — মীরমদন নিহত।

মীরজাফর — জানি।

সিরাজ — মোহনলালের আক্রমণের মুখে ঐ দেখতে পাচ্ছ বিদেশী শত্রু দাঁড়াতে পাচ্ছে না।

মীরজাফর — সবই দেখছি।

সিরাজ — এ সময়ে তোমার বাহিনী নিয়ে শত্রু সৈন্যকে কেন তুমি বিপর্যস্ত করে দিচ্ছ না ?

মীরজাফর — জাঁহাপনা!

সিরাজ — কি বলতে চাও ?

মীরজাফর — যুদ্ধের গতি বড়ই বেগতিক।

সিরাজ — মীরজাফর!

মীরজাফর — বৃটিশের রণকৌশলের সামনে আমাদের পরাজয় হচ্ছে।

সিরাজ — পরাজয় ? পরাজয় ?

মীরজাফর — সুনিশ্চিত পরাজয়। এ সময়ে নবাবের প্রতি প্রধান সেনাপতির পরামর্শ হলো — যুদ্ধ বন্ধ রাখা হউক। [নির্দেশকের প্রবেশ]

নির্দেশক — তোমরাও আপাততঃ এখানে বন্ধ কর।

[সম্পাদকের প্রবেশ]

সম্পাদক — সে কি ? এখানে বীর মোহনলালের কোন গর্জনোন্মত্ত সংলাপ থাকবে না — ? যে না, এ যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়ে আপনি ভুল করবেন না জাঁহাপনা। এ মীরজাফরের চক্রান্ত। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিভাবে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ঐ ক্লাইব আমগাছের পশ্চাতে ভয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে

.... আর .... আর [হাঁপাচ্ছে যেন আক্রোসে । কথা বলবে যাত্রার ঢংয়ে উচ্চগ্রামে ।]

নির্দেশক — থামলেন কেন ? বেশতো বলছিলেন । তারপর ?

সম্পাদক — তারপর .... মীরজাফরের শয়তানিতে স্বাধীন নবাবকে ধরে এনে খুন ।

নির্দেশক — পলাশী ছেড়ে আরাসের রণপ্রান্তরে গেলেও যে একই সংবাদের প্রতিধ্বনি সম্পাদক মশায় । সে একই গৃহযুদ্ধের রণদামামা । স্বদেশী ঘাতকের হাতে শাসকের খুন । খুনের রাজনীতি । হ্যাঁ মীরজাফর সাহেব রাঘোবা সেজে সেই কেলেংকারিটা তুমিই ফাঁস করে দাওতো হে । .... তাহলে শুরু হচ্ছে এবার আর এক তামাসা ।

[আলো নেভে । সম্পাদক, নির্দেশকসহ সকলের প্রস্থান । মঞ্চে এবার নৃত্যালু ঢংয়ে গায়েন দল প্রবেশ করে । মারাঠা তামাসার অনুরূপ ।]

গান — আও .... ও ...... ও ...... ও .. আও
আও তো আও জলদি সে আও ।
স্বদেশী তামাসা দেখনে তো যাও ।
বম্বাই মে দেখো ভাই নয়া তামাসা ।
গদ্দী কে লিয়ে যো হোতা হামেসা ।
ইহা ভী হ্যায় রে মাখন চোর । নয়া মাখন চোর ।

কথা — ও হো হো ভাইও কাঁ মাখন চোর বোলো ।

গান — হাঁ হাঁ, ফিরংগী ভি ডেঞ্জার হ্যায় বিদেশী চোর,
দেশকী গদ্দি লোভী খত্‌রাতো অউর ।
জলদিসে জলদি আও রাঘোবা রাও
হাম সব তৈয়ার হ্যায় তামাসা দিখাও ।

[বাজনা বাজে । আলোর ঢেউ খেলে । নৃত্যালু ঢংয়ে সিলুটে রঘুনাথের বীর ছন্দে প্রবেশ । গায়কদল মঞ্চে সামনের দিকে দুভাগ দাঁড়াতে পারে । রঘুনাথ মধ্যমঞ্চে । গানের অনুকুল রঘুনাথের অভিব্যক্তি । এই ঢংয়ে রঘুনাথের অংশ অভিনীত হবে ।]

পুরুষ — আরে রঘুনাথ বেটা লড়কে যাও ।

মহিলা — আঁখোমে খুন কা নেশা লাগাও ।

কোরাস — হাঁ, হাঁ ।

গান — রঘুনাথ রাও বুঝি .... আয়ারে আয়ারে
মারাঠী গদী চাই নারায়ণ হঠারে ।

কোরাস — নহীতো — ?

গান — চোখে ফুটে রাঘবের খুনেরই নেশা —
তাই চুপি ঘাতককে ডেকে নিয়ে আসা [ঘাতক প্রবেশ করে]
নারায়ণে বলি দিতে এই নাও হাতিয়ার
খুন শেষে নিবে এসে যা কিছু ইনাম তার । [ঘাতকের প্রস্থান]
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ । হাঃ হাঃ হাঃ
[নেপথ্যে নারায়ণের আর্তনাদ — আঃ আঃ আঃ]
ঐ বুঝি শুনি ঐ খুল হলো নারায়ণ ।
রাঘোবা বসে গেল মারাঠার সিংহাসন ।
বুঝে নিল মারাঠার যত বীরবর
রাঘোবা তো পলাশীর মীরজাফর ।

কোরাস — মীরজাফর ! মীরজাফর !

গান — আরাসের রণভূমে শুনি রণহুঙ্কার
রাঘোবা গায় যত গুণ তার ।
[বৃটিশের প্রতিনিধি প্রবেশ করে । রাঘোবা তাকে অভিবাদন করে।
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবার অভিব্যক্তি ।]
হায় হায় । হায় হায় । হায়রে
সর্বনাশা তামাসা এ
সহন না যায়রে [শুরু হল আবার যুদ্ধের অভিব্যক্তি । শব্দে, আলোতে, আর্তনাদে দৃশ্য বেদনার্ত আলো নেভে পরেব আলো জ্বলতে দেখা গেল নাট্যকার নির্দেশক ও অন্যান্য শিল্পীরা মঞ্চে]

নাট্যকার — এমনি করেই যুগে যুগে —
স্বদেশী ডেকে এনেছে বিদেশীরে ।

নির্দেশক — ভারতের ঘনায়েছে দুর্দিন ।

শিল্পী (১) — বিদেশীর পদানত হয়েছে ভারত ।

শিল্পী (২) — আজো চলছে সেই ধারা ।

শিল্পী (৩) — সাহায্যের পথে ভারতের এ রাজ্যে সে রাজ্যে —

শিল্পী (৪) — ধর্মীয় সুবাদে —-

শিল্পী (১) — উগ্রপন্থীর উস্কানিতে —

নাট্যকার — বিদেশীর মদতে —-

নির্দেশক — ভারতকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন কত্তে —
শিল্পী (২) — আঞ্চলিকতাবাদের ধূয়ায়
শিল্পী (৩) — রাজনৈতিক ক্ষমতা লিপ্সায় —
শিল্পী (৪) — অর্থনৈতিক সাহায্যের খোলসে ।
কোরাস — চলছে বিদেশী অনুপ্রবেশ । বিদেশী অনুপ্রবেশ ।

[সম্পাদকের প্রবেশ]

সম্পাদক — দেখ হে কথা বলেছ খাঁটি । কিন্তু এতক্ষণ বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি।
নাট্যকার — কেন ?
সম্পাদক — কেবল রাজনীতির কচকচি কচ্ছো ।
নির্দেশক — ক্ষমতাশালী এবং ক্ষমতাহীনে সমাজটা বিভক্ত হয়ে আছে । এই শ্রেণী দ্বন্দ্বের কথা বলবোনা ।
সম্পাদক — কেবল দ্বান্দিক তত্ত্ব নয়, ভক্তিতত্ত্বের কথা ও কিছু বল ।
নির্দেশক — তার মানে ?
সম্পাদক — মানে ভক্তিরসে ব্যাপারটা বেশ জমে উঠবে ।
নাট্যকার — বেশ, আমাদের সম্পাদক মশায়ের যখন এত অনুরোধ - বর্ণ ধর্মের জারিজুরিটাই এখানে ঢুকিয়ে দাওতো হে । যা আগে কম্পোজ করেছিলাম ।
শিল্পী (১) -- কিন্তু সে কবে রিহার্সেল হয়েছে ।
শিল্পী (২) — কথাও সব মনে আছে কিনা -- ।
শিল্পী (৩) তবু কর্তার ইচ্ছে বলে কথা ।
রেহানা — কিন্তু আমারও তো জানতে ইচ্ছে কর্তার ইচ্ছেয় যখন যা বলা হবে আর অমনি —
নাট্যকার — আঃ ! আমি না হয় প্রয়োজনে প্রম্পটাই করবো । ব্রহ্মার গুণকেত্তন দিয়ে শুরু ।
সম্পাদক — আঃ দারুণ হবে । শুরু থেকে শুরু । তা একটা মাইকের ব্যবস্থা করা উচিত ।
শিল্পী (৪) --- [হঠাৎ অভিনয় ঢংয়ে] আঃ ! আর পাচ্ছি না । আঃ ! আমার বুক ধড় ফড় কচ্ছে । দম বন্ধ হয়ে আসছে ।
সম্পাদক — কি হলো ? হঠাৎ কি ব্যাপার ?
নির্দেশক -- এ রকম একটা ডায়লগে সে রিহার্সেল দিয়েছিল । ডাক্তার সাজেশান দিয়েছিলেন — না, তার আশেপাশে কোন উচ্চ শব্দবাদ্য নয় । অথচ ধর্মের অজুহাতে এবং ঐ মাইকের

আওয়াজে ....

সম্পাদক — কি বলতে চান আপনারা ?

নাট্যকার — আমাকেও সরস্বতীর চেলারা কি রকম ঠেসে ধরেছিল হে ?

শিল্পী (১) — [অভিনয়ে] কি নাটক শুরু করেছেন মশায় ? আমরাও তবে সরস্বতীর জিকির তুলে আপনার ব্রহ্মার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো।

শিল্পী (২) — মাইকে না চেল্লালে আপনার বরমা বাবা বুঝি শুনতে পান না, না ?

নাট্যকার — আরে ব্যাপারটাকে এভাবে —

শিল্পী (৩) — এ আমাদের ধর্মনৈতিক জীবনের উপর আপনাদের আগ্রাসী হস্তক্ষেপ।

শিল্পী (৪) — আমাদের ও পাসের পড়া। বুঝেছেন মশায় ? আমাদের ইষ্টধর্মে বিঘ্ন হচ্ছে।

রেহানা — আমাদের সরস্বতীও খুব সেণ্টিমেণ্টাল বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।

নির্দেশক — আরে, আরে, কি শুরু কল্লে তোমরা ?

শিল্পী (১) — বন্ধুগণ, তাদের অনেক অত্যাচার আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু আর নয়।

[সম্পাদক হতচকিত। নাট্যকার নির্দেশকও বিপরীতধর্মী]

কোরাস — না, আর নয়। কোন বিরোধিতা মানছিনা, মানবোনা।

নাট্যকার — কি, করবোটা শুনি ?

শিল্পী (১) — অ্যাকশান।

নির্দেশক — অ্যাকশান করবে তো, আমরাও চুপ করে থাকবো না।

শিল্পী (২) — অ্যাকশান স্টার্ট।

শিল্পী (৩) — [উচ্ছৃংখল আক্রমনাত্মক অভিব্যক্তি] ব্যোম

নাট্যকার — [প্রতিধ্বনি] ব্যোম।

শিল্পী (৪) — বর্শা।

নির্দেশক — বর্শা।

রেহানা — কিন্তু আমি এখন কি করবো ? [ভয়ার্ত]

সম্পাদক — তুমি আমার কাছে চলে এসো।

শিল্পী (১) — রাম দা সাপ্লাই করো।

সম্পাদক — রাম দা ...।

শিল্পী (২) — পাইপগান।

নাট্যকার — পাইপগান ।

শিল্পী (৩) — ঘিরে ফেল ।

নির্দেশক — ঘিরে ফেল ।

শিল্পী (৪) — অ্যাকশন —

নাট্যকার — অ্যাকশন মানে রিয়েকশান কিন্তু ।

[অস্পষ্ট শ্লোগানে দুই পক্ষ সোচ্চার ও আক্রমণ ভঙ্গীতে মুখর । সম্পাদক ও রেহানা ভীত হয়ে দৌড়ঝাঁপ করছে । আলোর দপদপানি । দৃশ্য মারমুখী — অস্পষ্ট । সম্পাদক আর্তচিৎকারের পরে ফ্রীজ হবে ।]

শিল্পী দল — [অস্পষ্ট স্বরে সাম্প্রদায়িক কোন শ্লো[illegible]]

নাট্যকার নির্দেশক --- [ঐ অস্পষ্ট শ্লোগানের ঢং ২/৩ [illegible]]

সম্পাদক — [ভয়ে] ওরে বাবারে । বাঁচাও বাচাও ।

[দৃশ্য শিল্পীরা ফ্রীজ হয়] .... এ সব [illegible] :

নাট্যকার — [ফ্রীজ ভেঙ্গে] নাটক ।

নির্দেশক — জীবন থেকে নেওয়া নাটক ।

সম্পাদক — কেমন ধারা নাটক ?

শিল্পী (১) — এই তো চলছে ।

শিল্পী (২) — উত্তর ভারত —

শিল্পী (৩) — দক্ষিণ ভারত --

শিল্পী (৪) — পূর্ব ভারত --

শিল্পী (১) — পশ্চিম ভারত —

নাট্যকার — ধর্মে ধর্মে —

নির্দেশক — বর্ণে বর্ণে —

শিল্পী (১) — জাতিতে জাতিতে —

শিল্পী (২) — বা জাতি উপজাতিতে --

শিল্পী (৩) — সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে - -

শিল্পী (৪) — রাজনৈতিক উস্কানিতে ।

নাট্যকার — ক্ষমতা লিপ্সায়,

নির্দেশক — লুঠ, ধ্বংস

শিল্পী (১) — হত্যা, ব্যাভিচার ।

শিল্পী (২) — সন্ত্রাস, খুন —

রেহানা — উৎপীড়ন আর নারী ধর্ষণ । ...... ওরে বাবা, রক্ষা যে ধর্ষণের

আগেই দৃশ্যটা কাট হয়ে গেছে ।

সম্পাদক -- [ভীত ও সোচ্চার] এ রীতিমত দাঙ্গা ।

কোরাস --- [প্রতিধ্বনিত কণ্ঠে] দাঙ্গা দাঙ্গা ।

সম্পাদক -- ভয়াবহ !

কোরাস --- ভয়াবহ ! ভয়াবহ !

সম্পাদক -- এ ভয়াবহ দৃশ্য আমি সেন্সর করবো ।

নাট্যকার -- কেন ?

সম্পাদক ভয় পেয়ে গেছি । যদি আরো সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে । .... দায়িত্ব আছে .., বুঝলেন --- যাতে জনমন আতংকিত হয় এমন কিছু আমরা বলবো না ।

শিল্পী (১) - কিন্তু দুর্যোধনী নীতিতে যে সর্বনাশ হচ্ছে বলবেন না মশাই ?

সম্পাদক -- এ আবার কি বলে ? এ তো শুধু অ্যাকটিং করবে । নীতির কথা বলে কেন ?

শিল্পী (২) - এতো গণতান্ত্রিক যুগ । প্রতিটি মানুষেরই বাক্‌স্বাধীনতা আছে ।

রেহানা --- তাই বলে একথা কিন্তু আমি এখনো বলিনি যে এখানে এমন একজন আছেন যিনি জাতের বাধা না মেনে এমনভাবে আমার দিকে তাকান এবং মিষ্টি করে কথা বলেন, যাতে আমার বুঝতে কিছুই কষ্ট না হয় যে মুসলমান হলেও আসলে তিনি আমাকে, ই - য়ে করেন -

শিল্পী (৩) - ইয়ে করেন মানে ?

রেহানা -- মানে ...... মানে কি বলা যায় বলুন তো সম্পাদক মশায় ?

সম্পাদক সে কি আমি মুখস্থ করে রেখেছি ?

রেহানা -- বটেই তো । এ কি মুখস্থের ব্যাপার [হাসে]

সম্পাদক তুমি হাসছ ! আর এদের কুরুক্ষেত্র কাণ্ডে ----

শিল্পী (৪) কুরুক্ষেত্রই বটে কিন্তু তার তদন্ত হওয়া দরকার ।

সম্পাদক - কুরুক্ষেত্রের আবার তদন্ত কি হে ?

নাট্যকার -- কেন কুরুক্ষেত্রের গুরুর গুরু, তিনিও কি নাটের গুরু কম ছিলেন ?

সম্পাদক -- তিনি আবার কোন নট ?

নাট্যকার --- দ্রোণাচার্যের গুরু মিস্টার পরশুরাম ।

শিল্পী (১) --- [অভিনয় ঢং] ভৃগুরাম পরশুরাম নামে —

আমি বিখ্যাত সংসারে ।
বলবীর্য ব্রহ্মতেজে অপার মহিমা আমার ।
বাড়ন্ত দাবানল ক্ষুধা অশান্ত ক্ষত্রিয়ের ।
সংহারিব সেই দুরন্ত ক্ষত্রিয় আমি
এই বিশ্বত্রাসী কুঠারে ।
[কুঠার ঘুরিয়ে হত্যার নৃত্যাভিনয় ঢং]
[আলোতে রক্তিম আভাস]
.. হাঃ হাঃ হাঃ । হত্যায় হত্যায় নিক্ষত্রিয় করিবো ধরণী ।

নির্দেশক — লক্ষ্য করেছেন কি সাংঘাতিক কম্যুন্যাল । মুনষ্যত্বের কোন মূল্য নেই । বর্ণভেদের ভেতরে কি ভয়ানক সম্প্রদায়িক আগুন ।

নাট্যকার — রক্ত । ইতিহাসের পাতায় কত রক্তের ফোয়ারায কি কলঙ্কিত মানব সভ্যতা ।

নির্দেশক — ওহে পরশুরাম, এবার থাম তো বাপু । একশবার তো ক্ষত্রিয়কে কচু কাটা করেছো — আর কত ?

শিল্পী (১) — ভুলে গিয়েছিলাম । অ্যাক্‌টিং কত্তে কত্তে মনে পড়ে যাচ্ছিল — [ভাঙ্গা গলায়] কী নির্মমভাবে আমার পরিবারের লোকদের .... ঐ ধর্মীয় রায়টের কোপে ....ওহ্ ....

রেহানা — [অনুরূপ] ওহ .... ভাবতে গেলে আমারও গা ছমছম করে ওঠে । যখন দাঙ্গাবাজ লোকগুলো আমাদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিলো আর .... [প্রায় কেঁদে ফেলে]

নির্দেশক — নো, নো. বোথ অফ ইউ আর ট্যু সেনসেটিভ । নাটকে তো আমাদের ইমোশ্যান্যাল হলে চলবে না । লেট আস এনালাইসিজ দি কজ এণ্ড এফেক্‌ট অফ সাচ মীচ হেপেনিংস । যাও তোমরা একটু বিশ্রাম কর ।
[শিল্পী (১) ও রেহানা শোকাহত অবস্থায় চলে যায়]

সম্পাদক — এই জাতপাতের কেলেংকারী এখানেই ইস্তফা দিয়ে দিন ।

নাট্যকার — না, এই জাতকে নিয়ে কি ভেদ নীতি তা বলতে হবে ।

নির্দেশক — এবং তার জন্য আসুন এবার, কুরুক্ষেত্রের কিছু তদন্ত করা যাক ।

নাট্যকার — ধরা যাক, আমরা এবার কুরু পাণ্ডবের অস্ত্র পরীক্ষার চত্বরে হাজির হয়েছি ।

নির্দেশক — রংগস্থলটা তাদের জন্য ছেড়ে দিতে হচ্ছে সম্পাদক মশাই। নাও শুরু কর হে তোমাদের মিনি মহাভারতের ক্রিয়াকাণ্ড।

সম্পাদক — কিন্তু মেক আপ ? না হলে আবার কে কখন বলে বসে এও আবার সেক্রেটারী দোষ।

নির্দেশক — কি বলছেন ?

সম্পাদক — দোষ চাপাচাপিটা আমাদের স্বভাব কিনা। আর যত দোষ নন্দ ঘোষ তো।

নির্দেশক — এ ব্যাপারে আপাততঃ আমি বিতর্কে যাচ্ছি না। দোষ চাপাচাপি তো আমাদের ন্যাশন্যাল ক্যারেক্টার মশাই। যাক, মেকআপের চিন্তাটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। যথাসময়ে সেটা ভেবে দেখা যাবে। আপততঃ আসুন। ওদের শুরু করতে দিন।.............. নাট্যকার, তুমি এবার ওঝা হয়ে ঝাড়। স্টার্ট।

[নির্দেশক, নাট্যকার ও সম্পাদক প্রস্থান করে। বেজে ওঠে আনন্দব্যঞ্জক উত্তাল আবহ যন্ত্রধ্বনি, কুরুক্ষেত্রের অস্ত্রপরীক্ষার উল্লাস বোঝাতে। শিল্পীরা চক্রাকারে ঘুরে ঘোষণা করে পরিবেশ। আলো ও পরিবেশ রচনা কচ্ছে।]

কোরাস -- কুরুক্ষেত্রের পূর্বাভাস। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অর্জুন, দুর্যোধন ও কর্ণকে নিয়ে অভিশপ্ত বর্ণভেদ পালা। অর্জুনের অস্ত্রপরীক্ষা।

[বাজনা বাজে উত্তাল। অর্জুন রূপী শিল্পী (২) নৃত্যালু ঢংযে অস্ত্র ছোড়ার অভিব্যক্তি দিচ্ছে। ইতিপূর্বে অন্যেরা প্রস্থান করেছে অন্তরালে। আনন্দ পদক্ষেপে দ্রোণ ছুটে আসে ও অর্জুনকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে]

শিল্পী (৩) [দ্রোণ] ধন্য ধন্য হে অর্জুন

অস্ত্রপরীক্ষা দরশনে তব, পুলকিত আমি

হৃষ্টচিত্ত মোর।

শিল্পী (২) — গুরুদেব, আর্শীবাদ আপনার [হাঁটু গেড়ে প্রণত হয়]

শিল্পী (৩) --- (তাকে আশীর্বাদ কচ্ছে)

এই আশীর্বাদ পুত্রাধিক পুত্র মোর —

ঘোষণা আমার — ত্রিলোক অজেয় তুমি

শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর। নাই হেন কোন বীর —

[শিল্পী (১) (কর্ণের) প্রবেশ হয় বীরদর্পে]

শিল্পী (১) (কর্ণ) — আছে।

শিল্পী (৩) — আছে ? কোন্ সে মহাবীর ?

শিল্পী (১) — মহাবীর কর্ণ।

কোরাস — [ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত] কর্ণ !! কর্ণ !! কর্ণ !!

শিল্পী (১) — যত অস্ত্রবিদ্যা তুমি করিছ বরিষণ -- হে অর্জুন, ততোধিক
মোর কাছে আছে আয়োজন।
ত্রিলোকরে সেরা ধনুর্দ্ধর —
এই অহংকার তব চূর্নিবো আমি ; হাঃ হাঃ হাঃ।
নতমুখ কেন গুরুদেব ? আদেশ হয়তো —

শিল্পী (৩) — কিন্তু কত অস্ত্রজ্ঞান আগে জানিবারে চাই।

শিল্পী (১) — অগ্নিবৃষ্টি কি বা খরতর বায়ুবান
ব্রহ্মাস্ত্র, আয়ুধ কিংবা আরো আছে যত খরশান।
[দুর্যোধন রূপী আর এক শিল্পী (৪) প্রবেশ কচ্ছে]

শিল্পী (৪) দুর্যোধন — বীর। মহাবীর বটে।......... ধন্য ধন্য হে বীরবর।
[স্বগতঃ] এতদিনে বুঝি সুপ্রসন্ন ভাগ্য মোর।
[প্রকাশ্যে] তব দরশনে ধন্য আজি দুর্যোধন।
আজি হতে যাহা কিছু মোর সকলেতে তব অধিকার —
বন্ধু মোর, তব আলিংগন
অটুট বন্ধন এই তোমার আমার।
[উভয়ে আলিঙ্গণবদ্ধ হয় ও ফ্রিজ। সামনের মঞ্চে হ্যাণ্ড স্পটের
আলোতে নির্দেশক ঢুকে পড়ে]

নির্দেশক — একেই বলে দুর্যোধনী রাজনীতি। পীরিত যেন একেবারে উথলে
উঠেছে কর্ণের জন্যে। [অন্তরালে যায় ও আলো নেভে স্পটের]

শিল্পী (১) — অহংকার দহিছে তোমারে ধনঞ্জয় —
কিন্তু বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
ক্ষমতা থাকে তো অস্ত্র ধর পুনর্বার।
ভয় কর কর্ণে। আমি কি অন্যায় বলেছি মান্যবর কৃপাচার্য ?

শিল্পী (৫) — [কৃপাচার্যরূপী শিল্পীর প্রবেশ]
কিন্তু তার আগে জানিবার চাই তব বংশ পরিচয় ?

শিল্পী (১) কর্ণ — বংশ পরিচয় ?

কৃপাচার্য — হ্যাঁ, কে বা তব পিতা, কোন বংশ জাত তুমি ? উচ্চ রাজবংশ
জাত অর্জুনের সাথে —

নীচ বংশ জনের যুদ্ধে নাহি অধিকার ।
কই ? নত হলো মুখ কেন ? মুখে নাহি বাণী ?
কহিছ না কেন তব জাত পরিচয় ?
[নাট্যকারের প্রবেশ সামনের মঞ্চে হ্যাণ্ড স্পটের আলোতে । ঐ শিল্পীরা তখন স্থির]

নাট্যকার — কর্ণকে তো খুব ঘায়েল করলেন মশায় ঐ জাতিভেদের অস্ত্রে । কথা বলে মহাভারতের কথা নাকি অমৃত সমান । কিন্তু সেই অমৃতেও বিষ । জাতিভেদের বিষ । যাক — চালিয়ে যান । দেখি জাতপাত নিয়ে আর কত রাজনীতি খেলছেন আপনারা ?
[নাট্যকার ফ্রিজ হয় । মহাভারতীয়রা সচল হয়]

শিল্পী (৪) — এই যদি বর্ণ বিধান, তবে প্রস্তুত দুর্যোধনও ।
এক্ষুণি অঙ্গ রাজ্য সমর্পিণু কর্ণে ।
আজি হতে পরিচয় কর্ণের অঙ্গরাজ বলে ।
এস বন্ধু অঙ্গরাজ — ঘুচুক কলংক তোমার ।

নাট্যকার — ওয়েট এ বাঁট মিস্টার দুর্যোধন । এই যে মহানুভবতা দেখালেন, ব্যাপারটা কি শুনি ?

শিল্পী (৪) — মানে ?

নাট্যকার — মানে কর্ণের প্রতি আপনি এত উদার কেন ? জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কি তবে আপনাকেই প্রথম বিল্পবী পুরুষ বলবো ? ..... কর্ণের পরিচয়টা কি আপনি ও জানেন ? কি হে কর্ণ .... ?

শিল্পী (১) — অধিরথ সুত পুত্র আমি রাধা গর্ভজাত ।

নাট্যকার — শুনলেন তো । নীচু সম্প্রদায়ভুক্ত । মানে ছোট জাত. ভীষণ নীচু জাত । অথচ তাকে এমন উপরে তুললেন কেন ?

শিল্পী (৪) — একথার অর্থ ?

নাট্যকার — নীচু জাতের প্রতি আপনার এত প্যার মহব্বতের কারণটা কি ?

শিল্পী (১) — বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ অপমানিত ।

নাট্যকার — আর তাই আপনি তাকে সম্মান দেখাবার জন্যে রাজ্যদান করেছেন ? হাঃ হাঃ হাঃ । বিনা যুদ্ধে যে নাহি দেয় সুচ্যগ্র ভূমি, সে কিনা ঐ নীচু জাতটাকে — ওসব রাজনীতির ভেল্কি মশাই ।

শিল্পী (৪)	—	কি ?
নাট্যকার	—	হ্যাঁ রাজনীতির তুকতাক । যাকে বলে শয়তানী । ক্ষমতা বা সম্পদের জন্যে বিত্তশালী ক্ষমতাবান বা রাজনীতির ধড়িবাজরা আজও যা চালিয়ে যাচ্ছেন ।
		[সম্পাদকের প্রবেশ]
সম্পাদক	—	কি বলছেন মশায় এসব ?
নাট্যকার	—	বলছি জাত নিয়ে বজ্জাতি চলছে । উগ্র জাতীয়তার আর ক্ষমতার রাজনীতির কৌশলে কুরুক্ষেত্র হচ্ছে একের পর এক । চলছে দেশ জুড়ে দুর্যোধন নীতি । অর্থাৎ এ যুগেও যেখানেই জাত ধর্মের জোর যাদের যত বেশী ইলেকশানের নমিনেশানের বেলাতেও সেখানেই তাদের খাতির যত্ন আত্তিও বেশী ।
সম্পাদক	—	এসব সেন্‌সেটিভ কথা আমি সেন্সর কচ্ছি ।
নাট্যকার	—	কি ?
সম্পাদক	—	[ক্ষেপে] হ্যাঁ, আপনার বড্ড বাড় বেড়ে যাচ্ছে মশায় ।
কোরাস	—	এ উত্তেজনা ভয়াবহ ।
সম্পাদক	—	আপনারাই বলুন তো — যা সব বলেছেন তিনি তাও কি আমার দোষ ?
নাট্যকার	—	[উত্তেজিত] আপনার দোষ হলে বলবো না মশাই ?
সম্পাদক	—	[ক্ষেপে] দেখুন আমি অনেক সহ্য করেছি ।
নাট্যকার	—	আমিও সহ্য করেছি মশাই ।
সম্পাদক	—	কিন্তু আর নয় ।
নাট্যকার	—	না, আমিও আর নয় ।
সম্পাদক	—	[এই অংশ দ্রুত অভিনয়] উৎখাত করবো ।
নাট্যকার	—	কুপোকাৎ করবো ।
সম্পাদক	—	উৎখাত ।
নাট্যকার	—	কুপোকাৎ ।
কোরাস	—	কি জানি কি হয় ।
সম্পাদক	—	নিপাত যাক ।
নাট্যকার	—	নিপাত যাক ।
		[কোরাসের ভীতু ভাব হলেও কায়দায় আসলে কোন বিরোধীর উপস্থিতিতে কোন সভা হবে । হাউসের মনচাভাস রচনায় তৎপর । যাত্রার যুদ্ধের অনুরূপ বাজনার আবহ সঙ্গীত

গমগমিয়ে উঠে। মারমুখো শিল্পীরা উভয়কে শাসানো, গালাগালি. কাছ বা দূর থেকে কখনো এটা সেটা তুলে ছুঁড়ে মারার দৃশ্য, শূন্যে নানান কায়দায় মারামারির কিল ঘুষি ছোঁড়ার দৃশ্যাদি মাইকে চলতে থাকবে প্রয়োজনমত। আলোর দপদপানিতেও ভয়াবহতার আভাস। কোরাসরা কথা বলার সময় মারমুখো শিল্পীরা ফ্রিজ থাকবে, আবার কখনো লড়বেও। প্রয়োজনে মঞ্চ রচনায় আরো কোরাস শিল্পী প্রবেশ করবে।]

কোরাস — [ফিস্ ফিস্ করে] ও মশায় আপনি আমাদের ইলেকটেড লিডার। (আবার মুহূর্তে মারমুখো দুজনে) ...... আর আপনি আমাদের সিলেকটেড লীডার। [কোরাসে হামিং চলে]

.... হায়। ইলেকটেড লিডার । হায় সিলেকটেড লীডার। হায় ...... [নির্দেশকের প্রবেশ]

নির্দেশক — কি হচ্ছে এসব ?

কোরাস — ফাইটিং। ...... লাইক লির্ডাস ফাইটিং। হিদার এ্যাণ্ড দিদার।

সম্পাদক ও নাট্যকার — [গর্জন করে] হুঁ ! হুঁ ! !

কোরাস — ডেন্জার জোন। ডেন্জার জোন !!

নির্দেশক — লীডারদের পাওয়ার এক্সারসাইজে সব ভন্ডুল হবে নাকি ? ...... মশাইরা শুনছেন।

সম্পাদক ও
নাট্যকার — হুঁ। হুঁ।!!

নির্দেশক — [শিল্পীদের] বন্ধুগণ. তাহলে এবার আপনারই বুঝুন ---

সম্পাদক — আমার বিরোধিতা — আমি মানছিনা, মানবো না।

নাট্যকার — আমার বিরোধিতাও আমি মানবোনা, মানছি না। [বলতে থাকে মাইমে]

নির্দেশক — বন্ধুগণ। মনে রাখতে হবে, বিরোধিতা বিরোধিতায় আমাদের অবস্থা বিপন্ন। কিন্তু আমাদের ভাবমূর্তি এবং ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। সুতরাং ......

কোরাস — কি করবো আমরা এখন ?

সম্পাদক — সজাগ থাকুন বন্ধুগণ। আমাকে সহযোগিতা করুন। বন্ধুগণ, এমন কিছু প্রসঙ্গ এখানে উপস্থিত হচ্ছে --- যা অনুচিত। জাতি - ধর্ম রাজনীতি এবং অর্থনীতির পোস্টমর্টম চলছে।

.... বুঝতে পারছিনা । বন্ধুগণ এতে যে চাপা বিক্ষোভ দানা বাঁধবে । তাই আমি এমন কথা বলতে চাই । বন্ধুগণ ......

নাট্যকার --- এবং আমিও বলছি বন্ধুগণ, সংহতি বিপন্নের কথাগুলো গদীলোভী দলবাজীর জন্য বলতে দেয়া হচ্ছেনা । .... এবং [সম্পাদক ও নাট্যকার মাইকে জোর বক্তৃতা দিতে থাকে .... নাট্যকার ও বিরোধী মঞ্চে দাঁড়াচ্ছে যেন সম্পাদকের কোরাস শিল্পীরা জনতায় রূপান্তরিত হচ্ছে । কখনো সম্পাদক বক্তৃতা মঞ্চে হাজির হচ্ছে । কখনো নাট্যকার । অর্থাৎ এদল ওদল করতে করতে যেন জনগোষ্ঠী উভয়ের কথার চক্করে ঘুরতে থাকে । এ অবস্থায় কেউ বমি করছে । মারামারি করছে । কেউ আহতের ভঙ্গি। কারও মাথায় ঘোরপাক । নির্দেশক দর্শকদের কাছাকাছি এসে প্রায় ফিসফিস করে, কখনো নির্বিকার কণ্ঠে , থেমে থেমে বলে যাবে । শিল্পীদের কেউ কেউ দল বদলে , বিপরীত দলকে ঘায়েল করবে। আবার বিপরীত দল থেকেও অনুরূপ । অর্থাৎ একদল অন্যদলকে মারছে। নির্দেশকের কথা এ সবের ফাঁকে । আলো দৃশ্যানুরূপ ।]

নির্দেশক -- খাপ খোলা তলোয়ারে চলছে যেন দলবাজীর লড়াই । কিন্তু যখন রাজায়রাজায় বাধে রণ, উলুখাগড়ার হয় মরণ । হায়রে জনগণ । কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী যেন শেয়াল শকুনির ঝিনিমিনি .... [হঠাৎ মঞ্চ অন্ধকার হয় এবং সোচ্চারে]
.... একি । অন্ধকার কেন ?

কোরাস অন্ধকার । সব যেন অন্ধকার !

নির্দেশক -- আলো চাই আলো !

কোরাস হায় অন্ধকার !

নির্দেশক -- আলো চাই ।

কোরাস -- হায়, অন্ধকার !
[কিছু দৌড় ঝাঁপের শব্দ । কোরাস শিল্পীদের প্রস্থান । আলো জ্বলে। দেখা যায় সম্পাদক ও নাট্যকার দুজনেই ভীত । চোরের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ।]

নির্দেশক --- ওরে বাপস্ । .... কালচারের নামে এ যে রীতিমত আলচার কর্ম করেছে । ... মশায় আপনাদের নামে অনাস্থা এনে আপনাদের হেনস্থা করা উচিত । ...

নাট্যকার --- নাটকটা সত্যি শেষ করা যাবেতো ?

নির্দেশক --- কেন ? সন্দেহ কেন ?

নাট্যকার — শিল্পীরা না আমাদের শেষে রিজেক্ট করে বসে।

নির্দেশক — [সম্পাদককে] আপনি চুপ কেন মহাশয় ?

সম্পাদক — সকলের দুঃখে আমিও জর্জরিত।
কোথায় ? আপনজনেরা আমার কোথায় ?

নির্দেশক — আপাততঃ বোধ হয় পালিয়ে বেঁচেছে।

সম্পাদক — আপনি প্রয়োগ প্রধান, সুকৌশলে সকলকে বোঝান, আমাদের কাজ কত্তে হবে। আমি সকলকে আশ্বস্ত কচ্ছি আর রণারণি হবে না।

নির্দেশক — এমন একটা দলাদলি কান্ড যদি ষ্টেজের দিনও হয়ে যায়, হাত জোড়ে দর্শককে বলতে হবে, হে মাননীয় দর্শকমন্ডলী — এসব কেলেংকারীয়াস আন পার্লামেন্টারি কান্ডকীর্তির জন্যে ....

নাট্যকার — এটাকে আমার নাটকের অংশ বলে তক্ষুণি আমিও ঘোষণা করবো। আসলে ধূর্ত সংকীর্ণ দলবাজী আর স্বার্থপরতা একগুঁয়েমী বড়ই সর্বনাশা। তাই বলবো — সুইসাইড স্কোয়াডের আমিও একজন আত্মঘাতি। ক্ষমতা আর পপুলারিটির জন্যে সব রকম বাঁদরামি করতে পারি।

সম্পাদক — কি রকম ?

নির্দেশক — রকম সকম পরে দেখবেন। এটা মঞ্চ। এখন আমার এক্তিয়ার। আপনারা বিশ্রাম করুন। আমাকে কাজ করতে দিন। শেষে না শিল্পীরা আবার —

সম্পাদক — কেন ভেস্তে যাবে নাকি তারা ?

নির্দেশক — মশায়, ইতিহাসে নজীরের অভাব নেই যে আর্মিতেও রিভোল্ট হয়। আর আমরাতো, সিভিলিয়ান, এবং এদেশের রক্ত। এদিকে টানলে ওদিকে পিছলে যায় অনেকেই। নিন আসুন, ব্যবস্থা কচ্ছি চায়ের। এই ন্যাপলা .... ন্যাপলা ... [তিনজনে বাইরে যায়। বিপরীত দিকে দিয়ে তপোবন কন্যা সাজে সজ্জিতা নর্তকী মহিলা শিল্পীরা প্রবেশ হচ্ছে চুপিসারে। আলো তাকে ধরেছে। এদিক ওদিক তাকায় সে। প্রবেশ করে গায়েন শিল্পী। অলক্ষ্যে পেছন থেকে হুম শব্দ করে।]

মহিলা শিল্পী — [চমকে] কে ? ও তুমি ? [গায়েন হাসে। সামনে আসে] ওরে বাবা ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

গায়েন — কেন। আশেপাশেই তো।

মহিলা শিল্পী	— স্টেজের হৈ হল্লুড়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম । আমি আর এই সবে নেই বাবা । তুমি আর আমায় রিকোয়েস্ট করোনা ।
গায়েন	— আচ্ছা সে দেখা যাবে'খন । ..... কিন্তু একি সেজেছ তুমি ।
মহিলা শিল্পী	— কেন, বাজে লাগছে বুঝি ?
গায়েন	— বলব ? [সুরে] আহা কি রূপ মাধুরী, ঐ রূপ সায়রে ডুব দিয়ে মন চায় মরি মরি । [নির্দেশকের প্রবেশ]
নির্দেশক	— কিন্তু স্টেজে মরলে যে আমাদের হাতকড়া পড়বে ভাই ।
গায়েন	— না মানে ....
নির্দেশক	— মানে বোঝার আর তুমি আমাকে স্কোপ দিলে কোথায় ? অবশ্য ভিলেন সেজে তোমাকে যদি এখন টিসিম টিসিম এক হাতে নিয়ে নিতে পারতাম তবে একটা ভাল অ্যাকশান সিন হয়ে যেত । কিন্তু .... সে যাক । ..... হ্যালো সুন্দরী
মহিলা শিল্পী	— আমাকে বলছেন ?
নির্দেশক	— তোমার সামনে আর কাউকে সুন্দরী বললে তুমি তা সহ্য করবে নাকি ? অ্যাঁ! [হাসে । মহিলার মাথা নত] যাক্ শোন, দৃশ্যটা এবার শুরু হবে । তুমি দেবসভার অভিশপ্তা নর্তকী । মনে আছো তো ! তাহলে শুরু হোক । .... আপাততঃ এসো তুমি । এখন গায়েনের পালা । [নির্দেশকের ও মহিলা শিল্পী প্রস্থান করে । গায়েন গান শুরু করবে। সঙ্গে কোরাসরা অংশ নেবে ও তপোবনসুলভ দৃশ্যের কাট আউট দুলিয়ে মঞ্চে ঢুকবে দৃশ্যবাহিরা । মহিলা শিল্পীর যথসময়ে প্রবেশ হবে । আলো সবুজাভ হয়ে উঠবে ।]
গায়েন	— শোন শোন সর্বজন, করি নিবেদন — হরিশ্চন্দ্র কথা কিছু করিব বর্ণন ।
কোরাস	— ভাল বেশ বেশ বেশ ।
গায়েন	— রাজার কান্ড দেখবো এবে আমরা যত প্রজা তার সাথে ভাই থাকতে পারে আরো কিছু মজা ।
কোরাস	— আহা বেশ বেশ । [গায়েন কোরাস প্রস্থান করবে । মহিলা শিল্পীরা কোন গাছতলায় লতায় বন্দিনী অভিব্যক্তি । মৃগয়ায় নৃত্যানুভঙ্গীতে রাজার প্রবেশ ।]
মহিলা শিল্পী	— [আর্তনাদ] রাজা ! [রাজা চমকায়] রাজা । ও রাজা । [এই কণ্ঠ

শুনে রাজা মহিলার নিকটে গেলেন ।]

হরিশ্চন্দ্র — কেন ডাকিছ কন্যা হেন আর্তস্বরে ?

মহিলা শিল্পী — মুক্তি চাই রাজা । সইতে পারিনা আর এ বন্ধন জ্বালা ।
[রাজা তাকে স্পর্শ করতেই সে বন্ধন মুক্ত নৃত্যালু ঢংয়ে প্রস্থান করে । রাজা তাকে দেখতে দেখতে প্রস্থান সময়ে বিশ্বামিত্রের প্রবেশ ।]

বিশ্বামিত্র — কোথা কোথা সে পরাক্রমী --
কন্যারে যে মুক্ত করে লতাবন্ধ হতে ?
জানে না সে তপোবন বিশ্বামিত্র ঋষির ?

হরিশ্চন্দ্র — [মাথা নুয়ে] জানি ঋষিবর ।

বিশ্বামিত্র — কে, হরিশ্চন্দ্র ?

হরিশ্চন্দ্র — মিথ্যা না কহিব তপোধন ।
কাতর করুণ স্বরে উচ্চারিছে কন্যা —
মুক্তি চাই রাজা — সহিতে পারিনা আর বন্ধন জ্বালা ।
আর্তকণ্ঠ রবে কন্যার হিয়া গলিল আমার ।
বিচারের অবসর রহিল না আর মুনিবর --
তাই হেন কর্ম মোর ।

বিশ্বামিত্র — বিশ্বামিত্র অভিশপ্ত জনে উদ্ধারিলে
অতি বড় ঔদ্ধত্য তোমার ।

হরিশ্চন্দ্র — কেন প্রভু দোষ অভাজনে ?
আমি নিমিত্ত মাত্র । এ বিধির বিধান ।
দান পূণ্যে প্রভু আমি বিদিত ভবনে ।
তুষিব তোমা হেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ।

বিশ্বামিত্র — দাতা ! হাঃ হাঃ হাঃ
বেশ, দান কর দেখি রাজা তবে যাহা আছে মোরে ।
[হরিশ্চন্দ্র মাটি হাতে লয়ে দানের অভিব্যক্তি]

হরিশ্চন্দ্র — এই দিনু রাজ মাটি যাহা আছে মোর ।

বিশ্বামিত্র — [দান গ্রহণের অভিব্যক্তি] স্বস্তি । স্বস্তি ।
দেখ যত দেবগণ অন্তরীক্ষ হতে —
হরিশ্চন্দ্র দান দিল বিশ্বামিত্র হাতে ।
হাঃ হাঃ হাঃ । [হরিশ্চন্দ্রও হাসে]

কোরাস দৃশ্যবাহী — পোড়ার মুখো আমাদের রাজ্যটা বিলিয়ে দিচ্ছে —

আমাদের কি হবে গো !

বিশ্বামিত্র — কিন্তু বৎস দান অন্তে দক্ষিণা ?

হরিশ্চন্দ্র — জানি প্রভু — দক্ষিণা বিনা দাতা হয় না পূণ্যকর্মা।
দিব আমি শত কোটি স্বর্ণমুদ্রা তব পদতলে।

কোরাস — হায় ! হায় রে !
রাজা প্রজার কথা ভাবলো না রে ! ?

বিশ্বামিত্র — বিলম্বের তরে কিবা প্রয়োজন ?
ত্বরায় দানহ মুদ্রা।

হরিশ্চন্দ্র — কইহে ভাণ্ডারী মোর —
শতকোটি স্বর্ণমুদ্রা শীঘ্র আন দানের দক্ষিণা আমার।

বিশ্বামিত্র — কিন্তু রাজা ভাণ্ডারী পরে আর তব কিবা অধিকার ?

হরিশ্চন্দ্র — মুনিবর !

বিশ্বামিত্র — রাজপাট সবি যদি দান করিলে —
ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবে মুনিবরে ?
[নির্দেশকের প্রবেশ]

নির্দেশক — এখানেই আমার আপত্তি ! দৃশ্য শেষ। তোমরা যাও।
[নাট্যকারের প্রবেশ ও দৃশ্যবাহীদের প্রস্থান]

নাট্যকার — কিন্তু পালাটা শেষ কত্তে দেওয়া উচিত ছিল।
[রেহানার প্রবেশ]

রেহানা — আমাদেরও পার্টের স্কোপ বলে একটা কথা আছে। শৈব্যার জন্যে আমি রেডি হয়ে আছি ... আর অমনি ....

সম্পাদক — হ্যাঁ রেহানাকে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

রেহানা — তাই নাকি ?

সম্পাদক — হ্যাঁ।

রেহানা — সত্যি আপনার মত ব্যাকিং পেলে ভবিষ্যতে আমার আর চিন্তা কি ?

নির্দেশক — কিন্তু তোমরা বুঝতে পাচ্ছোনা .. .. .

নাট্যকার — এটা বুঝতে পাচ্ছি নাটকের বক্তব্য পরিচ্ছন্ন মুহূর্ত পর্যন্ত না গেলে ......

রেহানা — আঃ। আমি যখন আর্তস্বরে রাজার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তাম .....

হরিশ্চন্দ্র শিল্পী — আর আমি বলতাম—

রেহানা — রসিক দর্শকেরা চেঁচিয়ে উঠতো .... আঃ কেয়া বাৎ।

নাট্যকার	—	সে কথা হচ্ছে না রেহানা ।
রেহানা	—	শুধু সে কথা হবে কেন ? তারপর আমাকে যখন ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রি করা হবে ..... মানে শৈব্যাকে, আমার কি চুটানো অভিনয় । সেও গেল । যাক্ । [প্রস্থান]
নাট্যকার	—	এবং সেখানেও বৈষম্যের বিষ ।
সম্পাদক	—	মানে দাস - মালিক সম্পর্ক । আপনারা তা নিয়ে এত উঠে পড়ে লেগেছেন কেন ?
নির্দেশক	—	শুধু তা কেন ? আমি বলতে চাইছিলাম হরিশ্চন্দ্র যখন রাজাটা দান করেছেন — রাজ্যবাসীরা কি তখন ঘোড়ার ঘাস কাট ছিলেন ?
নাট্যকার	—	মানে ?
নির্দেশক	—	রাজ্যদান করে তিনি দাতা সাজবেন, সেখানে রাজ্যবাসীর কিছুই ভূমিকা থাকবেনা ?
নাট্যকার	—	বটে ।
সম্পাদক	—	বটে কি আবার । যেহেতু তিনি রাজা — মানে লীডার ।
নির্দেশক	—	হ্যাঁ, লীডার বলেই তিনি খুশী মত রাজ্যদান করবেন । যা খুশী করবেন কোটি কোটি টাকা দক্ষিণা দেবেন ! কিন্তু কার টাকায় ভদ্রলোক দাতা বা পুন্যাত্মা হচ্ছেন শুনি !
সম্পাদক	—	বলছেন কি ? এসব কথা সেন্সর হবে কিন্তু ।
নির্দেশক	—	তবু আমি বলে যাবো — সে সবে প্রজাদেরও অধিকার আছে। রাজার ধনমানে প্রজার ধন ! সুতরাং তাদেরও মতামত নেওয়া উচিৎ ছিল ।
হরিশ্চন্দ্র শিল্পী	—	আমাকে প্রজাদের সঙ্গে আলাপের কোন স্কোপ দেয়া হয়নি ।
বিশ্বামিত্র শিল্পী	—	তুমি প্রজা সামলাবে না বিশ্বামিত্র সামলাবে ।
হরিশ্চন্দ্র শিল্পী	—	কিন্তু সে কি আমার দোষ ? আমি তো অ্যাক্টিং কচ্ছি মাত্র । ডায়লগ না লিখলে আমি কি করবো ?
সম্পাদক	—	কি হে নাট্যকার তুমি কিছু বলছনা কেন ?
নাট্যকার	—	কি আর বলবো ? ভাবছি নাটকটা এজমালী নাটক হলেই ভাল হত । আমার লেখায় সব ফাঁক থাকছে ....
নির্দেশক	—	এফাঁক থাকবে কেন যে অর্থনৈতিক অনটনই সমস্যা সৃষ্টি করেছে ।
সম্পাদক	—	তবু হরিশ্চন্দ্র নিয়ে দোহাই আপনাদের, আর টানা হেঁচড়া

করবেন না। যাও হে হরিশ্চন্দ্র — বিশ্বামিত্রকে নিয়ে তুমি আপাততঃ প্রস্থান করতো বাপু।

[হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের প্রস্থান]

নির্দেশক — কিন্তু আমার কথা হচ্ছে — যেখানে প্রয়োজন সেখান থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। দেশের অস্তিত্বে যারা যুগে যুগে ...., তারাই মূল্যহীন। অতীতের বেদীতে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে দেখুন। আজও কি দেশের সকল প্রজারা সমান মূল্য পাচ্ছে ?

সম্পাদক — দেখুন ডায়রেকটার সাহাব, নাটকের নামে আমরা যখন তখন ডিবেটে জড়িয়ে পড়ছি কিন্তু। ওহে নাট্যকার, এই সংকট মুহূর্তে তুমিতো কিছু বলো।

নাট্যকার — ইতিহাসের অসাম্য বৈষম্য সব খলবলিয়ে উঠছে। হায় নিরক্ষর দেশবাসী, জাত ধর্মের শিকার দেশবাসী,অর্থনৈতিক অনুন্নত দেশবাসী, কালে কালে কেবল কায়েমী স্বার্থবাজদের শিকারই হয়েছে।

নির্দেশক — এবং একারণেই সংহতি বিপন্নের বিষয়টা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ক্ষমতার প্রতিযোগীরা নিজেদের স্বর্থেই সাধারণ মানুষকে উস্কে দিয়ে নানাভাবে সংহতি নাশ কচ্ছে। অর্থাৎ যারা ক্ষমতালোভী।

সম্পাদক — রাইট ইউ আর। আমি হিন্দু বিজয় দেবও হিন্দু, আবার মীরজাফর মুসলমান। দেশের সংহতি নাশে সবাই তো এ কাকার।

নির্দেশক — এই আমলেও নানান জাতধর্মের লোকই সে দোষে দোষী।

নাট্যকার — হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ বা শিখ, জৈন — সব ক্ষমতা লোভির শিকার। হিন্দুর তাঁতী মুসলিমে জোলা ! কিন্তু অর্থীনতিক অভাব অনটন তো উভয়েরই এক।

সম্পাদক ও নির্দেশক — ঠিক ঠিক।

নাট্যকার — শাসক বদল হয়েছে ইতিহাসে যতবার এদেশের সাধারণ লোক সে খবর রেখেছে কতবার ? শাসকের প্রয়োজনেই প্রজাদের কেউ সৈনিকের ভূমিকায় লড়েছে। কেউ হাড়খাটা শ্রমে প্রভুর বিত্ত বাড়িয়েছে। চাষী মজুর হয়ে দেশ সেবা করেছে। বিনিময়ে নানা সুযোগের শাসনে জুটেছে কতই না শোষণ আর নিপীড়ন।

সম্পাদক — তবে সাম্রাজ্যবাদের আমলেই জাত ধর্মের এবং অঞ্চলের ভাগে চরম নিপীড়ন হয়েছে অস্বীকার কত্তে পারবেন না ।

নাট্যকার — সাম্রাজ্যবাদের বিষফোটের জ্বালায়তো জ্বলছি আমরা আজও । কি বলছে নির্দেশক ?

নির্দেশক — নিশ্চয় । সাম্রাজ্যবাদের বিষফোটটাকে তাহলে অপারেশন শুরু করি । রিপ্লে কচ্ছি আমরা — রিপ্লে মারফৎ দেখুন হাজির হচ্ছি আমরা সাম্রাজ্যবাদে। স্টার্ট ।

[উত্তাল পাশ্চাত্য বাজনা আবহ সঙ্গীতে । আলো নেভে । এদের প্রস্থান । অন্যদিকে লুঙ্গি, ধুতি, টুপি, পাগড়ী ইত্যাদি ভারতীয় পোষাকে কোরাস প্রবেশ কচ্ছে । আলো জ্বলে ।]

শিল্পী(১) — মোগল যুগের পতন ।

শিল্পী (২) — সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুত্থান ।

শিল্পী(৩) — আসমুদ্র হিমাচল --

কোরাস — সাম্রাজ্যবাদের লড়াই ।

[আলোর দাপাদাপি শুরু হয় । সাহেবী টুপী পরা সৈনিকের লড়াইয়ের অভিব্যক্তি । জনগোষ্ঠের ছুটাছুটি, আর্তনাদ । যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ । যুদ্ধ শেষে বৃটিশ কোরাসের অট্টহাসি । ভারতীয়রা অসহায় ও আত্ম সমর্পিত ।]

বৃটিশ সৈনিক — চিয়ার্স ফর সাম্রাজ্যবাদ !

বৃটিশ কোরাস - - হিপ হিপ হুর্‌রে ।

বৃটিশ সৈনিক -- থ্রি চিয়ার্স ফর ইণ্ডিয়া আণ্ডার বৃটিশ রুল ।

বৃটিশ কোরাস - হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে । হিপ হিপ হুর্‌রে ।

বৃটিশ সৈনিক - [স্তোত্র পাঠের অনুকরণে] ইয়াদেবী সাম্রাজ্যবাদেশ্বরী সর্বভারতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা

ব্রিটিশ কোরাস - নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।

[পেছনের দিক হতে সাম্রাজ্যবাদেশ্বরীর প্রবেশ হচ্ছে নর্তকী মুদ্রায় । সৈনিকরা তাকে সেল্যুট দেয় । কোরাসের আলো নিভে যায় ও প্রস্থান। নর্তকী নৃত্যভঙ্গীতে এগুচ্ছে । নর্তকী বিভিন্ন আগ্রাসী ও উন্মাদনা ঢংয়ে নাচবে । গানটি টেপে চলতে পারে ।]

গান

খাবো খাবো সব খাবো

দেশটারে চুষে খাবো, আমি সাম্রাজ্যবাদ ।

জাতি খাবো, ধর্ম খাবো, গ্রাম খাবো শহর খাবো রে ।
যা পাবো তাই খাবো — খাবো রে —
খাবো, খাবো ....
শিল্প খাবো, ব্যবসা খাবো
ধনী খাবো, গরীব খাবো
যা পাবো তাই খাবো - খাবো রে ।
খাবো খাবো ....
চাষী খাবো, শ্রমিক খাবো
শিল্পী খাবো, চিন্তা খাবো
যা পাবো তাই খাবো — খাবো রে ।
খাবো খাবো ....

[নর্তকীর প্রস্থান হবে নৃত্য শেষে । সামনের মঞ্চে স্পটে নাট্যকার]

নাট্যকার — ভারতীয় জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ । সাম্রাজ্যবাদীর শোষণে জনজীবন বিপর্যস্ত । আসমুদ্র হিমাচলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে গ্রাম শহরে ছড়িয়ে পড়েছে বিদেশী শাসনের আগুন । অত্যাচারে অবিচারে ক্ষত বিক্ষত ভারতীয় জীবন ঐতিহাসিক সংহতিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনি তুললো —

[প্রথমে মা ও পরে অন্যান্য ভারতীয় পোষাকের ইঙ্গিতে জনতার মিছিল চলবে । মিছিল মঞ্চ পরিক্রমা করবে । পেছনের দুই বিপরীত উইংসে দুই সাহেবী সৈনিক গুলির অভিব্যক্তি দেবে । মিছিল আহত হয়েও চলবে । আলো জ্বলা নেভায় দৃশ্যের গতি বোঝান হবে ।]

মা — বিদেশী শাসন —
কোরাস — মানছি না ।
মা — সাম্রাজ্যবাদ —
কোরাস — নিপাত যাক ।
মা — বৃটিশ —
কোরাস — ভারত ছাড়ো ।
মা — পুঁজিবাদ —
কোরাস — ধ্বংস হউক ।
মা — সাম্রাজ্যবাদ
কোরাস — ধ্বংস হউক ।

মা — ইংরেজ

কোরাস — ভারত ছাড়ো।

[মিছিল আগলে ব্রিটিশ প্রতিনিধি দাঁড়ায়]

বৃটিশ প্রতিনিধি — [সোচ্চারে] আজাদী চাহো নেটিভ ইন্ডিয়ানস্ ?

কোরাস — চাই, আমরা স্বাধীনতা চাই।

বৃটিশ প্রতিনিধি — আওর কুছ ?

কোরাস — তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও।

বৃটিশ প্রতিনিধি — অফকোর্স, হাম যায়ে গা। মগর তোমাদের ঝগড়াঝাটি মিটমাট করবে। ভাগাভাগি করবে।

মা — না। আমাদের মধ্যে কোন ভাগাভাগি নেই।

বৃটিশ প্রতিনিধি — জরুর আছে। ইউ মুসলিম অ্যান্ড ইউ হিন্দু আছে। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ, জৈন আছে। জাতি উপজাতি আছে।

মা — তাতে কি হয়েছেরে মুখপোড়া ?

বৃটিশ প্রতিনিধি — হোয়াট ডু ইউ মীন বাই মুখপোড়া ?

শিল্পী (১) — না সাহেব, বলছে তুমি ভালো।

বৃটিশ প্রতিনিধি — [হেসে] ও ইয়েস ! আমি ভাল ! তাইতো সবার ভালর জন্যে সবকো অলগ অলগ আজাদী দেনা চাতা হ্যায়।

মা — না সাহেব। এই বিচ্ছিন্নতা আমরা মানছিনা।

কোরাস — মানছি না। মানবোনা।

বৃটিশ প্রতিনিধি — মগর মানতে হবে। হিন্দুকে নিয়ে যেমন মুসলিমকে লিয়ে ভি মানতে হবে। ইয়ে ভারত হাম ভাগ করকে দেগা।

কোরাস — নাঃ।

[ব্রিটিশ প্রতিনিধির অট্টহাসি]

কোরাস — হায় ! হায় !

[শিল্পীরা ফ্রীজ। নাট্যকারের প্রবেশ। সামনের মঞ্চে ফ্রীজের আলো কমছে। নাট্যকারের ওপর হ্যান্ডস্পট]

নাট্যকার — সাম্রাজ্যবাদীর চক্রান্তেই আজ ধূয়া উঠছে খালিস্তানের। সান অফ দা সয়েলের। হায়রে সাম্রাজ্যবাদ। [আলো নিভে যায়। *কোরাস শিল্পীদের প্রস্থান। নাট্যকার অন্ধকার মঞ্চে মাথায় হাত দিয়ে বসে। আলো এবার সম্পাদককে ধরবে*]

সম্পাদক — [হেসে] বেশ বলেছ বেশ। কই হে নাট্যকার কোথায় গেলে তুমি ?

[নির্দেশকের প্রবেশ]

নির্দেশক — ডিস্টার্ব কচ্ছেন কেন মশায় ?

সম্পাদক — দেখ হে নির্দেশক, তুমি মাঝে মাঝে এমনভাবে ধমকে কথা বল না — আমি খুব ইনসাল্ট ফিল করি ।

নির্দেশক — যা সত্যি তাইতো বলেছি ।

সম্পাদক — কিন্তু মাননীয় জনকে সম্মান রেখে কথা বলতে হয় । নইলে নিজেরও সম্মান নষ্ট হয় । বুঝেছো ।

নির্দেশক — ওরে বাবা । নীতিজ্ঞানের কথা বলছেন নাকি ।

সম্পাদক — আমাদের প্রয়োজন পারস্পরিক সমঝোতা, সহমর্মিতা ।

নির্দেশক — এতো আমার কথাই রিপিট কল্লেন ।

সম্পাদক — যার যা ভাল তাকে গ্রহণে আপত্তি কি ?

নির্দেশক — হ্যাঁ ! খাঁটি কথা বলেছেন এতক্ষণে । কেবল পরের দোষ খুঁজতে গিয়েই বোধহয় আমাদের এত অশান্তি । অথচ নিজের দোষটা বুঝতে চাই না ।

নাট্যকার — [আলোকিত হয়] কিন্তু তাই বলে যেটা দোষের সেটা চাপা দেওয়াও অন্যায় ।

সম্পাদক — অর্থাৎ !

নাট্যকার — অর্থাৎ দোষ হাতড়াতে হাতড়াতেই পুরাণ পেরিয়ে ইতিহাস গড়িয়ে আমরা প্রজাতান্ত্রিক পর্বে পৌঁছে গেছি । এই পর্বের শাসকদের মধ্যেও ধোয়া তুলসী পাতার বড়ই অভাব সম্পাদকবাবু ।

সম্পাদক — কিন্তু এটাতো স্বীকার কত্তে হবে একালে প্রজারাই রাজা বনছে, শাসক বানাচ্ছে । শাসনে অংশ নিচ্ছে ।

নির্দেশক — নিচ্ছে বটে । কিন্তু সেও কোন বিশেষ ক্ষমতা জোরেই ।

সম্পাদক — কি যে বলো ? একালে চাই জনদরদ । এমন দরদ যে জনতার চোখে জল দেখলেই নেতারাও চোখের জল এসে যাবে ।

নাট্যকার — আর জাতির জোর বা ধর্মের জোর ? দলাদলির বা রিগিংয়ের জোর, টাকার জোর ? অথবা ভাষণের মাধ্যমে জনগণকে লেজে খেলানোর জোরের দরকার হয়না বুঝি নেতা বনতে ?

সম্পাদক — আপনি তো সাংঘাতিক কথা বলছেন মশায় । আপনার পার্টি পরিচয়টা কি জানতে পারি ?

নাট্যকার — এ পার্টি অথবা সে পার্টি, হয় এ দল বা ঐদল অথবা অন্য কোন

দল । [হেসে] তারপর দলীয় স্বার্থে কোন্দলের কথাও আবার আমাকে দিয়ে বলাতে চাইছেন ?

সম্পাদক — কি বলছেন ?

নাট্যকার — বলছি পার্টি কাম্‌স ফ্রম পার্ট, নট অ্যাজ এ হোল । এমনকি সাইন বোর্ড সর্বস্ব পার্টি স্বঘোষিত বিচ্ছিন্ন বা নৈবনৈব চ কোন আর্দশজনীত পার্টি এবং সেজন্যই কি এত ঠোকাঠুকিও হচ্ছেনা বলুন ?

সম্পাদক — হোক । তবু অস্তিত্বের জন্য আপনাকে কোন না কোন পার্টিতে ভর কত্তেই হবে ।

নাট্যকার — যেমন আপনি করেছেন । তা দেশের জন্যে আপনি কি হোলটাইম পার্টি সেবায়েৎ না পার্ট টাইম সেবায়েৎ ?

সম্পাদক — হোলটাইমার হয়ে যাবো । আপাততঃ পার্ট টাইম আছি । .... কিন্তু দেখবেন আপনি এসব কথা নাটকে ঢুকিয়ে দেবেন না যেন ।

নির্দেশক — [হেসে] ধরা পড়ে যাবেন বুঝি ?

নাট্যকার — তবে সাপের মত খোলস বদলে দল পাল্টে ফেলবেন তখন ।

সম্পাদক — আপনার দলীয় কোন পরিচয় না থাকলে সুবিধাবাদী বলবে মশাই আপনাকেই ।.

নাট্যকার — অর্থাৎ আমি ছাড়া বুঝি । সুবিধাবাদীর খুব অভাব পড়েছে সম্পাদক মশায় ? [হেসে] এ দলের কাছে যা ভাল সে দলের কাছে তা খারাপ । আসলে ভালকেও ভাল না বলা । দলবাজীর জন্যে এটা কি এক ধরণের সুবিধাবাদ নয় ?

সম্পাদক — তবুও আপনার পরিচয়ের প্রয়োজন আছে । আর্দশবোধের প্রয়োজন ।

নাট্যকার — আমি এদেশবাসী এবং সর্বোপরি মানুষ । জাতীয় স্বার্থে এটাই আমার বড় পরিচয় ।

সম্পাদক — এ তো ভাল কথাই বলেছেন; যদিও সব বোঝা গেল না ।

নাট্যকার — বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে । অঞ্চলিকতার শয়তানী বা ক্ষমতালোভীর ধন্দাবাজী না থাকলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না।

সম্পাদক — কি রকম ?

নাট্যকার — রকম বুঝতে গেলে শাসনের চিত্র এবং চরিত্র বুঝতে হবে ।

নির্দেশক — আমি বলছিলাম এ বাকবিতন্ডা রেখে আমাদের বাকী কাজটা শেষ করে ফেলা উচিত ।

নাট্যকার — কিন্তু ইমপরটেন্ট কথগুলোও বলা উচিত ।

সম্পাদক — কিন্তু এমন ইম্পরটেন্ট কিছু বলবে না সেন্সর কত্তে হবে আবার ।

নাট্যকার — অর্থাৎ কোন দলের অসুবিধে হতে পারে এমন কিছু বলা উচিত নয় । তাতে দেশীয় মঙ্গল থাক বা যাক ।

সম্পাদক — কি বলতে চান আপনি ?

নাট্যকার — বলতে চাই দেশের শাসনব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক অসাম্য দুর করতে পারেনি আজো ।

সমপাদক — চেষ্টা চলছে ।

নাট্যকার — আসল চেষ্টা গদীতে বসার বলুন ।

সম্পাদক — ঐ গদীতে বসার কথাটা উইথড্র করুন তো মশাই ।

নির্দেশক — বাক্‌স্বাধীনতার কথাটা আপনিও ভুলে যাবেন না ।

সম্পাদক — কিন্তু এসব আপত্তিজনক কথা ।

নাট্যকার — তার চাইতে আরো আপত্তিজনক — সত্য কথাগুলো বলতে না দেওয়া । কেন আজো দেশের সমস্ত অঞ্চল সমভাবে উন্নত হচ্ছেনা ? কেন উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বলা হচ্ছে অনুন্নত ? উন্নতি না হলে বিক্ষোভ হবে না ? কারা, কারা এই অনুন্নতির জন্যে দায়ী ?

সম্পাদক — উন্নতির জন্যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ।

নাট্যকার — কিন্তু তার আগেই যে অনুন্নতির ছিদ্রপথে আঞ্চলিকতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে । সাহায্যের নামে সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত বিচ্ছিন্নতার থাবা মেলছে । এই সুযোগে দেশ জুড়ে উগ্রজাতিয়তাবাদ মাথা ছাড়া দিয়ে বিপদের পথে ঠেলে দিচ্ছে ?

নির্দেশক — অথচ যে যার শাসন কায়েম রাখতে বদ্ধ পরিকর । দোষাদোষী, দলাদলিতে,ক্ষমতার লোভে গোপন আঁতাতের গাঁটছড়া বাঁধতে যখন শাসক দলেরা ব্যস্ত তখন দেশটা কোথায় চলে যাচ্ছে ? অসহায় জনগণ ভেড়ার পালের মত কোন বিপদের মুখে ছুটে চলছে দেখুন ।

[মঞ্চ অন্ধকার হয় । গন্তব্যস্থলে গাছগাছালির জঙ্গল দৃশ্য রচিত

হতে পারে। কালো গাউন পরা সাম্রাজ্যবাদের চর কিছু এতদ্দেশীয় বিদ্রোহী জনতাকে নিয়ে নান দেশদ্রোহিতার ইন্ধন জোগাচ্ছে। অংশটি সিল্যুটে অভিনীত হতে পারে। এই শিল্পীদের প্রস্থান ও নতুন শিল্পীদের প্রবেশ হবে।]

সাম্রাজ্যবাদী শিল্পী--- রামতো তন্নুম। রদেমাগো তন্নউ বোরক।

[সামনের মঞ্চে সম্পাদক ও পেছনে নির্দেশক ও নাট্যকারের প্রবেশ পশ্চাৎ মঞ্চের শিল্পীরা মাইম অভিনয় চালিয়ে যায়।]

নির্দেশক ---- ও মশায়, আপনি কেন ঢুকছেন ঐ সাম্রাজ্যবাদী শলা পরামর্শে ?

সম্পাদক --- কি বলাবলি করেছে ? ভাষা বুঝতে হবে না ?

নাট্যকার --- বটে, ভাষার ব্যাপারটা তো বলা হয়নি। ভাষা না বুঝলেই বিপদ এবং বোঝাপড়া কত্তে গিয়ে বাড়াবাড়িতেও কোন্দল।

নির্দেশক --- তারপর ভাষাকেন্দ্রীক আঞ্চলিকতার সৃষ্টি। দাঙ্গাবাজী। সংহতি বিপন্নের যা আর এক কারণ।

নাট্যকার --- অথচ ভাষাভিত্তিক ভারতীয় রাজ্য বিভাগ। যা অবৈজ্ঞানিক ও বিবাদের কিছু কারণ।

সম্পাদক --- বিজ্ঞান বুঝলাম। কিন্তু ওদের কথাও তো বোঝা দরকার।

নির্দেশক ---- দরকার। যেমন রামতো তন্নুম। এটাকে কে উল্টি ভাষা বলতে পারেন। সাম্রাজ্যবাদীর সিক্রেট ভাষা।

নাট্যকার -- দেশব্যাপীতো নানান উল্টোপাল্টা ব্যাপার চলছে। আপনি কথাগুলো উল্টে নিন। দেখবেন জলবৎ তরলং।

সম্পাদক --- মানে ?

নির্দেশক --- মানে .... রামতো হলো --- তোমরা। অর্থাৎ ভাষাভঙ্গীতে তাদের সিক্রেসী ম্যানটেন কচ্ছে। উল্টে বলছে।

নাট্যকার ---- বলছে, তোমরা অনুন্নত। তোমাদের উন্নতি করবো। বাকী সব আপনার বক বকানির জন্য ঠিক শুনতে পাইনি। বোধ হয় বলছিল — কেন আজো তোমাদের রাজ্যে রেলের উন্নতি হচ্ছে না ? শিল্প কারখানা হচ্ছে না ? কেন ভারতের সব অঙ্গরাজ্য সমান উন্নত হচ্ছেনা ?

সম্পাদক --- ওরে বাব্বা ! এ যে পেট্রিয়টিজমে ফুলে উঠছে।

নাট্যকার --- বিশ্বব্যাপী যাদের কালো হাতের ছোবল — তারা জানে যস্মিন দেশে যদাচার। নইলে পাবলিককে কাবু করা যাবে না।

সম্পাদক — তবে তা বলতে সহজবোধ্য হওয়া উচিত ।

নাট্যকার — উচিত । ওহে শিল্পীরা একটু সহজবোধ্য কত্তে চেষ্টা করতো ।

নির্দেশক — যেখানে অসুবিধে হবে বরং পাপেট স্টাইলে চালিয়ে যাও ।

[নাটাকার, নির্দেশক সম্পাদকের প্রস্থান । এই আলো নিভে যায়]

সাম্রাজ্যবাদী শিল্পী— হ্যাঁ, প্রয়োজনে ধর্মের দীক্ষাও নিতে হবে । অর্থাৎ ডেভেলাপমেন্ট ও লিবারেশনের জন্যে যখন যা প্রয়োজন । কালচার, এডুকেশন, এভ্রিথিং এন্ড ফর দ্যাট উই আর অ্যালওয়েজ অ্যাট ইউর সার্ভিস । ফার্স্ট মানি মেটার । এই নাও টাকা । খাও পিও, জিও [হাসে এবং দেদার হাতে সকলকে টাকা দেবার অভিনয় ।] ভিক্ষুকের মতন তারা যেন টাকা নিচ্ছে ।

কোরাস — হ্যাঁ, আমরা কথা শুনে চলবো । [শিশুর মত আহ্লাদী কণ্ঠে বলে]

সাম্রাজ্যবাদী শিল্পী— যেমন বলছি ?

কোরাস — বলবো ।

সাম্রাজ্যবাদী শিল্প — যেমন শেখাচ্ছি ?

কোরাস — শিখবো ।

সাম্রাজ্যবাদী শিল্পী— যেমন নাচাচ্ছি ?

কোরাস — নাচবো ?

[সাম্রাজ্যবাদী পুতুলের মত তাদের নাচায় । উগ্রতাও প্রকাশ পায় । তারপরের ইঙ্গিতে সারিবদ্ধ হয়ে সৈনিকের ট্রেনিং নেয় পুতুল নাচের মত । হাতিয়ার গ্রহণ করে । সাম্রাজ্যবাদী হাত নেড়ে নানা কথা বোঝায় । তালিম দেয় । হাতিয়ার নিয়ে গেরিলা আক্রমণের ট্রেনিং দেয় । নেপথ্যে উগ্র আবাহ শব্দ সঙ্গীত ।]

সাম্রাজ্যবাদী শিল্পী— এই গেরিলা শিক্ষায় আমরা কাকে ফলো কচ্ছি ?

কোরাস — বাঁদর ।

সাম্রাজ্যবাদী শিল্পী— ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কার মত ?

কোরাস — বাঘের মত ।

সাম্রাজ্যবাদী শিল্পী— অ্যান্ড দেন মনমে ক্যায়া বোল হোনা চাহিয়ে ?

কোরাস — কিক্ আউট ইন্ডিয়ান ডগস ।

[একটি গাড়ীর শব্দও সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ ও গুলির শব্দ শোনা যেতে পারে । ছুটে সম্পাদকের প্রবেশ]

সম্পাদক — ওরে বাবা । [নির্দেশকের প্রবেশ]

নির্দেশক — কি ব্যাপার ?

সম্পাদক — সামলাও সামলাও । পরে না এদের কেউ আবার কাশ্মীর, পাঞ্জাব বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কোন উগ্রপন্থী দলে ভিড়ে যায় ? .... যাও হে তোমাদের প্রস্থান ।

[লাইট অফ । শিল্পীদের প্রস্থান । নাটাকারের প্রবেশ]

নাট্যকার — কিন্তু দেশজুড়ে যে উগ্র সন্ত্রাসবাদীরা ছড়িয়ে আছে ? জনজীবন বিপর্যস্ত কচ্ছে ? দেশটাকে টুকরো কত্তে চাইছে ? তাদের প্রস্থান হচ্ছে কোথায় ?

সম্পাদক — সে কি আমার দোষ মশাই ? আমার ক্ষমতা থাকলে দেখাতাম ।

নির্দেশক — কি করতেন ?

সম্পাদক — বুলেটের মুখে বুঝিয়ে দিতাম । বুলেটই আসল দাওয়াই ।

নির্দেশক — অর্থাৎ আবার প্রলয় নাচ ?

নাট্যকার — শিবের বদলে সেনাবাহিনী । তারপর সতীদেহ ছিন্নভিন্নের মত বুলেটে বুলেটে দেশটাও টুকরো টুকরো হয়ে যাক ।

সম্পাদক — দেশটাতো আর সতীর মত মরে যায়নি ।

নাট্যকার — তবু এই কি সমস্যা সমাধানের পথ ?

সম্পাদক — না .... মানে .... রাজনৈতিকভাবেই আসলে চেষ্টা কত্তে হবে ।

নির্দেশক — কিন্তু কার এ দায়িত্ব ?

সম্পাদক — দেশবাসীর ।

নাট্যকার — প্রধানতঃ রাজনৈতিক দলের ও শাসকগোষ্ঠীর ।

নির্দেশক — অথচ সংহতির জন্যে রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন পুরাণের রাজারা । অহিংসার বাণী প্রচার করে ইতিহাসের রাজা রাজর্ষি হয়েছেন ।

সম্পাদক — সর্বধর্ম সমন্বয়ে উদ্যোগকে ইতিহাস স্বাগত জানিয়েছে । মহামতি খেতাব দিয়েছে সম্রাটকে ।

নির্দেশক — আপামর প্রজা কল্যাণ এবং নিরপেক্ষভাবে প্রাদেশিক উন্নতির ইতিহাস জাতীয় সম্রাট উপাধি এদেশের শাসককে ।

নাট্যাকার — তবু ভারতের সংহতি চিন্তা তখনো ছিল দূর অস্ত ।

সম্পাদক — দেখুন এমন কথা বলবেন না যেন আমাকে আবার বলতে হয় সেন্সর করবো কিন্তু ।

নাট্যকার — তবু বলতে হয় ভারতীয় জীবন নাট্যে স্বার্থবাজদের কাছে কালে

কালে জাতির চেয়ে বড় হয়েছে জাত । দেশের চেয়ে বড় হয়েছে প্রদেশ আর মানব ধর্মের চেয়ে বড় হয়েছে সাম্প্রদায়িক ধর্ম ।

নির্দেশক — তবু দেশীয় সংকটে, বহির শত্রুর আক্রমণে হিন্দু, মুসলিম কি শিখ শাসকেরা ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত হয়েছে । শত্রুর মোকাবেলা করেছে ।

নাট্যকার — তারা শাসক । রাজা বাদশা বা সামন্ত প্রভু । ক্ষমতার স্বার্থে মিলিত হয়েছে । জনস্বার্থে নয় ।

নির্দেশক — কিন্তু বৃটিশ পিরিয়ডে ?

নাট্যকার — হ্যাঁ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন যখন বিপর্যস্ত সেই চরম মুহূর্তেই ভারতীয় জীবনে জন্ম নিয়েছে 'নেশন' সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অনিচ্ছাকৃত দান — জাতীয় ঐক্যবোধ ।

সম্পাদক — মনে হচ্ছে এতক্ষণে আমিও যেন তোমার সঙ্গে একমত হয়ে যাচ্ছি নাট্যকার ।

নাট্যকার — কিন্তু জনজীবন নিয়ে যে জালিয়াতি সে বিষয়েও একমত হবেন তো ? অর্থাৎ দেশের চেয়ে দলবাজীর স্বার্থ বেশী যদি বলি ?

নির্দেশক — তবে এটাও স্বীকার কত্তে হবে জনকল্যাণের জন্যে এদেশে যত মত তত পথও কিন্তু খোলা ।

সম্পাদক — বলতে পারি — এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি — যেখানে শাসনতন্ত্র এত উদার ।

নাট্যকার — এবং সেই তন্ত্রসাধনে মারণে উচাটনেও ব্যাঙের ছাতার মত দলও গাজাতে পাচ্ছে ।

নাট্যকার — আবার দলত্যাগও কত্তে পাচ্ছে ।

নাট্যকার — জনমনকে ধোঁকা দিচ্ছে । ক্ষমতার স্বার্থে জনসেবার চেয়ে রেশুম জনসভার কম্পিটিশনও চালিয়ে যাচ্ছে ।

সম্পাদক -- অর্থাৎ মুখে মারতিং দেশকল্যাণম্ — বলতে চাও ?

নির্দেশক — আসলে শাসনের চেয়ে ভোট যুদ্ধে আসন দখলই বড় কিনা ।

নাট্যকার — অর্থাৎ গদী জুয়াখেলায় জিততে পলিটিকস্ ইজ আ্যাজ ইউথিংক্। মাইনরিটি ফলস । ম্যাজরিটি স্ট্যান্ডস্ । সুতরাং ... সাম দান দন্ড বা ভেদনীতি যে কোন ন্যাক্কার চালেই হোক — গদী চাই গদী । তবে হ্যাঁ সুবিধাবাদীদের এসব ছলাকলা স্বার্থসিদ্ধি ততদিনই চলবে যতদিন না দেশের মানুষ নিজেদের গণতান্ত্রিক

অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারছে। মানুষকে চিরদিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না।

সম্পাদক — ওরে বাবা, তুমি যে একেবারে দুঃশাসনের বুক চিরে ফেলছো হে। ভয় ডর নেই বুঝি!

নাট্যকার — জাতীয় সংকটের কথা বলতে কিসের ভয়? কাকে ভয়? এ কি মিথ্যা যে গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা দলবাজী, আঞ্চলিকতা আর নিরপেক্ষ প্রাদেশিক উন্নতির অভাবেই দেশের নাভিশ্বাস উঠেছে?

নির্দেশক — পুঁজিবাদ আর উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদও টুঁটি চিপে ধরেছে।

নাট্যকার — সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী মদত। সোনায় সোহাগা।

নির্দেশক — তারপর রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীর সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার অভাব।

নাট্যকার — আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিস্পেষণ। এই দুর্দশার জন্যে দেশের ভেতরে বাইরে যারা দায়ী — সোচ্চার কণ্ঠে বলে যাবো — জনকণ্ঠে উচ্চারিত হোক সে সব কথা — কেন আমরা বিপন্ন।

সম্পাদক — কিন্তু দলাদলি ভুলে জাতীয় স্বার্থে কি দলগুলো কোনদিন ঐক্যবদ্ধ হয়নি?

নাট্যকার — [সোচ্চার] কথা কও হে অতীত — জাতীয় সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা জানতে চাই —

সম্পাদক ও নির্দেশক— জানতে চাই —

নাট্যকার — বিস্মৃতির অন্ধকার গুহাতল ভেদ করে উচ্চারিত হোক —

সম্পাদক ও নির্দেশক— দেশীয় স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে, আমরা দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি।

[আলো নিভে যায় — 'আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি' — কয়েকবার উচ্চারিত হতে থাকে। পেছন মঞ্চে চার জননেতা প্রতিনিধি দাঁড়ায়। আলোর টুকরো তাদেব মুখে অথবা সিল্যুটেও দৃশ্য চলতে পারে। নাট্যকার, সম্পাদক ও নির্দেশকের প্রস্থান।]

জনপ্রতিনিধি (১)— ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ। বৃটিশ ভারত। স্বাধীনতা আন্দোলন।

জনপ্রতিনিধি (২)— কম্যুনিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার।

জনপ্রতিনিধি (৩)— মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

জনপ্রতিনিধি (৪)— কংগ্রেসের সমর্থন।

কোরাস — সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন।

জনপ্রতিনিধি (১)— ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ —

জনপ্রতিনিধি (২)— লক্ষ্ণৌ অধিবেশন

জনপ্রতিনিধি (৩)— কংগ্রেস

জনপ্রতিনিধি (৪)— কম্যুনিষ্ট

জনপ্রতিনিধি (১)— মুসলিম লীগ

জনপ্রতিনিধি (২)— সর্বদলীয় সমর্থন

কোরাস — সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই।

জনপ্রতিনিধি (১)— ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ —

জনপ্রতিনিধি (২)— কংগ্রেস

জনপ্রতিনিধি (৩)— কম্যুনিষ্ট

জনপ্রতিনিধি (৪)— কিষানসভা

কোরাস — সার্বিক প্রচারাভিযান।

জনপ্রতিনিধি (১)— ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ —

জনপ্রতিনিধি (২)— কংগ্রেস

জনপ্রতিনিধি (৩)— কম্যুনিষ্ট

জনপ্রতিনিধি (৪)— মুসলীম লীগ

কোরাস — মুক্তি সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের প্রতিবাদে সার্বিক সভা ও শোভাযাত্রা।

জনপ্রতিনিধি (১)— ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ —

জনপ্রতিনিধি (২)— নৌ বিদ্রোহ

জনপ্রতিনিধি (৩)— তিন পতাকার ব্যবহার।

জনপ্রতিনিধি (৪)— কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট ও মুসলীম লীগের।

কোরাস — সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিক্ষোভ ও লড়াই।

[আলো নেভে। জনপ্রতিনিধিদের প্রস্থান। নাট্যকার, নির্দেশক ও সম্পাদকের প্রবেশ। আলো জ্বলে আবার।]

সম্পাদক — শুনছ নাট্যকার, ইতিহাসের প্রতিধ্বনি ? জাতীয় স্বার্থে একাত্মা ভারত প্রাণ।

নির্দেশক — আমাদের মহান নেতারা অতীতের মত বর্তমানেও কিন্তু ঐক্যচিন্তার পরিচয় বহন কচ্ছেন।

নাট্যকার — অর্থাৎ ?

নির্দেশক — অর্থাৎ ভোট যদ্ধে কোন রকমে জিতে গেলে আর পাঁচবছরী

গনেশ বাবাজী না ওন্টালেই ব্যাচ — লাইফ লং পেন্সন ভোগ।
[সকলে হাসে]

নাট্যকার — বটে। এ ব্যাপারে কোন বিরোধী পক্ষ নেই। বাক্‌বিতন্ডা নেই। কারণ এখন রাজনীতি ই যেন বেষ্ট প্রফেশান অফ হিউম্যান লাইফ।

নির্দেশক — আর চেয়ার টেবিল বা মাইক স্ট্যান্ড ছোঁড়াছুড়িরও বালাই নেই লাইফ লং ফুল পেন্সনের জন্য আর নো চিন্তা। একে দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবোধ বলবো না ?

সম্পাদক — এই দ্যাখ, বাছারা, সত্যি যদি অপ্রিয় হয়, সুড্‌নট স্পীক। জাতীয় স্বার্থে নেতাদের উৎসর্গীত প্রাণ। তাই নেতাদের এইটুকু অর্থনৈতিক চিন্তার দায়ও জনগণের। ওটা ওপেন সিক্রেট।

নাট্যকার — এবং উইথ দ্যাট রেফারেন্স, গণতন্ত্রের বিরোধী ভূমিকার অস্তিত্ব স্বীকার করেও বোধ হয় বলা যায় — যে ওহে জনগণমন রাজনৈতিক এবং ক্ষমতালোভী দলেরা জাতীয় সংকট বলে যদি কিছু মনে হয় — জনগণের বিনীত নিবেদন — কোন্দল ভুলে সংকটের বিরুদ্ধে আগে ঐক্যমত হোন।

নির্দেশক — নাট্যকার, যদি কথা ওঠে জ্ঞান দিচ্ছে ?

নাট্যকার — আমাদের নেতাদের কাছ থেকে যত জ্ঞান পেয়েছি এতকাল সেই জ্ঞানাগ্নিতে সংকীর্ণ স্বার্থ ভেদাভেদ আহুতি দিতে দিতে একটি সত্যই প্রতিভাত হচ্ছে — জনগণই যখন ক্ষমতার উৎস, জনকন্ঠ কেন বলতে পার্বো না, আগে দেশের স্বার্থ তারপর দলের স্বার্থ। দেশ বাঁচলে দল। সুতরাং জাতীয় স্বার্থে চাই জাতিধর্ম নির্বিশেষে মহামিলন। ঐতিহাসিক নজির আমাদের হুঁসিয়ারি দিচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হও। নয়তো রাজদন্ড যতখন্ড হয় তত তার দুর্বলতা তত তার ক্ষয়।

সম্পাদক — (আবেগে) নাট্যকার।

নাট্যকার — উই অপোজ অল দা ইনিমিক্যাল এলিম্যান্টস এগেইনষ্ট ইন্ডিয়া।

সম্পাদক — বেশ বলেছ। এই জাতীয় কর্মসূচীর শপথেই তবে অনুপ্রাণিত হোক ভারতীয় জীবন।

নির্দেশক — হে যুগ চরিত্ররা, তোমরাও মূর্ত হয়ে ওঠো এবার। নন্দিত হোক ভারত প্রাণ।

নাট্যকার — ওয়েট এবীট। এখানে আমাদের নটে গাছটি মুড়োবার কথা। কিন্তু নাট্য মুহূর্তের শেষ বিন্দুতে পৌঁছুতে হঠাৎ রাজধানীর সফদরজং রোডের চত্বরে গর্জন করে উঠল মহাকাল। বুলেটের ঘায়ে ফরমান জারী করল আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মহাপ্রয়াণের — এক রাষ্ট্র প্রধানের।

নির্দেশক — আর এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। খুনের রাজনীতি সন্ত্রাসের রাজনীতি যা শুধু ভারতেই নয়। প্রায় বিশ্বব্যাপী। [হঠাৎ মঞ্চ অন্ধকার হয়। নাট্যকার, নিদের্শক, সম্পাদকের প্রস্থান। প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে বুলেটের শব্দ গমগমিয়ে ওঠে। রক্তিম আলোর দাপাদাপিতে দেখা যায় ভারতীয় জনজীবন বিপর্যস্ত, উত্তাল মারদাঙ্গা মুখর। আক্রমণ আর্তনাদ। এ অবস্থায় নেতার অভিব্যক্তিতে নাট্যকার, নিদের্শক প্রবেশ করে জনজীবনকে আশ্বস্ত কত্তে চাইছে। অবস্থা ভেদে তাদের বক্তব্য কখনো মাইমে সোচ্চার ঢংয়ে শোনা যাবে। অবিন্যস্ত জনজীবন ধীরে শান্ত হবে।]

নাট্যকার — বন্ধুগণ —

নির্দেশক — ... অবস্থা বড়ই বেসামাল।.

নাট্যকার — সামাল দেবার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

নির্দেশক — কিন্তু কি করা যায় ?

নাট্যকার — সর্বদলীয় চেষ্টায় এই বিপর্যস্ত জনজীবনে শান্ত কত্তে হবে। আসুন আমরা এগিয়ে যাই।

নির্দেশক — [জনতার উদ্দেশ্য] বন্ধুগণ, স্বদেশবাসীগণ।

নাট্যকার — হে শান্তিপ্রিয় ভাবতবাসী, আপনারা শান্ত হউন।

কোরাস — আঃ। আঃ। বাঁচাও ....

নির্দেশক — আমরা কোন বিধ্বংসী চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়ছি। সন্ত্রাসবাদের উস্কানিতে হয়তো সাম্রাজ্যবাদী চক্রে কোন ভয়াবহ যড়যন্ত্র।

কোরাস — হেই। মারো, বাঁচাও।

কোরাস — বাঁচাও ! [বাঁচা মরার আর্তনাদ জনতার]

নাট্যকার — বন্ধুগণ, ভারতীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জঘন্য প্রচেষ্টা চলছে। হিংসার দাবানল ছড়িয়ে আমাদের বিশাল ভারতীয় শক্তিকে দুর্বল কত্তে চাইছে বিভেদকামী শক্তি। এই মারদাঙ্গা রক্তারক্তি করে সংহতি নাশ কত্তে চাইছে দুষ্ট শক্তি। দেশকে ছিনভিন্ন

		করার, দুর্বল করার এসব দানবীয় কৌশল !... আপনারা শান্ত হোন ....
কোরাস	—	হেই .... আঃ [জনতার গুঞ্জন]
শিল্পী (১)	—	এ্যাই শোন, শোন — ঠিক কথাই তো বলছে ।
নির্দেশক	—	স্বার্থপর বিভেদকামী শক্তি এতে আরো মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে । বন্ধুগণ !
নাট্যকার	—	আমাদের ভারতীয় জীবনে এ সবই দুর্যোগের ইঙ্গিত । প্রলয়ের পূর্বাভাস ।
নির্দেশক	—	এ ভয়াবহতার মোকাবেলায় মারদাঙ্গা নয় । জাতি ধর্মের বিদ্বেষ নয় । চাই আমাদের ভায়ে ভায়ে শান্তি সম্প্রীতি । [জনগুঞ্জন ভেদ করে শিল্পীদের কথা]
শিল্পী (২)	—	সাচ্চা বাত হ্যায়, মারদাঙ্গামে হমারা ক্যা ফায়দা হ্যায় ভাই ।
শিল্পী (৩)	—	এসব দুষ্ট লোকের কাজ ।
শিল্পী (৪)	—	কিছু দুষ্টের জন্যেই এই অশান্তি । (গুঞ্জন বাড়ে)
নাট্যকার	—	হে প্রিয় দেশবাসীরা, শুধু দেশজুড়ে গৃহযুদ্ধই নয় । আন্তর্জাতিক ভারতকে হেয় করবার নানা ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে । ভারতীয় নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দাবিয়ে রাখতে, বীভৎস প্রয়াস চালাচ্ছে ঐ বিধ্বংসী বিদেশী শক্তি ।
শিল্পী(১)	—	দেশজুড়ে লংকা কান্ড, আর তিনি বিদেশের কথা বলছেন ।
শিল্পী (২)	—	কারণ তোমার ঘরের কোনায় যা ঘটছে বিশ্বের কোথাও না কোথাও তার গাটছড়া বাঁধা আছে — তাই বলছেন ।
নির্দেশক	—	সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র ধারায় দেশজুড়ে অশান্তি আর উন্নয়ন ধ্বংসের উদ্যোগ চলছে বন্ধুগণ ।
শিল্পী(৩)	—	সব কথায় কেবল সাম্রাজ্যবাদী ধূয়া ।
শিল্পী (৪)	—	তোমার পুড়িয়ে ওঠে কেন ? দালালি কচ্ছ নাকি ?
শিল্পী (১)	—	অথচ ভাল মানুষের মত বেশতো আমাদের সঙ্গে ওঠা বসা কচ্ছো ।
শিল্পী(২)	—	সাবধান বলে দিচ্ছি । [জনগুঞ্জন বাড়ে]
নাট্যকার	—	বন্ধুগণ তৃতীয় বিশ্বের দেশজুড়ে বণিকের মানদন্ড অঘোষিত রাজদন্ড রূপে কার্যকর করার এ প্রলয় সংকেত । এই চরম

জাতীয় সংকটে আর হানাহানি নয় — বন্ধুগণ আসুন, নানান জাতিধর্মের চম্পা চামেলী যুঁই বেলীতে মালা গেঁথে শান্তি সম্প্রীতির সুবাস ছড়িয়ে দেই আমরা।

[সম্পাদকের প্রবেশ।]

সম্পাদক — হ্যাঁ। ঠিক বলেছ নাট্যকার।

কোরাস — ঠিক। ঠিক কথা।

নির্দেশক — গোটা বিশ্ব তাকিয়ে আছে। এ কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় কি করে উত্তীর্ণ হবে ভারতবাসী।

সম্পাদক — হ্যাঁ একদিন পরীক্ষায় নিশ্চয়ই আমরা উত্তীর্ণ হবো। ইতিহাস বলছে জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে আমরা বিভেদ ভুলেছি। মুক্তি সাধনায় মিলিত হয়েছি। আমাদের জাতীয় সংকটে, সংহতির প্রয়োজনে জাতিধর্ম এবং দলমত নির্বিশেষে ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ আমরা।

কোরাস — আমরা ভারতবাসী ভাই ভাই। [মিছিলের প্রস্তুতি]

সম্পাদক — জাতিধর্মের ভেদ ভুলে ভাই, আসমুদ্র হিমাচল ঐক্য চাই।

[কোরাস মিছিলের মত উপরোক্ত অংশ বলে প্রস্থান করে]

নির্দেশক - হ্যাঁ, ইতিহাসের সোচ্চার ঘোষণা বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংহতি রক্ষায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সম্পাদক — প্রতিজ্ঞার এই প্রত্যাশাও আমরা করবো — রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে জাতি, ধর্ম ক্ষমতালিপ্সু বা পুঁজিবাদী স্বার্থের সঙ্গে আর অশুভ আঁতাত নয়। দরিদ্র, নিপীড়িত জনজীবনের প্রত্যাশা, আর ধোঁকাবাজী নয়। এবার সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা আর প্রাদেশিক সংকীর্ণতারও অবসান হোক। আমরা চাই ....

কোরাস — [নাট্যকার, নির্দেশক, সম্পাদক] শান্তি, সাম্য, সম্প্রীতি, প্রগতি ও উন্নতি।

নাট্যকার — আমাদের সর্বদলীয় নেতাদের ঐক্যবদ্ধ আহ্বানে অনুপ্রাণিত জনজীবন। অভিনন্দিত হোক সব দেশপ্রাণ, ভারত প্রাণ। আসমুদ্র হিমাচল বইয়ে দাও মানবতার প্রেম কি ধারা।

[ভারতের বিভিন্ন জাতিধর্মের পোযাকের ইঙ্গিতে শিল্পীরা পরবর্ত্তী নাট্যক্রিয়ায় সকলই অংশ নেবে। গড়ে উঠবে ঐকতান]

গান — আমরা সবাই এদেশবাসী দেশকে ভালোবাসিরে –
জাত ধরমে বিভেদ ভুলে আয়রে মিলে বাঁচিরে।
জাত ধর্মের জারিজুরি নয় কিছুই তাঁর গড়া
এই কথাটি ভুলে মোরা কলুষ করি ধরা।
আমরা সবাই ভারতবাসী একই মায়ের শিশুরে।
ধনী গরীব গদীলোভী স্বার্থ ছাড়া নয়
দেশমানুষের ভালো কিছু ভালোবাসাই হয়।
এই কথাটি যাইরে ভুলে হিংসা হলাহলেরে।
রং বেরঙের যতই ওরে ফুটুকনারে ফুল
একই মায়ের বুকে তাদের বাঁধা আছে মূল
এই দেশেরই বুক বোয়েরে বহে যত ধারা —
মোহনাতে মিলে মিশে একাকার তারা।
মধুর মোদের মায়ের হাসি যেদিক ফিরে চাহিরে —
মিলে মিশে আয়রে সবাই মায়ের বুকে বাঁচিরে।

[সঙ্গীতের সুরে শিল্পীদের অভিব্যক্তিতে মঞ্চ - আলো সব কিছুর সমন্বয়ে আভাসিত হবে সংহতির মহামিলন। ধীরে যবনিকাপাত হবে।]

ময়না তদন্ত

ময়না তদন্ত

উৎসর্গ ঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণের বৈষম্যের বলি থেকে মুক্তি লাভেচ্ছু সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে —

নাট্যোল্লিখিত চরিত্রাবলী ঃ

উপস্থাপক, পরিচালক, মিউজিক, ডায়রেকটর, গায়েন। ধর্মরাজ নাটকে উল্লিখিত বিসর্জন নাটকের চরিত্রসমূহ ঃ গোবিন্দ মাণিক্য (রাজা), নক্ষত্র (ঐ ভ্রাতা), নয়ন রায় (সেনাপতি), রঘুপতি (পুরোহিত), জয়সিংহ (ঐ শিষ্য) কিছু সভাসদ ও প্রজাগণ — নেপাল, গনেশ, হারু, কানু, অক্রুর, গুণবতী (রাণী), অপর্ণা (গ্রাম্যবালিকা), এছাড়া অন্যান্য কোরাস শিল্পী।

প্রথম রজনীর শিল্পীবৃন্দ ও চরিত্রাবলী ঃ

সঞ্জয় কর ঃ উপস্থাপক/নন্দন ঘোষ ঃ পরিচালক /শুভ্রাংশু চক্রবর্তী ঃ মিউজিক ডায়রেক্টর ও জনতা/ শিবপ্রসাদ ধর ঃ গায়েন ও জনতা /সুধীন দাশগুপ্ত ঃ ধর্মরাজ /আশীষ মোদক ঃ গোবিন্দ মাণিক্য /দীপক বণিক ঃ নক্ষত্র/ অমূল্য বণিক ঃ রঘুপতি/ স্বপন চক্রবর্তী ঃ জয়সিংহ /দিলীপ পাল ঃ নয়ন রায় /মানিক দত্ত ঃ হারু-অক্রুর /রবি মজুমদার ঃ নেপাল - জনতা/ কমল দাস ঃ জনতা /সুবলসিং ঃ জনতা ও সভাসদ/ আশীষ বৈদ্য ঃ জনতা ও সভাসদ/ অমর সাহা ঃ জনতা ও বাদক/ ভারতী মৈত্র ঃ গুণবতী/ রীতা দাস ঃ অপর্ণা।

নেপথ্যের কলাকুশলীবৃন্দ

হরিপদ দাস ঃ আলো প্রক্ষেপণ/ সহকারী ঃ প্রদীপ দাস, দীপক দত্ত/ গোপাল রায় ঃ সঙ্গীত পরিচালনা /চিন্ময় রায় ঃ মঞ্চ ও রূপসজ্জা/ প্রযোজনায় ঃ শিক্ষা বিভাগ বিনোদন সংস্থা/ মঞ্চায়ন ঃ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, ১৯৯৩ইং (নাটক রচনা ১৯৯১-৯২ইং) ত্রিপুরা আন্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতায়।

[নাট্যারম্ভে নীচের গানের সুর বেজে উঠবে। পর্দা খুলতে থাকবে। মঞ্চে পোস্টারে লেখা থাকবে "প্রস্তাবনা"। আলো পোস্টারের ওপর। গায়েন ও কোরাসেরা গান গেয়ে প্রবেশ করবে। আলো ছড়িয়ে পড়বে।]

আমাদের নাটক করি শুরু এখন, ওগো নাট্যকার
তোমারে করি নমস্কার।
এখন যেই যা বলুক, মহান মুরুখ, থামবোনা তো আর --
সবারে করি নমস্কার।
হাজির হবে তোমার রঘুপতি বিসর্জনের পাতা ভেদি
ওগো নাট্যকার।
তাহার নাচন কুদন হিংসা মাতন করবো জেরায়বার --
তদন্তে করি একাকার ।।

[কোরাসেরাসহ সকলের প্রস্থান। মঞ্চ অন্ধকার হবে। পরবর্তী নাট্যমুহূর্তের জন্যে ব্ল্যাক ল্যাম্প জ্বলে উঠবে। বলির সময়ের বাদ্যধ্বনি শোনা যাবে দূরাগত। ক্রমে তা নিকটতর হবে। বাজনা কমবে, বলির সময়ের মন্ত্র শোনা যাবে। বাদ্য ও মন্ত্র যথাক্রমে বাড়বে ও কমবে। বলির মন্ত্র ও বাদ্যধ্বনির অংশ টেপরেকর্ডারে চলতে পারে। পেছন মঞ্চে একটি হাঁড়ি কাঠের আভাস থাকতে পারে। শোনা যায় মন্ত্র -- "ওঁ অস্ত্রায় ফট। ওঁ অগ্নি পশুরাসীৎ, তেনাষজন্ত, স এতাং ......" বাজনা বাড়বে। মন্ত্র অস্পষ্ট হবে। এবার বাজনার সঙ্গে মন্ত্র শোনা যাবে। "ও ছাগপশবে নমঃ। (ছাগ শিশুর আর্তনাদ শোনা যাবে ২/৩ বার) ওঁ রুধির বদনায়ৈ নমঃ। ওঁ চন্ডিকায়ৈ নমঃ।" বাজনা বাড়বে। একটু কমবে। উঁচুগ্রামে মন্ত্র শোনা যাবে। -- "ওঁ ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ। প্রণমাসি তত- শর্ব্বরূপিনং বলিরূপিণম্।। ওঁ চন্ডিকা প্রীতিদানের দাতুরাপদবিণাশনে।। চামুন্ডা বলিরূপায় বলে তুভ্যং নমো নমঃ।। ওঁ যজ্ঞার্থে পশব সৃষ্টাঃ ...." বাজনা বাড়বে। মন্ত্র ঢাকা পড়ে। আবার বাজনা নীচুগ্রামে ও উঁচুগ্রামে মন্ত্র শোনা যাবে। "ওঁ হিলি হিলি কিলি কিলি বহুরূপধরায়ৈ হুঁ হুঁ স্ফেঁ স্ফেঁ ইমং ছাগপশুং প্রদর্শয় স্বর্গং নিয়োজয় মুক্তিং প্রয়োজয় ওঁ হ্রীং হুঁ ফট স্বাহা।।" কয়েকবার ছাগশিশুর আর্তনাদ শোনা যাবে। বাদ্য বাড়বে। মঞ্চে খড়্গের উপস্থিতি হবে। বাদ্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ বলিমুখর খড়্গনৃত্য চলবে মঞ্চময়। বাদ্য বন্ধ হবে। খড়্গ স্থির হবে। মন্ত্র শোনা যাবে। "ঐং হ্রীং শ্রীং" তারপর আবার বাদ্য বাড়তে থাকবে, সঙ্গে মন্ত্র চলবে। খড়্গের নৃত্যও চলতে থাকবে। বলির শেষ মন্ত্র শোনা যাবে -- "ওঁ আং হ্রীং ফট" সঙ্গে ছাগশিশুর চরম আর্তনাদ। বাদ্যের উদ্যামতা ও খড়্গপতন। মুহূর্তে সব স্তব্ধ। মঞ্চ অন্ধকার হবে। হাঁড়িকাঠ ও খড়্গের প্রস্থান হবে। ভেসে আসবে উপস্থাপকের কণ্ঠ, এ সময়ে সে মঞ্চে আসবে অথবা নেপথ্য থেকে মঞ্চের অন্ধকার অবস্থায় সংলাপ শুরু করবে তা পরিচালকের নির্দেশমত হবে।]

উপস্থাপক — সুধি দর্শকমন্ডলী —

এতক্ষণ আমরা উপভোগ কচ্ছিলাম কোন বলির দৃশ্যাভাস। কারো কোন কামনা চরিতার্থ করতে কিভাবে বলি চড়ানো হয় -- তাই। হ্যাঁ, স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে অবশ্যই ছাগ, মহিষ এমন কি মানুষ বলিরও নজীরের অভাব নেই। জনান্তিকে বলে রাখছি — বলি যারা দেন, প্রথানুযায়ী পাপ নাকি তাদের ছুঁতেও পারে না। কিন্তু বলি যারা হয় ঐ মন্ত্রে তাদের জন্যে এ জাতীয় কথা বলা হয়েছে, -- যেমন - হে ছাগ, তোমার বলির মাধ্যমে আমার ভাগ্য তৈরী হবে।' বলি হবে তোমার কিন্তু ভাগ্য খুলবে আমার। এবং বলি মারফৎ স্বর্গে পৌঁছে যাবে তুমি। বাঃ! স্বর্গে যাবার কি সহজ উপায়। তাই শুনে মনে হচ্ছিলো আমারো — হায়! আমি যদি নিদেন পক্ষে পাঁঠা হয়ে জন্মাতাম, এবং কোথাও বলি হবার চান্স পেতাম -- কি সহজেই না স্বর্গে পৌঁছে যেতাম।

[এখানেই উপস্থাপকের প্রবেশ হবে কিনা পরিচালক ভাববেন।]

উপস্থাপক — ওহ! কি সব চিন্তার জট পাকাচ্ছে মাথায়। কিন্তু 'বলি' — বলি মানে তো হত্যা, খুন। সে যে কোনভাবেই হোক। যারই বলি হোক, হত্যা হোক। ছি! একি পাপ!

নেপথ্য থেকে রঘুপতির কণ্ঠ পাপপুণ্য তুমি কিবা জানো!

[মন্দিরের বড় ঘন্টা ধ্বনি শোনা যাবে]

উপস্থাপক — এ কার কণ্ঠস্বর? আমার এ পাপ পুণ্যের ভাবনায় কে ভর করেছে? কে তুমি? কি বলতে চাও?

রঘুপতির কণ্ঠ — পাপ পুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা আত্মপর। কে বলিল হত্যাকান্ড পাপ!

উপস্থাপক — একি কথা? হত্যা পাপ নয়?

[মঞ্চের কোন অংশে ধোঁয়ার কুন্ডলী ভেদ করে রঘুপতির কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে যেন।]

রঘুপতির কণ্ঠ — এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানো না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী চির আঁখি
মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?
হত্যায় রচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিবাদে চরণে দলিত শত কীট —
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।

উপস্থাপক — কার এ কন্ঠস্বর বুঝতে এখন আর আমার বাকী নেই। কিন্তু প্রভুজী, ভর করার মত শতবর্ষের স্তূপ ঠেলে উঠে আমাকে কেন ঘিরে ধরেছো। তোমার ঐ জয়সিংহের মত? কেন ভুতুড়ে হাওয়ায় ধাওয়া করেছ আলো হত্যার পেছনে?

রঘুপতির কণ্ঠ — .... চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপনে, ব্যাঘ্রের আক্রসে
মৃগসম, মুহূর্তে দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিনী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি —
বিশ্বের চৌদিকে বেয়ে চির রক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে। নিস্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর —

উপস্থাপক — ব্যাচ। খুব হয়েছে। এবার থামো। আমি তোমার জয়সিংহ নই। তোমার রঘুপতির প্রতীপ গিরি খুব ডের পাচ্ছি। কম ভোগান্তি দাওনি তুমি ঐ প্রেমিক রাজা গোবিন্দজীকে, অপর্ণা আর জয়সিংহকে । কি ধাপ্পাটাই না মেরেছ বেচারী রাণী গুণবতীকে দলে টানতে। রাজাকেই কেয়ার করনি, আর প্রজাদের কথা কি বলবো। ধর্মের নামে তো তাদের পুতুল বানিয়ে ছেড়েছ। তোমাকে বাগে আনতে আমাদের নাট্যকার কবিগুরুকেও কম বেগ পেতে হয়নি। সেই তুমি যখন বিনা প্ল্যাঞ্চেটেই ভাবনার রাজ্যে এই শতবর্ষ পরেও ধরা দিচ্ছ — তখন তোমাকে নিয়ে তদন্ত কমিশনের মতো একটা কিছু ফাঁদবো। হ্যাঁ।

[রঘুপতি দ্যোতক ধোঁয়ার কুন্ডলীজনিত আলো অন্তর্হিত হবে। প্রবেশ করবে পরিচালক। এখানে আলোর কথা পরিচালক ভাববেন।]

পরিচালক — কাটশট্। একটানা একজনে এত বক বক কচ্ছো। নাট্যরস ব্যাহত হচ্ছে। তাই কথায় আরো স্টাইলাইজেশান চাই। মড্যুলেশান চাই। আদার ওয়াইজ দর্শক বোর ফিল করবে না?

উপস্থাপক — অঃ। তবে কি করবো ডায়রেক্টর সাহেব?

পরিচালক — ডায়রেক্ট দর্শকের সঙ্গে কম্যুনিকেশন কর। বিষয়ের ভেতরে চলে যাও। [প্রস্থান]

উপস্থাপক — মাননীয় সজ্জনমন্ডলী, -- আমাদের প্রস্তাবনা প্রায় শেষ। ধর্ম এখানে হিংসা আর প্রেমের টানা পোড়নে। বলি মানে কি জীববলি? না রিপুবলি হওয়া উচিৎ? এই সংঘাতে প্রতাপী রাজপুরুত রঘুপতি আমাদের

নাটের গুরু। 'বিসর্জন'কে ভেদ করে তাঁর গুরুগিরি। পটভূমিকায় বিশ্বকবি আমাদের ত্রিপুরাকে তুলে ধরেছেন। কালজয়ী তাঁর ঐ নাটক শতবর্ষ পরেও আমাদের নাড়া দেয়। ভাবিয়ে তোলে। বিসর্জনের ঘাত-প্রতিঘাত-দ্বন্দ্ব-ষড়যন্ত্র আজও কত প্রাসঙ্গিক বাস্তব ও বিশ্বব্যাপী, তাই অনুধাবন কত্তে চেষ্টা করবো আমরা। [পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — ওহে উপস্থাপক –

উপস্থাপক — আবার কি আদেশ?

পরিচালক — আমাদের নাটকের এটা ফাইন্যাল রূপ নাও হতে পারে।

উপস্থাপক — হ্যাঁ হ্যাঁ। বলতে ভুলে গেছি। আমাদের নাটকটা কিন্তু এখনো ওয়ার্কশপে, মানে প্রস্তুতি পর্যায়ে। তদন্তের প্রয়োজনে নাটকটিকে কোথাও বা নেড়ে চেড়ে বা ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের সুবিধে মত পাণ্ডুলিপির নাট্যায়নের চেষ্টা করবো।

পরিচালক — একথাও বলে নাও, মাননীয় দর্শকদের কথাও আমরা মাথায় রাখবো। উপযুক্ত সমালোচনা সাদরে শুনবো আমরা নাটকের পরবর্তী শ্রীবৃদ্ধির জন্যে। [প্রস্থান]

উপস্থাপক — বটে বটে। দর্শকদের বাদ দিয়ে নাটকে আমরাই শেষ কথা হওয়া উচিত নয়। তাহলে একথাটা মনে রেখেই আমরা আবার এগুচ্ছি। মিউজিক স্টার্ট।

[মিউজিক স্টার্ট হয়। মিউজিক যাত্রাটিক্যাল। উপস্থাপক গমনোদ্যত। মিউজিক শুনে দর্শকদের উদ্দেশ্যে —]

ছিঃ ছিঃ কাণ্ডটা দেখেছেন? রবীন্দ্রানুসারী নাটকের একী মিউজিক? ওহে মিউজিক ডায়রক্টের। নাট্যারম্ভেই একি শুরু কল্লে?

[মিউজিক ডায়রেক্টরের প্রবেশ]

মিউজিক ডায়রেক্টর — কেন – কি হলো?

উপস্থাপক — কি হলো? বিসর্জনকে কেন্দ্র করে এটা বাঁদরামো হচ্ছে না কি?

[হো হো করে হেসে ওঠে মিঃ ডায়রেক্টর]

মিঃ ডায়রেক্টর — বাঃ বেশ বলেছো তো। বাঁদরামো। তা আমাদের রামচন্দ্রেরও তো লঙ্কার পথে কত সাগরেদ ছিল বাঁদর। তাঁকেও কি কিছু বাঁদরামো সইতে হয়নি রাবণকে শায়েস্তা কত্তে গিয়ে?

উপস্থাপক — তার মানে রাবণ আর রঘুপতি কি –

মিঃ ডায়রেক্টর— না, এক নয়। একজন রাজা, অন্যজন রাজপুরুত।

উপস্থাপক — তবে কি সমগোত্রীয় হলো দু'জন?

মিঃ ডায়রেক্টর— না হলেও কার চেয়ে কার প্রতাপ কম? আসলে বিসর্জনকে আমরা কিছুটা মহাকাব্যিক মর্যাদা দিতে চাই। অন্ততঃ ডায়রেক্টরের কথায় এটাই আমি আঁচ করেছি।

উপস্থাপক — বলো কি? মানে রামায়ণ, মহাভারতকে নিয়ে মধুকবি বা কবিগুরু .....

মিঃ ডায়রেক্টর— হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনের মত করে যেমন নেড়ে বুঝতে চেয়েছেন, বলতে চেয়েছেন, আমরাও সে কায়দায়ই কিছু বলতে চাই।

উপস্থাপক — কিন্তু তুমি যে কায়দা মেন্টেন কচ্ছো, তাতে তো কাঁদা চোঁড়াছুঁড়ি হয়ে যাবে হে!

মিঃ ডায়রেক্টর— কিছু হয়তো হবে। সে কাঁদা কখনো রঘুপতির চোখে মুখে, কখনো বা তাঁর মতো মার্কামারা রক্ষণশীল দাম্ভিক ও স্বার্থপর-ভন্ড-হিংসাশ্রয়ীদের চোখে মুখে লেপটেও যেতে পারে।

উপস্থাপক — তোমাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না বাপু!

মিঃ ডায়রেক্টর— কেন পারা যাবে না? কাঁদা মেখে চান কল্লেও অনেক সময় গায়ের ময়লা সাফ হয়ে যায়। এটাও একটা থিওরী।

উপস্থাপক — আমাদেরও সেই থিওরী মনে রাখতে হবে নাকি? বলে কি?

মিঢ ডায়রেক্টর— হ্যাঁ, তবেই অন্ততঃ আর কিছু না হোক, অতটা গোঁসা হবে না।

উপস্থাপক — তা, এই ধরনের মিউজিক কেন তুমি ভাবলে?

মিঃ ডায়রেক্টর— বিসর্জনের ব্যাপারটা বোদ্ধাদের জন্যে কেবল বন্দী না রেখে সকলের জন্যে মুক্ত করে দিতে চাই বলে।

উপস্থাপক — তার মানে? এই মুক্তধারা কাদের জন্যে?

মিঃ ডায়রেক্টর— আপামর জনগণের জন্যে।

উপস্থাপক — কিন্তু —

মিঃ ডায়রেক্টর— কোন কিন্তু নেই। একে "জাতীয় নাটকের" মর্যাদা দিয়ে জাতির, মানে মেজরিটি মানুষের উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা কচ্ছি। বলা যায় – এই জাতীয় মিউজিকেই কিছু জাতীয় আঙ্গিক রয়েছে।

উপস্থাপক — এই মিউজিকে মানে — ঐ যাত্রামার্কা বাজনায়?

মিঃ ডায়রেক্টর— আবার মার্কা দিচ্ছ কেন? মার্কা মারা কোন ভেদাভেদে না গিয়ে ভাবতো, শুরুতেই যে জাতীয় কনসার্ট বাজলেই ভেতরটা উথাল পাথাল করে ওঠে আসরে ভিড় জমাবার জন্যে —

উপস্থাপক — বটে। তাই ঐ জাতীয় মিউজিকে তুমি বিসর্জনকে একটু মেলে খুলে ধরতে চাও?

মিঃ ডায়রেক্টর— তাই। তবেই আশা করবো বিসর্জনের আসরে সাধারণের ভিড় বাড়বে। আর এই সুবাদে রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে রঘুপতি যেভাবে প্রজাদের ধাপ্পা মেরেছে -- ভবিষ্যতের ভন্ড রঘুপতিরা তাতে হোঁচট খাবে।

উপস্থাপক — কারণ?

মিঃ ডায়রেক্টর— জগণের মগজ অনেকটা খুলে যাবে। রঘুপতির যত কান্ড কীর্তি সব দেখে শুনে কিছু কি তারা ....

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার আরগুমেন্ট আপাততঃ আমরা মেনে নিচ্ছি, পছন্দ না হলে বলবো।

মিঃ ডায়রেক্টর— সিওর। ডায়রেক্টরের সে রাইট তো মানতেই হবে।

পরিচালক — সেটা মনে থাকলেই ভালো। তা ছাড়াও সহনশীলতা চাই। সমালোচনার কষ্টিপাথরেও নিজেকে যাচাই করে নিতে হয় — মনে রেখো। আপাততঃ ওকে বলতে দাও। এসো।

[উভয়ের প্রস্থান]

উপস্থাপক — [দর্শককে] গোড়াতেই বলেছিলাম আমাদের ওয়ার্কশপে নাটকটা তৈরী হচ্ছে। তাই অনেক কিছু মনে হতে পারে বুঝি বা খাপছাড়া। দেখা দেবে নাটক জুড়ে কত রকমারী কনফ্লিক্ট। যাক্ তাহলে আবার আমরা এগুচ্ছি — রাণী গুণবতী নিঃসন্তান। সন্তান কামনায় তিনি মায়ের মন্দিরে হাজির হচ্ছেন। স্টার্ট।

[উপস্থাপকের প্রস্থান। পোস্টারবাহীসহ গায়েন ও কোরাসের প্রবেশ। পোস্টারে লেখা — "বলির উস্কানি"।]

প্রথা ঘেরা ওই মন্দিরেরই পথ রাণীর মন টানে রে।
ওই কালী থানে মন মানস করে সন্তানেরই আশায় রে।।

ও সে রাণীর প্রেমের নিকাশ করে, বলি বলি বলি করে —
মা যে ওতে কতই প্রাণ হারাবে হারাবে এক লাগি রে —
রাণীরে তা কে বোঝায় রে।।

[পোস্টারবাহীর প্রস্থান। কোরাসেরা পশ্চাৎ মঞ্চে অবস্থান করে প্রয়োজনীয় সময়ে হিসিং সাউন্ডে সংলাপাংশ উচ্চারণ করবে। গুণবতী মন্দিরের সামনে এসে সংলাপ বলবে।]

গুণবতী — মার কাছে কী করেছি দোষ। ভিখারী যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে,
তারে দাও শিশু -- পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া অসহায় জীব! আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারাণী, শত শত
দাস-দাসী, সৈন্য প্রজা লয়ে বসে আছি
তপ্তবক্ষে শুধু এক শিশুব পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আর একটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব — এই বক্ষ, এই বাহু দু'টি
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকনিকার তরে। হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!
কুমার জননী মাতঃ কোন পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে?

[রঘুপতির প্রবেশ]

কোরাস — প্রভু! প্রভু-উ! [হিসিং]

গুণবতী — প্রভু
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছুতো করিনি দোষ। পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম — তবে, কোন্
দোষ দেখে আমাদের করিল মহামায়া
নিঃসন্তান শ্মশানচারিণী?

রঘুপতি — মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বলো! পাষাণতনয়া
ইচ্ছাময়ী, সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা, ধৈর্য
ধরো! এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

কোরাস — (হিসিং) - মা! মা!!

গুণবতী — এ বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানত, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশো মহিষ, তিনশত ছাগ।

[এমন সময় পরিচালক অপর্ণাকে নিয়ে মঞ্চের অন্যদিকে প্রবেশ করে গুণবতীর দিকে আঙ্গুল তুলে কি যেন ইঙ্গিতে বলে]

রঘুপতি — পূজার সময় হল [প্রস্থান]

[অপর্ণা গুণবতীর দিকে এগিয়ে, পরিচালকের প্রস্থান]

অপর্ণা — (গুণবতীকে) তুমি যদি একদিক দিয়ে বুঝতে পেরেছ যে প্রাণের আদর কতখানি, তুমি যদি মা হয়ে প্রাণকে লালন-পালন করবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছ, আর তার জন্যে বিশ্বমাতার কাছে প্রার্থনা জানাও — তবে কেন অন্য প্রাণকে বলি দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করতে চাও। বিশ্বমাতা কি প্রাণকে বোঝেন না, তিনি কি প্রাণী হত্যায় খুশী হন। যদি তিনি তা বোঝেন তবে কেমন করে ভিক্ষা তার কাছে কচ্ছ? চিন্তা করে দেখলে না যে এই ভিক্ষার মধ্যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে?

[উপস্থাপকের প্রবেশ]

উপস্থাপক — কি হলো ব্যাপারটা? এখানে অপর্ণা, তুমি এখানে ঢুকেছো — কেন?

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — আমার নির্দেশে। অপর্ণা, মহারাণীকে নিয়ে তোমার সব যাও।

[কোরাস, গুণবতী ও অপর্ণার প্রস্থান]

— বল, কি বলবে?

উপস্থাপক — এখানে অপর্ণা?

পরিচালক — প্রবেশ করল।

উপস্থাপক — কিন্তু কেন?

পরিচালক — এই কথাটা বোঝাতে যে প্রেম হিংসার পথে চলে না, বিশ্বমাতার পূজা প্রেম দ্বারাই হয়।

উপস্থাপক — কিন্তু বিসর্জনে কোথায় অপর্ণার সঙ্গে গুণবতীর কথা হয়েছে?

পরিচালক — কথা আদর্শের সংঘাতের ভিত্তিতে, সশরীরে দেখা হয়ে কথা হওয়াটাই কি বড় কথা? বিসর্জনের দু'পক্ষের একপক্ষে রঘুপতি দলভারী করেছে গুণবতীকে নিয়ে আর অন্যপক্ষে অপর্ণা দলে পেয়েছে গোবিন্দ মাণিক্যকে, জয়সিংহের দোদুল্যমান পক্ষপাত এখন না-ই বললাম।

উপস্থাপক — তার মানে এভাবে বিসর্জন গুলিয়ে যাবে না?

পরিচালক — আমরা তো বিসর্জনকে নেড়ে চেড়ে বুঝতে চাইছি। বলতে চাইছি, আগেই বলেছি।

উপস্থাপক — কিন্তু অপর্ণার এই সংলাপ?

পরিচালক — নাট্যকারই বোঝাতে গিয়ে বলেছেন ১৩২৯ বঙ্গাব্দে শান্তি নিকেতনে।

উপস্থাপক — তাহলে এই স্টাইলে কোন আপত্তি নেই?

পরিচালক — কেন আপত্তি? বিষয়, ভঙ্গী বজায় রাখার চেষ্টা করবো আমরা। প্রয়োজনে অভিনয়েও মাত্রা চড়াবো।

উপস্থাপক — কি রকম?

পরিচালক — কোথাও থিয়েট্রিক্যাল, কোথাও এতদ্দেশীয় যাত্রাটিক্যাল, মানে অভিনয়ে তেজস্বীতা চাই।

উপস্থাপক — ..... পরিচালক অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধের অনুসারী শহুরে বা গ্রাম্য শ্রোতাদের বেশীর ভাগের যে ভঙ্গী পছন্দ বেশী। কিন্তু কোথাও জবরদস্তী বাড়াবাড়ি নয়।

উপস্থাপক — মানে আমাদের মিউজিক ডায়রেক্টরের ভঙ্গীটাই তবে বহাল থাকছে?

পরিচালক — কি বহাল থাকছে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো নাটকের বক্তব্য যত সহজে উপলব্ধি করা যায়।

উপস্থাপক — তা বটে।

পরিচালক — বিসর্জনকে কেন্দ্র করে রঘুপতির কীর্তিকলাপ বোঝাটাই বড় কথা। কারণ তার অনেকগুলো ব্যাপারে আজকের জনজীবনও জর্জরিত।

উপস্থাপক — অবশ্য এ ব্যাপারে রঘুপতিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে

কিনা সে বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক জুড়বে না।

পরিচালক — সেসব এখন ভাববার নয়।

উপস্থাপক — তাহলে কোন দৃশ্য দিয়ে এখন শুরু হবে?

পরিচালক — রাজসভাতে রঘুপতি বলির পশু সংগ্রহ করতে আসবেন।

উপস্থাপক — তার আগে জয়সিংহ, অপর্ণা ও গোবিন্দ মাণিক্য মিলে ছাগ শিশু ও বলি নিয়ে তাদের প্রাণে যে ব্যথা, জয়সিংহের প্রতিমার প্রতি যে উক্তি— 'তোমার মন্দিরে একী নূতন সংগীত।'

পরিচালক — [সংলাপ টেনে) ধ্বনিয়া উঠিল আজি, হে গিরিনন্দিনী,
করুণা কাতর কণ্ঠস্বরে, ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।
হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে
কোথায় আশ্রয় আছে?

উপস্থাপক (গোবিন্দের মত) যেথা আছে প্রেম

পরিচালক — কোথা আছে প্রেম ?—

উপস্থাপক — এসব বাদ? বাদ দিলে দোষ হবে না?

পরিচালক — রবীন্দ্রনাথের কাছে যাতে দোষ ঠেকেনি আমরা এমন কি বোঝন্দার হয়েছি হে -- যে তাতে দোষ খুঁজবো?

উপস্থাপক — মানে?

পরিচালক — মানে ব্যাপারটা তদন্ত তো। কমিশন তার প্রয়োজনমতো বিষয়কে কোথাও রক্ষণ কোথাও বর্জন করবে।

উপস্থাপক — মাথায় ঢোকেনি!

পরিচালক — তুমিই যদি না বোঝ তবে অন্যকে বোঝাবে কি করে ?

উপস্থাপক — তাইতো বুঝতে চাই।

পরিচালক — ওহ! ওয়েস্টেজ অফ টাইম। আরে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা সংক্ষিপ্ত নারী বর্জিত বিসর্জন নাটক যেখান থেকে তিনি শুরু করেছেন -- এবার সেই গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটি। বুঝলে তো?

উপস্থাপক — হ্যাঁ, হ্যাঁ। জলবৎ তরলং। ওরে বাবা এতক্ষণ যেভাবে প্যাঁচ কষছিলে। তদন্ত কমিশনের কাজ যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার, হাড়ে হাড়ে টের

পাচ্ছি। এবার দৃশ্য ক্যাপসান?

পরিচালক — রাজা - পুরোহিত বিরোধ।

উপস্থাপক — সে দৃশ্যে তো অনেক চরিত্র হে।

পরিচালক — তাতে কি হলো?

উপস্থাপক — না, সবাই রেডী তো। না দর্শকের কাছে লজ্জা পেতে হয়।

পরিচালক — সেসব ফাঁক ফন্দীও ভেবে রেখেছি। আপাতঃ সবাই রেডী। না হলেও সিস্যুয়েশন তৈরী হবে আর অমনি যে কেউ কেরেক্টার হয়ে ঢুকে পড়বো।

উপস্থাপক — [হঠাৎ ভয় পাওয়ার মত চেঁচিয়ে) কিন্তু মেকাপ? বা পোষাক আষাক?

পরিচালক — সাজেশটিভ। সে তো দেখলেই কিছু কিছু, আরে ইচ্ছে করলেই কি তুমি রাজা বা মন্ত্রী হতে পাচ্ছো? তাই সাজেশানের আঁচড়ে ইঙ্গিতে কেউ হবে রাজা, কেউ মন্ত্রী বা আর কিছু।

উপস্থাপক — কিন্তু ডায়লগ?

পরিচালক — আরে অত ভেবোনা তো. সে শুনে শুনে অনেক রপ্ত হয়ে গেছে।

উপস্থাপক — যেখানে পারবে না কেউ?

পরিচালক — [কিছু বিরক্ত] সেখানে চিরকুট ধরে বা প্রম্পট শুনে

উপস্থাপক — অ্যাঁ!

পরিচালক — হ্যাঁ, কোন রকম গুছিয়ে গাছিয়ে আসল কথা চালিয়ে যাবে। কেন থেটারে এসব হয় না? একি নতুন কিছু? আমরা তাই করবো।

উপস্থাপক — [সোচ্চার) বল কি হে? যেখানে তাও পারবে না?

পরিচালক — [ক্ষেপে] সেখানে এক্সটেম্পো ডায়লগ দেবে।

উপস্থাপক — মানে থেটারে স্বেচ্ছাচারিতা। রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়ে এই তদন্তে তাঁর কথা কত চালিয়েছ। আর অভিনয়ের ব্যাপারে তিনি বলেছেন প্রথমেই পার্ট মুখস্থ কত্তে হবে -- কথাটা কি জানা আছে? না রঘুপতির মতো এ ব্যাপারে তুমিও সুবিধেবাদী?

পরিচালক — *[রঘুপতির কায়দায়) কী বলিছ ভালো করে ভেবে দেখো। নাট্যবিধি তোমার অধীন নহে।*

উপস্থাপক — ওরে বাবা, আমি চেপেই যাই। ..... বুঝিনা এ তোমার কেমন

ডায়রেকশান?

পরিচালক — সময়ে তব বুঝবে। আপাততঃ মনে রেখো কেবল রঘুপতির তদন্ত চলছে। অস্থির হয়োনা। ঝড়ের মুখে হাজির হচ্ছে আমাদের নাট্যতরী। সাবধানে এগুতে হবে। মনে রাখবে — মাছি মারা কেরাণীর মত আমরা বুদ্ধু হতে চাই না। ব্যাস, এগিয়ে যাও। [প্রস্থান]

উপস্থাপক — হে সজ্জনমন্ডলী — আমাদের নাট্যতরী এতোক্ষণে সত্যি কিছু এলোপাথাড়ী ঘূর্ণির মুখে। তবু আমরা এগিয়ে চলেছি। ভরসা — আপনারাও সঙ্গে আছেন। তাহলে চলুন, আমরা রাজসভার দিকে এগোই।

[প্রস্থান]

[পোস্টার মিউজিক আরম্ভ হয়। পোস্টারবাহীদের প্রবেশ। পোস্টারের একপিঠে লেখা "রাজা-পুরোহিত বিরোধ"। অন্যপিঠে "রাজচ্ছত্র" আঁকা। তাদের পেছনে গায়েনরা প্রবেশ করবে। আলো দৃশ্যবদলে প্রথমে পোস্টারে পড়ে পরে বদল হবে দৃশ্যানুরূপ। গায়েন ও কোরাসের গীত কণ্ঠে প্রবেশ করবে। রাজার বসার আসন আনলে কোরাসেরা আনবে। অন্য চরিত্র যারা রাজসভায় থাকবে তারা কেউ কেউ কোরাস থেকেও হতে পারে। পোস্টার স্থির হবে মঞ্চে। পরে গায়েন ও কোরাস ঢুকবে এবং গান শুরু হবে। রাজা বসলে রাজছত্রের আভাস তাঁর পেছনে দৃশ্যায়িত হবে পোস্টারবাহীদের দ্বারা। গানের শেষে কোরাসেরা মঞ্চে থাকবে। গানের শেষে রাজার প্রবেশ হবে।]

(গান) ওরে ভাই -----

আগুন লাগিবে কোন মনে
দরবারে রাজা এলে থাকিবে হাজির হে,
রাজার বিচার শোনো কানে।
গুরু গুরু বিরোধ হুঙ্কার আছে মনে কিছু তো শঙ্কার —
গুরু প্রথায় পীড়িত রাজা প্রথাদলিত বিচার দেখ শোন কানে।
দেখো দেখো গুরু রণরঙ্গ।
মহারাজা করে বলিভঙ্গ।
রাজার বিচারে তাঁর সবুর সহেনা আর
রেগে ওঠে কাঁপে খনে কনে।
প্রবল প্রতাপী ঐ পুরুতরে, রাজার কি জানি হবে শেষে রে।
এসো তাই সবে মিলে বিচার শুনি বলে

মিলিবো সেখানে জনে জনে।

[গান শেষের পরে রাজার প্রবেশ, নক্ষত্র, নয়ন কোরাসের সঙ্গে থাকতে পারে, রাজার আগমণে —]

সকলে — জয় হোক মহারাজ। [রাজার উপবেশন) জয় হোক মহারাজ।

[রঘুপতির প্রবেশ]

রঘুপতি — রাজার ভান্ডারে এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দ — মন্দিরেতে জীব বলি এ বৎসর হতে হইল নিষেধ।

নয়ন — বলি নিষেধ!

মন্ত্রী — নিষেধ!

নক্ষত্র — তাইতো! বলি নিষেধ?

সকলে — নিষেধ!

রঘুপতি — একি স্বপ্নে শুনি?

গোবিন্দ — স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহেনা তাঁহার।

রঘুপতি — এতদিন সহিল কী করে? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!

গোবিন্দ — করেননি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোনিত পাত তোমরা যখন।

[মন্দিরের বড় ঘন্টাধ্বনি শোনা যাবে কয়েকবার। রঘুপতি সমস্ত সভাসদকে দেখে নিয়ে সখেদে বলবে —]

রঘুপতি — মহারাজ, কী করিছ, ভালো করে ভেবে
দেখো। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দ — সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি — একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্র — তাইতো, কী বলো মন্ত্রী,

এ বড়ো আশ্চর্য! ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দ — দেবী আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেইতো বধিরতম যেজন সে বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি — পাষন্ড, নাস্তিক তুমি!

গোবিন্দ — ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুর রাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্বাসন দন্ড।

রঘুপতি — এই কি হইল স্থির?

গোবিন্দ — স্থির এই।

রঘুপতি — [উঠিয়া] তবে উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!

গোবিন্দ — ঠাকুর, বলিয়া যাও।
মনোব্যাথা লঘু করে যাও নিজ কাজে।

রঘুপতি — তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর,
পরে তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব, আমি আছি মায়ের সেবক।
[প্রস্থান]

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — কাট, রাজার সঙ্গে পুরুতের বিরোধ বেঁধে গেছে। ব্যাচ, এই দৃশ্য এখানেই শেষ। উপস্থাপক মশাই এসে যাও। [উপস্থাপকের প্রবেশ হবে] আমরা প্রস্থান করি। তুমিতোমার কাজ চালিয়ে যাও, [এই অংশের আলো পরিবেশানুকূল। অন্যদের প্রস্থান। বিসর্জন অংশের আলো নিভবে।]

উপস্থাপক — কি গেরোরে বাবা, এখানে কাট, সেখানে কাট। তোমরাতো আমায় দর্শকের মুখে ঠেলে দিয়ে কেটে পড়লে। এখন কি আমি করে লিঙ্কআপ করি। রঘুপতি মশায়, কি বিপদেই না পড়েছি আপনার কেলেঙ্কারীর তদন্ত করতে গিয়ে। এখন তাহলে কি করা যায়? হ্যাঁ, এবার "রঘুপতির দল ভারীর ষড়যন্ত্র"। পরিচালক মশাই, পাঠাও তোমার রঘুপতিকে

ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার কত্তে।

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — কিন্তু তার আগে অপর্ণা। বেচারী সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছে জয়সিংহের দেখা পেতে, একটু কথা বলতে।

উপস্থাপক — সে আবার কি?

পরিচালক — কেন তোমার মনে নেই – এই অপর্ণারই ছাগশিশুটি বলির জন্যে কেড়ে নেওয়ায় রাজার কাছে সে বিচারের জন্যে এসেছে। তাঁর মানে সেখানে জয়সিংহের মনে জীবে প্রেমের বীজ পুঁতে গেছে সে।

উপস্থাপক — হ্যাঁ, তাইতো, রাজা বলি বন্ধের আদেশ দিয়েছেন।

পরিচালক — জয়সিংহের মনকেই কি কম নাড়া দিয়েছে অপর্ণা! জয়সিংহের মনটিকে কি সুন্দর সে বুঝে নিয়ে বলেছে –
'তুমি তো নিষ্ঠুর নহ - আঁখি প্রান্তে তব
অশ্রুঝরে মোর দুঃখে। তবে এসো তুমি
এ মন্দির ছেড়ে এসো। তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়।'

উপস্থাপক — সত্যি বলেছো। রঘুপতির কাছে পালিত জয়সিংহের বিশ্বাসের ঐ বলির বৃদ্ধ প্রথার ভিত নড়ে গেছে অপর্ণার কথা শুনে। তাই বলতে পেরেছে সে,
– তোমার মন্দিরে একী নূতন সংগীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি, –

পরিচালক — উপস্থাপক মশাই, সেই মন্দিরে অপেক্ষা কচ্ছে অপর্ণা, জয়সিংহকে রঘুপতির কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। একটা টাগ অব ওয়ারের সূচনা হচ্ছে প্রেম আর প্রতাপের। তার প্রস্তুতির জন্যে দেখা হোক তাদের। জয়সিংহ অপর্ণা মন খুলে তাদের কথা বলুক।

উপস্থাপক — বেশ বলুক। (নেপথ্যে অপর্ণার কণ্ঠে গান ভেসে আসবে)

(গান) আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

পরিচালক — সিস্যুয়েশন রেডী। কেরেক্টার এসে যাচ্ছে।

উপস্থাপক — হ্যাঁ, চল আমরা তবে কেটে পড়ি।

পরিচালক — জয়সিংহ, বি রেডী। [উভয়ের প্রস্থান। জয়সিংহের মন্দিরের সামনে

প্রবেশ ও প্রতীক্ষা, নেপথ্যে থেকে সঙ্গীতের সঙ্গে অপর্ণার প্রবেশ হবে, আলো এখানে উভয়কে স্পষ্ট করবে।]

আমি একেলা চলেছি এ ভবে
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই যাও আপন মনেই
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে। [অপর্ণা জয়সিংহের কাছে আসে।]

জয়সিংহ — কেবলই একেলা ! ....
জান কি একেলা কারে বলে?

অপর্ণা — জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই।

জয়সিংহ — সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা! তাই বটে! তাই বটে!
মনে হয় এ জীবন বড়ো
বেশী আছে — যতো বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন!

অপর্ণা — জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা! তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি। যে তোমার সব
নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ, যেন
ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।
এতদিন ভিক্ষা মাগি ফিরিতেছি — কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষা তরে — দূর হতে
দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে।
এত দয়া পাইনে কোথাও — যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাই পড়ে।

জয়সিংহ — যথার্থ সে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে — দেবী নেমে আসে

মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়। ————

[সম্ভবস্থলে রঘুপতির আগমনসূচক খড়মের রুক্ষ ঘটাং ঘটাং শব্দ দূর থেকে ভেসে আসতে থাকবে, অপর্ণা ঐ শব্দে চকিত।]

— ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব।

অপর্ণা আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে, ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি।
কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাই
পাষাণ সোপাণ যেন দেবী মন্দিরের।

[প্রস্থান]

জয়সিংহ — কঠিন? কঠিন বটে, বিধাতার মতো।

[রঘুপতির প্রবেশ)

জয়সিংহ — গুরুদেব!

রঘুপতি -- যাও, যাও।

জয়সিংহ — আনিয়াছি জল।

রঘুপতি — থাক্, রেখে দাও জল।

জয়সিংহ — বসন?

রঘুপতি — কে চাহে বসন!

জয়সিংহ — অপরাধ করেছি কি?

রঘুপতি — আবার!
কে নিয়েছে অপরাধ তব?
ঘোর কলি এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায় — সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞ, বেদী, পরে, হায় হায়।

জয়সিংহ — কী হয়েছে প্রভু!

রঘুপতি — কী হয়েছে?
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।

এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে।

জয়সিংহ — কে করেছে অপমান?

রঘুপতি — গোবিন্দ মাণিক্য।

জয়সিংহ — গোবিন্দ মাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান?

রঘুপতি — কারে! তুমি, আমি, সর্বশাস্ত্র, সর্বদেশ,
সর্বকাল, সর্বদেশ কাল - অধিষ্ঠাত্রী,
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি। মা'র পূজা বলি
নিষেধিল স্পর্ধাভরে।

জয়সিংহ — গোবিন্দ মাণিক্য?

রঘুপতি — হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দ মাণিক্য!
তোমার সকলের শ্রেষ্ঠ -- তোমার প্রাণের
অধীশ্বর, অকৃতজ্ঞ। পালন করিনু
এতযত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে
আমা চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দ মাণিক্য?

জয়সিংহ — প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্র পানে -- দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য।
কিন্তু একি বকিতেছে! কী কথা শুনিনু!
মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে রাজা?
এ আদেশ কে মানিবে?

রঘপতি — না মানিলে নির্বাসন।

জয়সিংহ — মাতৃ পূজাহীন রাজ্য হতে
নির্বাসন দন্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জনননীর পূজা।

[উভয়ের প্রস্থান, ঐ অংশে আলো নিভে, আলো প্রবেশকারী উপস্থাপকের উপর হবে।]

উপস্থাপক — বুদ্ধি বটে রঘুপতি পুরুত ঠাকুরের । যখন যে অস্ত্র দরকার — রাগ, বোষ ক্ষোভ, অভিমান, স্নেহ, লোভ যাকে যে অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করা

যায় — তাই দিয়েই তিনি তাঁর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার শুরু করেছেন। এই ষড়যন্ত্র ঘরে বাইরে। এমন কি অন্দরমহলেও। সাপের জিহ্বের মত তা লক্‌লকিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রাণপ্রিয়তম জয়সিংহেরও সেখান থেকে রেহাই নেই। যে রাজার ওপরে এতকাল হুকুম আর প্রতাপ খাঁটিয়েছেন তিনি, সেই রাজা হাতছাড়া হতেই এবার থাবা মেলেছেন মহারাণীর দিকে। তাঁকে হাত কত্তে হয়। তাই আপততঃ রাণীজীর কাছে আবেদন রাখতে হয় যে আমাদের তদন্তের প্রয়োজনে হার হাইনেস্ (উঁচুগ্রামে) মহারাণী গুণবতীর দয়া করে যথাস্থানে নিজেকে হাজির করার আজ্ঞা হ-উ-ক।

[উপস্থাপকের প্রস্থান। গুণবতীর প্রবেশ, পায়চারী কচ্ছেন, সেখানে আলো।]

গুণবতী — মন্দিরের দুয়ার হইতে রাণীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে?

[রঘুপতির প্রবেশ]

ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে মাতৃদ্বার হতে।

রঘুপতি — মহারাণী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার। ....
...... কিন্তু এই বড়ো সর্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে। এই বড়ো সর্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে, করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা -- বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি, জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

গুণবতী — কী হবে ঠাকুর!

রঘুপতি — জানেন তা মহামায়া।
এই শুধু জানি— যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে, ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম।
যুগে যুগে রাজপিতা, পিতামহ মিলে
উর্দ্ধপানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী করে, মুহূর্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ, বজ্রদীর্ণ, দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।

গুণবতী — রক্ষা করো, রক্ষ করো প্রভু।

রঘুপতি — হা হা! আমি
রক্ষা করিব, তোমারে। যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্তে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রাণী! দেব ব্রাহ্মণেরে যিনি
ধিক, ধিক শতবার। ধিক লক্ষ বার!
কলির ব্রাহ্মণে ধিক। ব্রহ্মশাপ কোথা!
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিকসম আপনি দংশিছে।
মিথ্যা ব্রহ্ম-আড়ম্বর। [পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত]

গুণবতী — কী কর! কী করা দেব! রাখো, রাখো, দয়া করো নির্দোষীরে।

রঘুপতি — ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।

গুণবতী — দিব।
যাও প্রভু, পূজা করো মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাকো পূজার ব্যাঘাত।

রঘুপতি — যে আদেশ
রাজ - অধিশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ হল
তোমারি আদেশ বলে, ফিরে পেল পুন
ব্রাহ্মণ আপন তেজ। ধন্য তোমরাই,
[উপস্থাপকের প্রবেশ, আলো তাকে ধরেছে।]

উপস্থাপক — ওহে রঘুপতি .... বেশ বেশ করেছ। এমন অ্যাক্টিং যে যাত্রাকেও হার মানিয়ে দিয়েছ। দেখে শুনে ভড়কে যাচ্ছিলাম। রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম, ওরে বাব্বা, রঘুপতির পুরুতগিরির প্রভাব, তেজ বীর্য, অহংকার, পরাক্রম বা প্রতাপ বেশ দেখিয়েছ।

গুণবতী শিল্পী — আমি এখন কি করবো? উপস্থাপক আমার কি পার্ট?

উপস্থাপক — পার্ট নেই। কেবল আপনাকে বাগে আনতে প্রভুজী পৈতা ছেঁড়ার যে ভাঁওতাবাজী দেখালেন — আমাদের তদন্তে এটাও গুরুত্বপূর্ণ।

গুণবতী শিল্পী — কি রকম?

উপস্থাপক — আরে যিনি এত রক্ষণশীল, বলি প্রথা বন্ধে নারাজ, তিনি ছিঁড়বেন পৈতা? (হাসে) এটা স্রেফ আপনাকে হাত করার বাড়তি ধমক মহারাণীজী। আপনাকে সরল পেয়ে কিছু গরল উদ্‌গীরণ হলো তাঁর।

আপাততঃ আপনার কাজ শেষ। এখন সসম্মানে আপনার প্রস্থান হউক হে মহারাণী। [প্রস্থান রাণীর ....] এবার এটেনশান্ প্লিজ অনারেবল গুরুজী, মহারাজের বিরুদ্ধে মহারাণীকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য, বাইরের দ্বন্দ্বকে অন্তঃপুরে টেনে নিয়ে একজন প্রতিপ্রাণা নারীকে জড়িয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে কুটিল করে তোলার জন্যে, নারীকে প্রেমময় পথ থেকে পদস্খলনের ও মর্যাদাহানির উস্কানির অপরাধের জন্যে, কেন আপনাকে অভিযুক্ত করা যাবে না, যদি কারণ দর্শাতে বলা হয় —?

রঘুপতি শিল্পী — কিন্তু তার আগে আমার ডায়লগ কেন শেষ করতে দেয়া হলো না? কেন বাগড়া দেয়া হলো, — যদি জিগ্যেস করা হয়?

উপস্থাপক — ওরে বাবা, এযে দেখছি প্রতিভায় প্রতিভায় কলিশন শুরু হয়ে যাচ্ছে!

রঘুপতি শিল্পী — আমার প্রশ্নের জবাব কোথায় উপস্থাপক মশায়?

উপস্থাপক — জবাব হলো আর বাকী ডায়লগ বলতে হবে না। যেটুকু বলেছ তাতেই আমরা বঝে নিয়েছি — রাণীজীকে তুমি খুব কাবু করে ফেলেছ।

রঘুপতি শিল্পী — কিন্তু অ্যাক্টিংয়ের মাঝখানে এভাবে ফিলিংস নষ্ট করলে —

উপস্থাপক — কি হবে! তুমি রঘুপতির পার্ট করবে না?

রঘুপতি শিল্পী — কি করে করবো?

উপস্থাপক — করবে না তো করবে না। আমরা প্লেয়ার চেঞ্জ করে বাকী অংশ আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবো। তুমি কি ভেবেছ আমাদের অ্যাক্টারের অভাব পড়েছে? ওহে পরিচালক মশায় —

রঘুপতি শিল্পী — [ঘাবড়ে] আরে আমি কি তাই বলেছি নাকি? তোমার তো বড় এ্যাংচেটে মেজাজ হে! আমি বলেছি আমার ফিলিংসের কথা।

উপস্থাপক — সেটা আপাততঃ বাদ দিয়ে আমাদের আসল উদ্দেশ্যের কথাটা কেবল মাথায় রাখবে। আমরা তো গোটা বিসর্জন কে পোস্টমর্টেম করতে বসিনি। নাটকের মর্গে বিশেষভাবে রঘুপতিকে আমরা চেপে ধরেছি। তোমাকে তো নয়, তুমি তো অ্যাক্টর মাত্র ক্যারেক্টার নয়।

রঘুপতি শিল্পী — তা বটে।

উপস্থাপক — যাও। পরিচালকের কাছ থেকে তোমার পরবর্তী দৃশ্য বুঝে নাও।

রঘুপতি শিল্পী — যথা আজ্ঞা। কত্তার ইচ্ছায় কেত্তন। [প্রস্থান]

উপস্থাপক — (দর্শককে) কান্ডটা দেখেছেন? হিরো মার্কা পার্ট পেলেই কেমন

পায়াভারী হয়ে যায়। আমাদের থেটারের এক এক প্রব্লেম। রঘুপতি যেমন পুরুতগিরির অন্তঃস্বত্তাটা খুঁজে দেখলে না, ধর্মকে জীবনের উপযোগী না করে মরণের সুখে ঠেলে দেয়; আমাদের শিল্পীরাও নাটক যে গ্রুপ অফ আর্ট, সেই নাট্যগুণটাকে না খুঁজে অনেক সময় ব্যক্তিগত ফিলিংস জাহির করে নাটকের বারোটা বাজিয়ে দেয়।

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — পাবলিককে এখন আর তোমার থেটারের জ্ঞান দিতে হবে না। ওরা যে সব তৈরী হয়ে আছে, খেয়াল আছে?

উপস্থাপক — হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো এসে যাচ্ছি। তাহলে এবার?

[পরিচালক উপস্থাপকের কানে কিছু বলে। যাত্রাটিক্যাল আবহ বাদ্যধ্বনি বেজে ওঠে। উপস্থাপক আনন্দিত হয়। হেসে ওঠে।]

পরিচালক — কেমন মজা হবে দেখো। তুমি জলদি এসো। [প্রস্থান]

উপস্থাপক — [দর্শককে] রঘুপতির ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। মন্দির থেকে আন্দরমহল হয়ে এবার কোথায় চলেছে দেখুন। [প্রস্থান]

[আবহ বাদ্য ধ্বনি বাড়ে। হৈ হৈ করে জনতা প্রবেশ কল্লে বাজনা বন্ধ হবে। অভিনয় কিছু উচ্চ গ্রামে চলবে।]

নেপাল — কোথায়, হে তোমাদের তিনশো পাঠা, একশো এক মোষ, একটা টিকটিকির ছেঁড়া লেজটুকু পর্যন্ত দেখবার জো নেই। বাজনা বাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ-হাঁ করছে। খরচপত্র করে পূজো দেখতে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে।

গণেশ — দেখ্, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে বলিসনে। মা পাঁঠা পায়নি, একবার জেগে উঠে তোদের এক একটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে।

হারু — কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর, সেই ও-বছর যখন ব্রত সাঙ্গ করে রাণীমা পূজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল, তখন একবার দেখে যেতে পারোনি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল। আর অলুক্ষণে বেটারা এসেছিল আর মায়ের খোরাক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তোদের এক-একটাকে ধরে মা'র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে।

কানু — আর ভাই, মিছে রাগ করিস। আমাদের কি আর বলবার মুখ আছে! তাহলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি?

হারু — তা যা বলিস ভাই, অল্পেতেই আমার রাগ হয় সে কথা সত্যি। সেদিন ও ব্যক্তি শালা পর্যন্ত উঠেছিল, আর বেশী যদি একটা কথা বলত। কিংবা আমার গায়ে হাত দিত মাইরি বলছি, তা হলে আমি –

নেপাল — তা চলনা দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু — তা, নিয়ে আয়, তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে দিই।

হারু — তোমারা সকলেই শুনলে।

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — হ্যাঁ শুনেছে,সবাই শুনেছে, এখন ঐ সব তামাশা তুলে রাখ।

হারু — একি তামাসা হল ? আমার মামাকে নিয়ে তামাশা ! ....ওরে বাবা, খোদ ডাইরেক্টর মশায় যে।

পরিচালক — তোমরা কি শুরু কল্লে ?

নেপাল — না, স্টেজ ফাঁকা পেয়ে আমরা একটা রিহার্সেল কচ্ছিলাম। মানে নাটকে আমাদের পার্ট খুব কম কিনা। তাই ঐ সীনটা–

পরিচালক — কিন্তু ঐ সীনটাতো আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি।

সকলে — বা-দ ?

হারু — কিন্তু –

পরিচালক — নো কিন্তু ।

হারু — বেশ ঠিক আছে। আর করবো না।

সকলে — করবো না ?

হারু — না। এই সীনের পার্ট তোরা সব ভুলে যা।

সকলে — কেন ?

হারু — নয়তো আবার জায়গা মত হয়তো হুট্ করে ঢুকে পড়বি। আর পরিচালকের ধমক খেতে হবে, তোমাদের বাড় বেড়েছে। সুতরাং আউট. – নাটকে থেকে ....

পরিচালক — হয়েছে, খুব হয়েছে। আর বাতেলা ঝাড়তে হবে না। তোমরা এখন যাও।

সকলে — চলরে, যাই। প্রস্থান করি। [সকলেই প্রস্থানোদ্যত]

পরিচালক — যত্তসব! [উপস্থাপকের প্রবেশ]

উপস্থাপক — আরে ওরা চলে গেলে কি করে হবে?

পরিচালক — তাইতো।

সকলে — তাইতো ! [ফিরে আসে সকলে।]

পরিচালক — তুমি সিনটা এদের বুঝিয়ে দাও। আমি ওদের পাঠাচ্ছি।

[প্রস্থান। পরবর্তী গানের মিউজিক বেজে ওঠে। উপস্থাপক গায়েন জনতার ভেতর ঢুকে পড়ে মাইকে ওদের কিছু বোঝায়। অন্যদিকে মন্দির চত্বরের আভাসিত অংশে আলো চলে। প্রবেশ করে রঘুপতি ও সেনাপতি। মাইকে তাদের কথা চলে — হাল্কা আলোতে। গায়েন ও কোরাসের প্রস্থান হলে ওদের কথা স্পষ্ট হবে।]

উপস্থাপক — তাহলে স্টার্ট। [প্রস্থান। গান শুরু হবে।]

(গান) এসে গেলো দুইপতি ধর্মপতি সেনাপতি
এসে গেলো মন্দিরেতে ঐ তো।
বোসো সবে টান টান মেলে রেখো চোখ কান
কি জানি কি হবে হয়তো।।
ভক্তিতে জেরবার গুরুজীর ঝঙ্কার তবে সে কি রূপকার ভক্তির মাতার
নিঠুর সে দুর্বার রাজা না সহে তার সেনাপতি হাত করি ভাবেও।
হোক গুরু তবে শুরু ফন্দীও।।

[গায়েনদের প্রস্থান। তাদের আলো বাড়ে। কথা শোনা যাবে]

রঘুপতি — সাধু সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক, আমাদেরই লোক।

নয়ন রায় — প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা আমি তাঁহাদেরই দাস।

[উপস্থাপক আড়ি পাতে কথা শুনতে। চেষ্টা করবে যথাসময়ে মন্তব্য বা টিপ্পনী করতে]

রঘুপতি — সাধু! ভক্তি তব
হউক অক্ষয়। ভক্তি তব বাহুমাঝে
করুক সঞ্চার অতি দুর্জয় শকতি।
ভক্তি তব তরবারি করুক শানিত,

উপস্থাপক — [ফিস ফিস করে, ভয় পেয়েছে যেন] ওরে বাবা ভক্তি দিয়ে তরবারি শান দিতে বলছে।

রঘুপতি — ...... বজ্রসম দিক তাহে তেজ। ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক বসতি, পদদান
সকলের উচ্চে।

নয়ন রায় — ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।

রঘুপতি — শুন তবে সেনাপতি
তোমার সকল বল করো একত্রিত
মা'র কাজে।

উপস্থাপক — [পূর্ব্ববৎ] এ কি! মায়ের সাচ্চা বাচ্চার মতো কথা।

রঘুপতি — নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে।

নয়ন রায় — যে আদেশ প্রভু। কে আছে মায়ের শত্রু?

রঘুপতি — গোবিন্দ মাণিক্য।

উপস্থাপক — [পূর্ব্ববৎ] ওরে বাবা! ধর্মের পান্ডা বলে কি!

নয়ন রায় — আমাদের মহারাজ?

রঘুপতি — লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো তারে।

উপস্থাপক — [পূর্ব্ববৎ] নাঃ! আর চুপ করে থাকা যায় না।

নয়ন রায় — ধিক্ পাপ পরামর্শ! প্রভু, একি
পরীক্ষা আমারে?

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক -- ওয়েট - ওয়েট মিস্টার রঘুপতি এ্যান্ড সেনাপতি, ওহে উপস্থাপক -- তুমি এতক্ষণ ঘোড়ার ডিম পাড়ছ? [উপস্থাপক এগোয়]

উপস্থাপক — মানে?

পরিচালক — মানে এই যে সেনাপতি রঘুপতিকে ধিক পাপ - পরামর্শ। একি পরীক্ষা আমারে বললো -- এটাকে কেন্দ্র করে রঘুপতির বিরুদ্ধে একটা চার্জশীট তৈরী কচ্ছো না কেন। করো। [প্রস্থান]

উপস্থাপক — হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরীক্ষা বটে। আবার এও পরীক্ষা — ধর্ম এবং ধর্মের পান্ডা — এই দুয়ের মধ্যে বড় কে?

রঘুপতি শিল্পী — এ কথার মানে?

উপস্থাপক — মানে ধর্ম থেকে লেজ গজিয়ে ঐ লেজরূপী পান্ডা হনুমানের লেজের

মতো স্বেচ্ছাচারী হয়ে যখন কেবল অনাবশ্যক বাড়তেই থাকে তখন লঙ্কাকান্ড বাঁধবেই। আর সেই নিজেরই লেজের আগুনে একসময় নিজেরই মুখ পড়বে। তাহলে কাকে বড়ো বলবো?

রঘুপতি শিল্পী — আমার পার্টে এই ডায়লগের পাল্টা কোন ডায়লগ নেই।

উপস্থাপক — দরকারও নেই। তোমরা শুধু সেনাপতির "কে আছে মায়ের শত্রু" থেকে রিপ্লে করে যাও। এর ওপর টীকা টিপ্পনী যা করার আমিই করবো। মাত্রা চড়িয়ে দু'জনেই অভিনয় করবে কিন্তু। [প্রস্থান]

নয়ন রায় — [মাত্রা চড়িয়ে] যে আদেশ প্রভু। কে আছে মায়ের শত্রু?

রঘুপতি — [মাত্রা চড়িয়ে] গোবিন্দ মাণিক্য।

নয়ন রায় — আমাদের মহারাজ?

রঘুপতি — লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো তারে।

[পরিচালক উপস্থাপককে নিয়ে প্রবেশ করে হাতে ধরে। আলো তাদের ওপর। রঘুপতিদের আলো ডিম হয়। ঐ আলোতে তাদের মাইম অভিনয় চলবে। এসময়ে জয়সিংহ ঐ জোনে প্রবেশ করে তাদের কথা শুনবে নীরবে।]

পরিচালক — এই ইম্পর্টেন্ট অংশটায় জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছনা কেন?

উপস্থাপক — কিন্তু কি বলে?

পরিচালক — ধর্মপতি সেনাপতিকে মিস গাইড কচ্ছে। ধর্মের নামে রাষ্ট্রপ্রধান তথা রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কচ্ছে। বলছে, 'সেনাপতি তোমার সৈন্য নিয়ে রাজাকে আক্রমণ করো।' রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি সেনাবিভাগকে বিদ্রোহের উস্কানি দিচ্ছে। মানে রাজপাট ধ্বংস করো বলছে।

উপস্থাপক — তা ঠিক। কিন্তু এই ধর্মীয় ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়?

পরিচালক — কেন নেয়া যাবে না? রাষ্ট্রের আর এক প্রধান শক্তি জনগণ। তাদের সচকিত করো।

উপস্থাপক — কিন্তু কি যে বলবো -- বুঝতে পাচ্ছি না।

পরিচালক — বলো ধর্ম হৃদয়ে থাক। কিন্তু ধর্মীয় ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে রুখে দাঁড়ান। বলো, হে জনগণ, সেনাবিভাগকে বিদ্রোহী করে তোলার যড়যন্ত্রের অপরাধে রঘুপতি মার্কা ধর্মীয় ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ১২০ ধারার 'খ' অনুচ্ছেদ মোতাবেক যাবজ্জীবন সাজার

আর্জি জানিয়ে যে কেউ আমরা নিরপেক্ষ আইনী আশ্রয়ও নিতে পারি।

উপস্থাপক — বাঃ! একটা দারুন ইনফরমেশন দিয়েছো তো। খুব দরকারী কথা।

পরিচালক — ফাইন্যাল রিহার্সেলেও কথাটা মনে রেখো। নাও, চালাও।

উপস্থাপক — হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওদের বলতে দিও তবে এখন।

পরিচালক — বলহে । আমরা প্রস্থান করি।

[উভয়ের প্রস্থান। রঘুপতিদের আলো বাড়ে, কথা শুরু হয়।]

নয়ন রায় — কী হইবে মিছে তর্কে? বুদ্ধির বিপাকে
চাহিনা পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে – সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়ন রায়। [প্রস্থান]

[রঘুপতি চিন্তান্বিত, মন্দিরের বড় ঘন্টাধ্বনি, সঙ্গে ঢাকের কুর কুর শব্দ আসবে নীচুগ্রামে কয়েক বার। জয়সিংহ এগিয়ে –]

জয়সিংহ — চিন্তা কেন দেব? এমনি বিশ্বাস বলে
মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু!
সৈন্যবলে কোন কাজ! অস্ত্র কোন ছার!
যার পরে রয়েছে যেভার, বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা।
চলো প্রভু, বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসীগণে, মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই। – ওরে, আয় তোরা, আয়,
আয় অভয়ার পূজা হবে – নির্ভয়ে আয়রে
তোরা মায়ের সন্তান! আয় পুরবাসী!

[জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রস্থান। আবহ বাদ্যধ্বনিতে নীচের গানের সুর বাজে। পুরবাসীদের প্রবেশ হবে।]

নেপথ্যে সকলে — জয় মা!

নেপথ্যে হারু — আয়রে, মায়ের সামনে বাহু তুলে নৃত্য করি।

[মন্দির চত্বরে সকলের প্রবেশ ও নৃতগীত।]

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।

আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশদিক আঁধার করে মাতিল দিক বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে।

[রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ]

সকলে — জয় মা!

রঘুপতি — শুনলুম সৈন্য আসছে। জয়সিংহ, অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া। মন্দিরের দ্বার আগলাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি। [উপস্থাপকের প্রবেশ]

উস্থাপক — ওয়েট এ বীট, বিসর্জনের প্রতিনির্ধিরা। কাইন্ডলি আমায় কিছু বলতে দাও। [বিসর্জনের শিল্পীরা ঐ কথায় রঘুপতিকে কাঠগড়ার আসামীর মত ঘিরে দাঁড়াবে ও মাঝে মাঝে কোরাসে অংশ নেবে।] খুব জরুরী কথা।রঘুপতিজী, আপনি কিন্তু আবার কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়েছেন।

কোরাস — কেলেঙ্কারী-ই!!

রঘুপতি শিল্পী — কি হলো আবার?

উপস্থাপক — বলছি। কেলেঙ্কারী নাম্বার ওয়ান — প্রজাদের হাতে 'অস্ত্র এনে দিচ্ছি' বলেছেন। এটা বেআইনী অস্ত্র ব্যবহারের উস্কানি। অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য।টু — ধর্মপতি হয়ে নৃপতির বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে নিরীহ প্রজাদের রক্তাক্ত উগ্রপন্থার উস্কানি দিয়েছেন। প্রেম নয়, হিংসাকে আপনি হাতিয়ার করেছেন। কেলেঙ্কারী নাম্বার থ্রী — রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান শক্তি জনগণ ও রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করেছেন। ফোর — রাজপুরুত হয়ে রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার কচ্ছেন এবং কেলেঙ্কারী নাম্বার ফাইভ — যা আরও আপত্তিকর, আরো ঘৃণ্য। ধর্মস্থানে অস্ত্রের আমদানী করে পবিত্র ধর্মস্থানকে অপবিত্র ও হিংস্র করে তোলার চেষ্টায় মেতেছেন।

(পরিচালকের প্রবেশ)

পরিচালক — ওহে উপস্থাপক, চার্জ আনছোনা কেন এখানেও ঐ ধর্মপতির বিরুদ্ধে।

উপস্থাপক — আনা উচিত। কিন্তু কি চার্জ আনবো?

পরিচালক — কারণ দর্শাতে বল তাঁকে, রাজা মানে রাষ্ট্রপ্রধান ও জনগণের মধ্যে বিভেদকামী ঐ ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসের উন্মাদনার উস্কানি স্বরূপ তাঁর

বিরুদ্ধে কেন আইনী আশ্রয় নেওয়া হবে না?

উপস্থাপক — বটে! মানবিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অন্যতম নিরপেক্ষ স্তম্ভ হলো আইন। তাই আইনকে না বোঝার উৎসাহ বাড়ানোটাও আমাদের একটা বড় কাজ। তাই না?

পরিচালক — হ্যাঁ। তাই, তার বিরুদ্ধে ঐ অপরাধের শাস্তির জন্যে ভারতীয় দন্ডবিধির '১২১ এর ক' ধারা বলে কেন যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগের আইনী আশ্রয় নেয়া হবে না? বল।

কোরাস — হায় গুরুজী-ই-ই! হায়! হায়!!

উপস্থাপক — প্রভুর আরো যা অপরাধ?

পরিচালক — আছে বৈ কি! আরো ঘৃণ্য অপরাধ। ঐ দেবস্থানকে অস্ত্রমুখী হিংস্রা স্থান হিসেবে ব্যবহার করার অপরাধে ঐ ধর্মপতির বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ২৯৫ ধারা মোতাবেক কেন শাস্তিযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না? বল। [প্রস্থান]

কোরাস — ২৯৫ ধারা। পবিত্র ধর্মস্থানকে অপবিত্র করে যারা।

উপস্থাপক — হায় বিশ্বকবি! আজো আপনি বেঁচে থাকলে জানি না কিভাবে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেন! ধর্মের ধামাধারীরা অস্ত্র হাতে আজো রক্তের হোলি খেলছে। সবল প্রাণ জনগণকে মারণমুখী করে নিজেদের স্বার্থে লেলিয়ে দিচ্ছে। ধর্ম নিয়ে দুর্যোগের ঘনঘটা আজ বিশ্বব্যাপী। ধর্মের ধ্বজাধারীদের দৌরাত্মে বিশ্বব্যাপী শাসন দন্ড আজ ভীত, সন্ত্রস্ত কম্পমান। কেবল হিংসা আর হানাহানি!

কোরাস — প্রেমকে গ্রাস কচ্ছে হিংসার হলাহল।

উপস্থাপক — এই ধ্বংসের উন্মাদনা থেকে সবধর্মই মুক্তি চায়।

কোরাস — মুক্তি চায়! সর্বধর্ম মুক্তি চায়!! মুক্তি! মুক্তি!

[আবহ বাদ্যধ্বনিতে মন্দিরের মাঙ্গলিক শঙ্খ, ঘন্টা বাদ্যধ্বনি, মসজিদের আজান, গির্জার ঘন্টা ধ্বনি, শিখগ্রন্থের পাঠ ধ্বনি শোনা যেতে থাকবে। কোরাসের সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে রঘুপতিসহ বিসর্জনের থেমে যাওয়া দৃশ্যাভিনয়ের পূর্ববর্তী অবস্থায় দাঁড়িয়ে ফ্রিজ হয়ে থাকবে। এই অংশের আলো বাড়বে। আগে ডিম থাকবে।]

উপস্থাপক — নাও। তোমরা আবার শুরু কর হে শিল্পীরা।

[প্রস্থানোদ্যত হয়ে মঞ্চের এক কোণে যাবে। অন্যদিকে তাদের অভিনয়

শুরু হবে। যথাস্থানে উপস্থাপক ঘুরে সংলাপ বলবে।]

গণেশ — অস্ত্র কেন ঠাকুর?

রঘুপতি — মায়ের পূজো বন্ধ করার জন্যে রাজার সৈন্য আসছে।

উপস্থাপক — [ঘুরে] অবজেকশান রঘুপতিজী। মায়ের পূজো বন্ধ করার কথা কিন্তু রাজা কক্ষনো বলেননি। বলেছেন শুধু মায়ের নামে জীব হত্যা বন্ধ কর। ব্যাচ, সেই তিলকে আপনি তাল কচ্ছেন? [দর্শককে] দেখলেন কান্ডটা আপনারা, রঘুপতিরা নিজের ধান্দা ঠিক রাখতে সরল মতি প্রজাদের কিভাবে মনগড়া কথা বলে। ক্ষেপিয়ে তোলে। .... আপাততঃ আমার কথা শেষ। তোমাদের কথা শুরু হোক। [প্রস্থান]

হারু — সৈন্য আসছে প্রভু, তবে আমরা প্রণাম হই। [সকলের প্রস্থানোদ্যম

রঘুপতি — [সরোষে] দাঁড়া তোরা।

জয়সিংহ — যেতে দাও প্রভু -- প্রাণ ভয়ে
এরা ভীতবুদ্ধিহীন। আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে।
ভীরুদের যেতে দাও।

রঘুপতি — [স্বগতঃ] সেকাল গিয়েছে। অস্ত্র চাই, অস্ত্র চাই -- শুধু ভক্তি নয়। [প্রকাশ্যে] জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা [বাহিরে বাদ্যোদ্যম]

জয়সিংহ — সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রাণীর পূজা।

সকলে — ওরে, ভয় নেই -- সৈন্য কোথায়? মা'র পূজা আসছে।

হারু — আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেবা শীঘ্র এদিকে আসছে না।

কালু — ঠাকুর, রাণীমা পূজো পাঠিয়েছেন।

রঘুপতি — জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন কর। [জয়সিংহের প্রস্থান]

[পুরবাসীর নৃত্যগীত, ধূপতি নৃত্য বা উলঙ্গিনী নাচের অভিব্যক্তি মঞ্চে। গোবিন্দের প্রবেশ।]

গোবিন্দ — চলে যাও হেথা হতে -- নিয়ে যাও বলি। রঘুপতি, শোন নাই আদেশ আমার?

রঘুপতি — শুনি নাই।

গোবিন্দ — তবে তুমি এরাজ্যের নহ।

রঘুপতি — নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদন্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে,
মুকুট ধূলায় পড়ে লুটে। কে আছিস,
আন্ মার পূজা। [বাদ্যোদ্যম]

গোবিন্দ — চুপকর্ (অনুচরের প্রতি)
কোথা আছে সেনাপতি, ডেকে আন্। হায় রঘুপতি
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল ধর্ম।
লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিক দল ....

[উপস্থাপকের প্রবেশ। ওরা তখন ফ্রিজ হবে]

উপস্থাপক — লজ্জা পেয়ে লাভ নেই হে মহারাজ। মৌলবাদী রঘুপতিরা যদি মিষ্টি কথায় তুষ্টই হবেন, তবে ধর্মস্থানে সৈন্যের কি দরকার। [রাজা ও রঘুপতিকে] ওহে শিল্পীরা, ফ্রিজ হয়ে থেকোনা। তোমরাও চালিয়ে যাও। দুই পক্ষের সংলাপ চলবে এখন মঞ্চে। যখন যেটা বেশী জরুরী — সেটাই শোনা যাবে।

[তারা শ্লো মোশানে মাইম অভিনয়ে বলাবলির ভঙ্গী করবে। পরিচালকের প্রবেশ। আলো তাদের ধরেছে। বিসর্জন শিল্পীদের আলো স্তিমিত হবে।]

পরিচালক — [উপস্থাপককে ধরে] ওহে, মহারাজকে এখানে হাইলাইট করো। স্কোপ রয়েছে।

উপস্থাপক — হ্যাঁ মহারাজ –

[পরিচালক প্রম্পট করবে। ওটা শুনে বলতে চেষ্টা করবে উপস্থাপক। একসময় পরিচালকের প্রম্পটের গতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে উপস্থাপকের কথা বন্ধ হবে। আগ বেড়ে কেবল পরিচালকের কথাই শোনা যাবে।]

পরিচলক — বল, আপনি কি জানেন --

উপস্থাপক — আপনি কি জানেন –

পরিচালক — রঘুপতি আপনার বিরুদ্ধে --

উপস্থাপক — রঘুপতি আপনার বিরুদ্ধে –

পরিচালক — কি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র করে চলেছেন।

উপস্থাপক — ষড়যন্ত্র করে চলেছেন।

পরিচালক — রাণী... হাত ক...ছেন .... প্রজাদের

উপস্থাপক — রা...ক .... [পরিচালকের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনা। বিড়বিড় ক... ...সহায়ের ... সংলাপ বন্ধ করে পরিচালকের কথা শোনে।]

পরিচালক — প্রজা...র বিদ্রোহী ...রে তুলছেন।

কোরাস — [হিসি... শব্দে বলবে] বিদ্রোহী! [উভয়ের সংলাপ হবে দ্রুত]

পরিচালক — জয়সিংহ বেচারা ...জীর কারসাজী বুঝে উঠতে পাচ্ছে না।

কোরাস — রঘু... কারসাজী

পচিালক — ষড়... আপনার ... বাইরে।

কোরাস — ষড়য... ষড়যন্ত্র!!

পরিচালক — স্বার্থ র...র জন্যে র...পতিরা সব কত্তে পারে হে মহারাজ।

কোরাস — স... ক...ে পারে।

উপস্থাপক — হ্যাঁ, ধর্মস্থানে নষ্টামি ...খতে আপনি যে সেখানে সৈন্য মোতায়েন করেছে..., এর অপব্যাখ্যা করে আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত হতে পারে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা আপনাব প্রাণ নাশের চেষ্টাও কত্তে পারে। কি, ঠিক বলেছি তো?

পরিচালক — ঠিক। ...বে আরো বল... ...চিত যে রাজন, — একদিন যে রক্ত দেখে আপনি শিউরে উঠেছিলেন যে — 'এত রক্ত কেন', শতবর্ষ পরেও তাকিয়ে দেখুন — শুধু ... কেন, বিশ্বজুড়েই ধর্ম নিয়ে কত বলি, কত খুন -- [আবহ ধ্বনি শোনা যাবে। আর্তনাদের হামি নীচু গ্রামে।]

উপস্থাপক — মুহূমুর্হু রক্তে লালে লাল হ...ে চলেছে পৃথিবীর মাটি।

পরিচালক -- জাতি ধর্মের নামে চলেছে --

কোরাস — বিভেদ, হিং..., খুনাখুনি আর ...নাহানি।

পরিচালক --- রঘুপতিদের হা... থেকে আজো আমাদের নিস্তার নেই। ...সন্য দিয়ে ধর্মরক্ষার বিপদ থেকেও আমাদের মুক্তি নেই — হে মহারাজ! [প্রস্থান]

কোরাস — হায় ধর্ম!

উপস্থাপক — আপনার মত ...রে 'এত রক্ত কেন' ...বার এত আপনজনও আজ আমাদের নেই ...হ রাজন -- ...হ! [...]

কোরাস — নেই! নেই!! [ঘুরতে ঘুরতে প্রস্থান]

[পরিচালক ও উপস্থাপকের উপরোক্ত অংশ চলাকালীন বিসর্জনের ৪৮ পৃঃ অনুযায়ী বিসর্জনের চরিত্ররা মাইমে অভিনয় করবে। জয়সিংহ একসময় রাজার পদতলে নতজানু হবে। রঘুপতি জয়সিংহকে ধম্‌কে তুলে নেবে। কিছু বলবে, যেমন —'আমি যার গুরু, এ সংসারে এই পদতলে তার একমাত্র স্থান' — ইত্যাদি বলাবলি করে রঘুপতি ও জয়সিংহ প্রস্থান করবে। এই অংশের আলো এতোক্ষণ অবশ্যই ডিম থাকবে। উপস্থাপকের 'এত রক্ত কেন' সংলাপ সময়ে আবাহ সঙ্গীত ধ্বনিতে মেলোডিয়াস টিউনে 'আঃ আঃ' ধ্বনিতে হামিং চলতে পারে। সঙ্গে দূরাগত ঢাকের কুর কুর বাদ্যধ্বনি বাড়তে কমতে পারে। সকলের প্রস্থানের পর গোবিন্দের সংলাপ শুরু হবে। আবহ শব্দ ধ্বনি বন্ধ। যেন এক গভীর নীরবতা ভেদ করে রাজার সংলাপ শোনা যায়।]

গোবিন্দ — এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তারা!
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহংকার! [প্রস্থান]

[শুরু হবে পোস্টারবাহী বাদ্য কথাকলি ঢংয়ে। পোস্টার বহনকারী পোস্টার বহন করে তালে তালে মঞ্চে আসবে। দাঁড়াবে। পোস্টারে লেখা থাকবে -- "হত্যার রাজনীতি।" পোস্টারের পেছনে কথাকলি আঙ্গিকে চরিত্ররা আসবে।]

পোস্টারবাহী কণ্ঠে — হত্যার রাজনীতি, তাও ধর্মের নামে, প্রেমিক শাসকের বিরুদ্ধে অহংকারী, প্রতাপী পুরুতের ষড়যন্ত্র, এখনো থেমে নেই। [বাদ্য বাজবে, পোস্টারবাহী প্রস্থান করবে। চরিত্ররা থাকবে। তারা ইতিমধ্যে নিজেদের পজিশান নেবে মঞ্চে। চরিত্র থাকবে রঘুপতি, জয়সিংহ ও নক্ষত্র। সময় সন্ধ্যা, ঝিঁ ঝিঁ শেয়াল ইত্যাদি ডাক।]

নক্ষত্র — কী জন্য ডেকেছ গুরুদেব?

রঘুপতি — কাল রাত্রে, স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্র — [যেন রাজকীয় শিঙ্গা ধ্বনি শোনে] আমি হব রাজা! হা হা! বল কী ঠাকুর! রাজা হব? একথা নূতন শোনা গেল!

রঘুপতি — তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্র — বিশ্বাস না হয় মোর।

রঘুপতি — দেবীর স্বপন সত্য। রাজটিকা পাবে তুমি, নাহিকো সন্দেহ।

নক্ষত্র — নাহিকো সন্দেহ ! কিন্তু, যদি নাহি পাই ?

[আবহ ধ্বনিতে সাপের হিস হিস ফোঁসানীর শব্দ ভেসে আসে।]

সঘুপতি — আমার কথায় অবিশ্বাস !

নক্ষত্র — অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই, কিন্তু দৈবাতের কথা -- যদি নাই হয় !

রঘুপতি — অন্যথা হবে না কভু।

নক্ষত্র — অন্যথা হবে না ?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা' পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।
বড়ো ভয় করি তারে -- বুঝেছ ঠাকুর ?
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘুপতি — মন্ত্রীত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

নক্ষত্র — আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু, হে ঠাকুর সবই যদি
জানো তুমি, বলো দেখি কবে রাজা হব।

রঘুপতি — রাজরক্ত চান দেবী। [আবহ সঙ্গীতে সাপুড়ীয়া বীণের ধ্বনি]

নক্ষত্র — রাজরক্ত চান !

রঘুপতি — রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।

নক্ষত্র — পাব কোথা ?

রঘুপতি — ঘরে আছে গোবিন্দ মাণিক্য,
তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্র — তাঁরি রক্ত চাই !

রঘুপতি — স্থির হয়ে থাকো জয়সিংহ, হোয়োনা চঞ্চল —

বুঝেছ কি? শোনো তবে — গোপ... তাঁহারে
বধ করে, আনিবে সে তপ্ত রাজর...
দেবীর চরণে। ....

[হঠাৎ পরিচালকের প্রবেশ। আ... তাকে ধ...ছে। বীণের ধ্বনিও হঠাৎ বন্ধ হবে।]

পরিচালক — ওয়েট, ওয়েট এ বীট মিস্টার রঘুপ... নক্ষত্র ... ভ জয়সিংহ। ওহে উপস্থাপক — [সে আসে এবং পরি... ক তা... হাতে একটা চিরকুট কাগজ দেয় এক পাতার।]

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অংশটা তদন্ত রিপোর্টে এ্যাড করে দেবে। [বিসর্জন শিল্পীরা এদের লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে।]

উপস্থাপক — [কাগজে চোখ দিতে চেষ্টা করে] এ আবার কি? কি আছে এতে?

পরিচালক — দ্যাখই না।

উপস্থাপক — [দেখতে দেখতে বলবে বাকী অংশ, কখনো দেখে, কখনো না দেখে। অনেকটা নকলের ভঙ্গীতে।]

হ্যাঁ, আর্ট ফর হিউম্যান শেক্ বলে একটা কথা আছে। [চোখ তুলে] মানে থ্রো আর্ট - দুষ্টদের শায়েস্তা করার জন্যে শিষ্টদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন। পরম পুরুষের কথায় লোকশিক্ষে !

পরিচালক — তাই বটে!

উপস্থাপক — [দেখে] হ্যাঁ, এখানে রঘুপতিও চক্রান্ত কচ্ছে রাজাকে মানে রাষ্ট্র প্রধানকে হত্যার।

পরিচালক — যেটা শুধু ত্রিপুরায় নয়, গোটা ভারতবর্ষে --

উপস্থাপক — [না দেখে] তথা বিশ্বজুড়ে ।

পরিচালক -- হ্যাঁ, জাতি-ধর্ম ও বর্ণের নামে বিশ্বজুড়ে কত ষড়যন্ত্র! কত রাষ্ট্র প্রধানের বলি!

উপস্থাপক — [না দেখে] তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানদের হত্যার চক্রান্তে কি ব্যবস্থা নেয়া যায়?

পরিচালক — আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় ঐ চক্রান্তকারীদের। আর্জি পেশ করা যায়। -- হে মাননীয় আদালত — [আদালতী ভঙ্গী]

উপস্থাপক — [দেখে] ভ্রাতৃবিরোধ বাধানো, হত্যার রাজনীতি, ধর্মীয় বিভ্রান্তি এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার উস্কানি দেয়ার অপরাধে ঐ রঘুপতিরা

অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য।

পরিচালক — সুতরাং হে মহামান্য ধর্মাবতার, আই পি সি-র এ্যামেন্ডমেন্ট অনুযায়ী খুনের মূল আসামী ও উস্কানি দাতা সমঅপরাধে অপরাধী। বিবেচনায় ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪ ধারা আইনী বলে রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধে ঐ নক্ষত্র ও রঘুপতিদের কেন যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেয়া যাবে না --

উপস্থাপক — [না দেখে] তাদের সে কারণ দর্শাতে আদেশ দিতে মহামান্য আদালতের আজ্ঞা হতে পারে।

পরিচালক — হতে পারে।

উপস্থাপক — রিয়্যালী, আইনী পরামর্শের এই ব্যাপারগুলো ফাইন্যাল স্টেজে মনে রাখতে হবে তো!

পরিচালক — রাইট। তবে মাননীয় রঘুপতিজী, তাঁর প্রভুত্ব, গুরুগিরি, ধর্মীয়পদ, সর্বোপরি রাজকীয় মর্যাদায় কিন্তু রাজা প্রজা সকলের চোখেই এখনো সম্মানিত।

উপস্থাপক — অবশ্য যদিও যে কোন ভাবেই হোক, রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী হিসেবেও তিনি চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য।

পরিচালক — তথাপি তিনি জেনে রাখুন, তাঁকে প্ররোচনামূলক কারান্তরাল করে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে --

উপস্থাপক — কোন প্রকার জরুরী বা দুরভিসন্ধিমূলক --

উভয়ে — কোন আইন প্রয়োগের সুপারিশই আমাদের তরফ থেকে করা হবে না।

পরিচালক — বরং তাঁর আত্মপক্ষের সমর্থনে পরের শুনানীতে যা বলার তিনি বলতে পারেন। [প্রস্থান]

উপস্থাপক — কী গেরোরে বাবা! রঘুপতির পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে কেঁচো খুঁড়তে কত বিষাক্ত সাপই না বেরিয়ে পড়ছে। যাক্ আপাততঃ রঘুপতির ঐ ডায়লগ দিয়েই শুরু করা যাক। -- "জয়সিংহ, স্থির যদি" ....

[পূর্বের আবহ সঙ্গীত শোনা যাবে এবং ঐ দৃশ্যে আলো বাড়ে। উপস্থাপক মঞ্চে অন্ধকারে থাকবে।]

রঘুপতি — জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পারো, চলে যাও অন্য ঠাঁই। --

বুঝেছ নক্ষত্র রায়? দেবীর আদেশ,
রাজরক্ত চাই -- শ্রাবণের শেষ রাত্রে।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা -- জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়, তোমার শোনিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।
[উপস্থাপকের ওপরে আলো, অন্যদিকে আলো কমে। চরিত্ররা আবার স্থির হবে।]

উপস্থাপক — অনারেবল দর্শকমন্ডলী, রঘুপতির তদন্তে এখানে আরো কিছু ক্লু পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেছেন -- "দেবীর আদেশ, রাজরক্ত চাই" -- বলেছেন কিনা মিষ্টার রঘুপতি?

রঘুপতি শিল্পী — হ্যাঁ।

উপস্থাপক — কিন্তু আমরা সকলেই জানি দেবী মোটেই সে কথা বলেননি। আপনার কথাই দেবীর কথা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। [হেসে] কি তাই না?

রঘুপতি শিল্পী — জানি না।

উপস্থাপক — [হেসে] জানেন। আরো জানেন যে একথাও বলেছেন -- "তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী তখন সময় আর নাই বিচারের।" বলুন, রঘুপতি ঠাকুর, বলেছেন কিনা?

রঘুপতি শিল্পী — [সজোরে] হ্যাঁ, হ্যাঁ। যা বলার তাই বলেছি।

উপস্থাপক — [দর্শককে] বাসরে! প্রভুজীর গলা শুনে মনে হলো হয়তো তাঁকে নিয়ে তদন্ত চলছে বলে উনি ইনসাল্ট ফিল কচ্ছেন। করুন। তবু আমরা তো এখন আর পিছোতে পারি না। কিন্তু হে প্রভু, দেবীর নামে সরল মানুষের সঙ্গে কেন এই বিশ্বাসঘাতকতা?

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক -- এখানে এ মন্তব্যটা জুড়ে দাও। সোনার হরিণের মিথ্যা মোহ বুঝতে না পেরে সীতার যে দুর্গতি হয়েছিল, সাধারণ মানুষের অবস্থাও তাই। কালীর নামে বিচারের সময় নেই বলে সাধারণের বিচার বুদ্ধিকে ধাপ্পা মেরে, মগজ ধোলাই করে জনগণকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কারা?

উভয়ে — আপনারা। আপনাদের মত স্বার্থবাদী, ধর্মান্ধরা।

পরিচালক — হ্যাঁ, এবার নক্ষত্রকে বলতে দাও। এসো, [উভয়ের প্রস্থান, ঐ দিকে আলো ও আবহ ধ্বনি বাড়ে]

নক্ষত্র — সর্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো

রঘুপতি — মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্র — বলে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে।

রঘুপতি — প্রস্তুত হইয়া থাকো! যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন, কার্যসিদ্ধি
যতদিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।

নক্ষত্র — হে মা কাত্যায়নী! [প্রস্থান]

জয়সিংহ — একি শুনিলাম! দয়াময়ী মাতঃ
একি কথা! তোর আজ্ঞা। ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননী! — গুরুদেব ? হেন আজ্ঞা
মাতৃআজ্ঞা বলে করিলে প্রচার!

[উপস্থাপকের প্রবেশ। আলো এদিকে, অন্যদিকে কম আলো।]

উপস্থাপক — ওয়েট এ বীট মিস্টার রঘুপতি এ্যান্ড জয়সিংহ। 'একি শুনিলাম' - বলে জয়সিংহ তুমি যা বলেছ — আমাদের তদন্তে সেই অংশটাও খুব জরুরী। তোমাকেও আমরা ঠেঁসে ধরছি একে একে। যেমন এক, তুমি দেখতে পাচ্ছ রঘুপতি মিছে কথা বলছেন। দুই, তিনি পুরুতগিরির ঠাই বজায় রাখতে নিজের কথা দেবীর কথা বলে প্রচার কচ্ছেন। তিন — ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যার ষড়যন্ত্র কচ্ছেন। আর সবচেয়ে আপত্তির হলো চার— ক্ষমতার লোভে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করে তুলছেন। এবং তুমি তার সাক্ষী। স-ব জান।

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — তাকেও অভিযুক্ত কর যে তবু তুমি তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিবাদ কচ্ছো না। অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ কচ্ছো। মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্বের কাছে তোমার বিবেকবুদ্ধি পরাজিত। এত সব অন্যায়কে সহ্য করাও কি

অন্যায় নয়? এবং এই অন্যায়ের জন্যে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে কী কৈফিয়ৎ দেবে তুমি?

উপস্থাপক — বটে! সিস্যুয়েশন অনুযায়ী তোমার মন্তব্যের সঙ্গে একমত হতেই হবে।

পরিচালক — এবার আপাততঃ তোমার প্রস্থান হবে।

উপস্থাপক — তবে বাকী অংশ?

পরিচালক — কিছুটা এডিট করে নিয়েছি। জয়সিংহ আর রঘুপতিরও প্রস্থান হবে এখন। জয়সিংহ ভ্রাতৃহত্যা ঘটতে দেবে না। রাজরক্ত সেই আনবে দেবীর জন্যে। পূণ্য হবে তার। তাই। তবে এখনই নয়।

উপস্থাপক — এখন তবে কার প্রবেশ হবে?

পরিচালক — গোবিন্দ মাণিক্যের। রঘুপতির আরো কিছু ধাপ্পাবাজীর তদন্ত চাই। রাজা প্রজা সবার কাছেই তাঁর মতলববাজ চেহারাটা ধরা পড়ুক। তাই এবার রাজার পালা। চল আমরা। মিউজিক স্টার্ট। লাইট চেঞ্জ। [সকলের প্রস্থান হবে। রাজার মন্দির চত্বরে প্রবেশ। আলো সেখানে। মন্দিরবোধক মিউজিক শোনা যাবে।]

গোবিন্দ — রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি মহাদেবী।
ভক্তি শুধু — হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ.জগতে দুর্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়ই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রূর, লোভ বড় নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ - গর্ব চলে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে।
হেথা স্নেহ - প্রেম অতি ক্ষীণ বৃন্তে থাকে,
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও জননী, যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার! ....
রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,
প্রকাশিবে রাক্ষসী আকার। এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক।

[জয়সিংহের প্রবেশ। আলো তাকে ধরেছে, মন্দিরে বড় ঘন্টাবাজে কয়েকবার]

জয়সিংহ — বল চন্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল, বল্ নিজমুখে,
বল মানব ভাষায় বল্ শীঘ্র — সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?

রঘুপতি — (নেপথ্যে) চাই।

জয়সিংহ — তবে মহারাজ, নাম লহো ইষ্ট দেবতার। কাল তব নিকটে এসেছে।

গোবিন্দ — কী হয়েছে জয়সিংহ?

জয়সিংহ — শুনিলেনা নিজ কর্ণে? দেবীরে শুধানু
সত্যই কি রাজরক্ত চাই -- দেবী নিজে
কহিলেন 'চাই'।

গোবিন্দ — দেবী নহে জয়সিংহ
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে
পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ — কহিলেন রঘুপতি!

অন্তরাল হতে? — নহে নহে, আর নহে!
কেবলই সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারিনে আর। যখনি কূলের
কাছে আসি, কে মোরে ঠেলিয়া দেয় যেন
অতলের মাঝে! ....

[শুরু হবে জয়সিংহের দ্বন্দ্বমুখর অভিব্যক্তি। এই দৃশ্যে আলো, আবহ বাদ্যধ্বনি, দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি হবে লিরিক্যাল। সব মিলে ঐকতান সৃষ্টি হবে। আলো রঘুপতি, রাজা ও জয়সিংহের ওপর বিভক্ত হয়ে তাদের দৃশ্যায়িত করবে। আবহ বাদ্যযন্ত্রে তীব্র ও কোমল বা মাধুর্য ধ্বনিপূর্ণ যন্ত্র ব্যবহৃত হবে। শেষাংশে নানা যন্ত্রের মিশ্রণ হতে পারে। জয়সিংহ, রাজা ও গুরুর টাগ অব ওয়ারের মত টানা পোড়নের অভিব্যক্তি হবে ব্যলে ফর্মের নৃত্যালু ঢংয়ে। জয়সিংহের দ্বন্দ্বমুখর দৃশ্যের শুরুতে আবহ বাদ্যধ্বনি বাজবে জয়সিংহের তীব্র অসহায় অবস্থা বোঝাতে। এসময়ে মঞ্চের অন্যান্য আলো নিভে শুধু জয়সিংহের মুখে আলো কেন্দ্রীভূত হবে। জয়সিংহ দ্বন্দ্বে বিস্ফোরিত। কি করবে ভেবে পায় না।

কিছুক্ষণের মধ্যে মন্দির প্রান্তের কোন দিকে প্রায় ছায়ান্ধকার সিল্যুটের আলো জ্বলে উঠবে। সেখানে দেখা যাবে গুরুকে। বাদ্যধ্বনি দৃশ্যের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে। পূর্ব বাদ্য যন্ত্রের বদলে এবার তীব্র বাদ্য বাজবে। জয়সিংহ সে দিকে তাকাবে। গুরুকণ্ঠে হিসিং শব্দে উচ্চারিত হবে 'জয়সিংহ'। জয়সিংহ মন্ত্রমুগ্ধের মত সে দিকে আকর্ষিত হবে। ধীরে গুরুর বিপরীত কোন স্থানে রাজার ওপরে মৃদু আলো জ্বলবে। বাদ্য ধ্বনি মাধুর্যে পরিবর্তিত হতে থাকবে সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহ সেদিকে তাকাবে। গুরু কণ্ঠের মত রাজার কণ্ঠে 'জয়সিংহ' ধ্বনি শুনতেই সেদিকে সে আকর্ষিত হবে। তারপর বাদ্যধ্বনির বদল হতে থাকবে একবার গুরুতে তীব্র ও মধুর ধ্বনি অনুযায়ী জয়সিংহের কণ্ঠে একবার গুরুদেব বলে সেদিকে আকর্ষণ ও আবার মহারাজ বলে সেদিকে আকর্ষণ দেখা দেবে। টাগ অব ওয়ারের রজ্জুর মত টানা পোড়ন অবস্থা জয়সিংহের। ৩/৪ বার অনুরূপ হওয়ার পর শুধু আবহ বাদ্য ধ্বনির [ডাক বন্ধ হয়ে যাবে] সঙ্গে টানাপোড়ন চলবে। জয়সিংহের ঐ অবস্থায় তার ওপরে কেন্দ্রীভূত আলো বিবর্তিত হয়ে ফাটা ফাটা আলোর ঢেউয়ের দোলা চলবে। এ অবস্থা ৩/৪ বার। তারপর উভয় বাদ্যধ্বনির মিশ্রণ ধ্বনি শোনা যাবে। রঘুপতির আলো নিভবে। এর প্রস্থান। গোবিন্দের আলো মুছে সেও অন্ধকারে মঞ্চে থাকবে। ঐ মিলিত বাদ্যধ্বনিকালে জয়সিংহ মাঝমঞ্চে ঝড়ের দোলায় কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে দুলছে। অল্পক্ষণ। আরো বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রিত ধ্বনি এবার তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করবে। জয়সিংহ ছুরি উন্মোচন করবে। জ্বলে উঠবে রাজার জোনের আলো। জয়সিংহ ছুরি হাতে উন্মত্তের মত ঘোরপাক খেতে খেতে রাজার চারপাশে ঘুরবে। আলো তখন শুধু এখানে। জয়সিংহ পাক খেতে খেতে একসময় ছুরি ফেলে মন্দিরের দিকে ছুটে যাবে। আলো তাকে অনুসরণ করবে। রাজার আলো ডিম হবে। জয়সিংহ মন্দির চত্বরে এলে আবহ ধ্বনি বন্ধ হবে।]

জয়সিংহ — [আকূল আর্তকণ্ঠে] ফুল নে মা। নে মা! ফুল নে মা!
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়। এও যে রক্তের মতো রাঙা, দু'টি
জবা ফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহ বেদনার মতো।
নিতে হবে! এই নিতে হবে!

আমি নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব।
রাঙা তোর আঁখি! তোল্ তোর খড়্গ! .... আমি নাহি ডরি।
একী হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
একদণ্ডে বিসর্জন দিনু ——

[রাজার আলো কমতে থাকবে, 'জবাফুল' সংলাপে রাজার প্রস্থান। এই আলো নিভবে।]

[রঘুপতির প্রবেশ। জয়সিংহ গুরুর পায়ে ছিটকে পড়ে। স্থির চিত্রের মত অল্পক্ষণ। শুরু হলো আবার রঘুপতি ব্যাঞ্জক তীব্র আবহ্ বাদ্যধ্বনি। জয়সিংহ একবার গুরুর মুখে আবার পায়ে দৃষ্টি মেলে। রঘুপতি এবার তাকে তুলে নিয়ে মন্দিরের দিকে প্রস্থান করে। আলো ও বাদ্য বন্ধ হবে। অন্যদিকে উপস্থাপকের প্রবেশ। আলো তাকে ধরেছে।]

উপস্থাপক — আমাদের পরিচালক ঠিকই বলেছেন। দৃশ্যটি তদন্তের পক্ষে খুবই জরুরী। জয়সিংহ বেচারা গুরুর জারি জুরি বুঝে নিচ্ছে। কিন্তু মেরুদন্ডটি সোজা করে অন্যায়ের প্রতিবাদ কত্তে পাচ্ছে না। জয়সিংহের চরিত্রের এই দুর্বল দিকটি যদি সব শিষ্যদের পেয়ে বসে তবেই সেরেছে আর কি! অবশ্য আজকের দিনেও এমন জয়সিংহের বোধ হয় অভাব নেই। [পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — তুমি এসো। এখন প্রজাদের পালা।

উপস্থাপক — কি রকম?

পরিচালক — ধর্মের ইজারাদার রঘুপতিরা প্রজাদের কিভাবে বুদ্ধু বানায়, এবার তারও কিছু তদন্ত করা যাক। কই এসো হে তোমারা [প্রজাদের প্রবেশ]

উপস্থাপক — এরকম প্রজা শুধু ত্রিপুরা নয়, গোটা দেশেই তো ছড়িয়ে আছে।

পরিচালক — তা আছে। এখন ওদের এ্যাক্টিংয়ের চান্স দাও। এসো।

[উভয়ের প্রস্থান। প্রজারা মন্দির চত্বরে। তাদের গুণগুণাদি শোনা যায়। *আলো সেখানে। রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ।*]

রঘুপতি — তোরা এখানে সব কী করতে এলি?

সকলে — আমারা ঠাকুরণ দর্শন কত্তে এসেছি।

রঘুপতি — বটে। দর্শন কত্তে এসেছে। এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে। ঠাকুরুণ কোথায়? ঠাকুরুণ এরাজ্য থেকে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুণকে রাখতে পারলি কৈ তিনি চলে গেছেন।

সকলে — কী সর্বনাশ। সে কি কথা ঠাকুর! আমরা কী অপরাধ করেছি।

অক্রূর — চুপ কর্ তোরা। আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হয়েছিল?

রঘুপতি — মা'র জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিসনে, এই তো তোদের ভক্তি।

অনেকে — রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কি করব?

রঘুপতি — রাজা কে? মার সিংহাসন তবে কী রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক, দেখি তোদের রাজা কি করে রক্ষা করে।

[সকলের গুণ গুণ স্বরে কথা]

অক্রূর — চুপ কর্। সন্তান যদি অপরাধ করে থকে, মা তাকে দন্ড দিক, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে একি মা'র মতো কাজ? বলে দাও কী করলে মা ফিরবে।

[নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন]

রঘুপতি — তবে তোরা দেখবি? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকরুণকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ্।

[যেন মন্দিরের দ্বার খোলে। সকলে দেখে যেন প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ]

সকলে — ওকি! মার মুখ কোন দিকে?

সকলে — ওমা, ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! একবার ফিরে দাঁড়া! মা কোথায়! মা কোথায়! আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা। আমরা তোকে ছাড়ব না। চাইনে আমাদের রাজা। যাক রাজা মরুক রাজা!

জয়সিংহ — [রঘুপতির কাছে এসে] প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না?

রঘুপতি — না।

জয়সিংহ — সন্দেহের কি কোন কারণ নেই?

রঘুপতি — না।

জয়সিংহ — সমস্তই বিশ্বাস করব?

রঘুপতি — হ্যাঁ।

[অপর্ণার প্রবেশ]

অপর্ণা — [কাছে এসে] জয়সিংহ! এসো জয়সিংহ, শীঘ্র এসো এ মন্দির ছেড়ে।

জয়সিংহ — বিদীর্ণ হইল বক্ষ।

[রঘুপতি, অপর্ণা জয়সিংহের প্রস্থান প্রজারা স্থির দাঁড়িয়ে, উপস্থাপক প্রবেশ করে]

উপস্থাপক — প্রতিমা পেছন ফিরে গেছে। রঘুপতি বলে গেছে। সরল প্রাণ প্রজারা তাই বিশ্বাস করে বসে আছে। ধর্মের পান্ডারা যা বলে সরল মনে আমরা তাই বিশ্বাস করি কিনা! -- ওরে বাবা, মহারাজ আসছেন। দেখা যাক, রঘুপতি প্রজাদের যেভাবে ক্ষেপিয়ে তুলেছে আমাদের রাজা মশাই কি করে তা সামাল দেন। [প্রস্থান, রাজার প্রবেশ]

প্রজাগণ — রক্ষা করো মহারাজ, আমাদের রক্ষা
করো — মাকে ফিরে দাও।

গোবিন্দ — বৎসগণ, কর
অবধান। সেই মোর প্রাণপন সাধ --
জননীরে ফিরে এনে দেব।

প্রজাগন — জয় হোক
মহারাজ, জয় হোক তব!

গোবিন্দ — একবার শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে
নিসনি জনম? মাতৃগণ তোমরা তো
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহ সুধা - বলো দেখি মা কি নেই?
মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন,
.... আজিও
সে পুরাতন মাতৃস্নেহ রয়েছে বসিয়া
ধৈর্যের প্রতিমা হয়ে। সহিয়াছে কত
উপদ্রব কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর -- ....
... বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে দুর্বলের
তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আজ
কি এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা

যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল
চিরমাতৃহীন করে অনাথ সংসার।
বৎসগণ, মাতৃগণ, বলো, খুলে বলো —
কী এমন করিয়াছি অপরাধ?

কেহ কেহ — মা'র

বলি নিষেধ করেছ! বন্ধ মা'র পূজা?

গোবিন্দ — নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা! ....
..... দন্ডে দন্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপান লোভে?
হেন মাতৃ অপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহ স্মৃতি মাঝে
ব্যথা বাজিল না? মনে পড়িল না মা'র
মুখ? — 'রক্ত চাই' 'রক্ত চাই' গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থর থর — নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্ত মত্ততায় —
এই কি মায়ের পরিবার? পুত্রগণ,
এই কি মায়ের স্নেহছবি,

প্রজাগণ — মূর্খ মোরা,
বুঝিতে পারিনে। [উপস্থাপকের প্রবেশ]

উপস্থাপক — জয় হোক মহারাজ। আপনাকে একটু ডিস্টার্ব কচ্ছি। আমাদের পরিচালকের নির্দেশে আমাকে এই অসময়ে আসতে হলো। আমাদের তদন্তের কিছু ক্লু এখানে পাওয়া যাচ্ছে। [পরিচালক প্রবেশ করে উপস্থাপককে বলে]

পরিচালক — আরে আমাদের তদন্ত রিপোর্টে মহারাজাকে যোগ্য নেতৃত্বের রেফারেন্স হিসেবে কাট্ কর। বল, হে রাজন, ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আপনি ক্ষিপ্ত প্রজাদের ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা না করে প্রিয় ভাষণে, মিষ্টি কথায়, তাদের মনের সন্দেহ দূর কচ্ছেন। যুক্তি দিয়ে তাদের বোঝাচ্ছেন। আর্জি জানাও।

উপস্থাপক — [যাত্রা ঢংয়ে] ধর্ম নিয়ে ধর্মের পান্ডারা আজো আমাদের জনজীবনকে বিপথে উস্কানি দিচ্ছে হে মহারাজ। কত ভুল পথে চালাচ্ছে। হানাহানি খুনোখুনিতে মদত দিচ্ছে। আমাদের এখন রাজা নেই। আছে শাসক, জননেতা।

পরিচালক — বল, আমরা চাই আপনার মতই যুক্তি দিয়ে নেতারা আমাদের ধর্মে সহনশীল করে তুলুন। সৎপথে চালনা করুন। আপনার মত গদীর লোভ ছেড়ে তারাও যেন সত্যই প্রজাদরদী হোন।

উপস্থাপক — এটাই মোদ্দা কথা। আসলে ঐ প্রজাদের মতই বলতে হয় ....

উভয়ে — মূর্খ মোরা, বুঝিতে পারিনে [উভয়ের প্রস্থান। চরিত্রের আলো বাড়ে।]

গোবিন্দ — বুঝতে পারো না! শিশু
দু'দিনের, কিছু যে বোঝে না আর, সেও
তার জননীরে বোঝে। সেও বোঝে,
ভয় পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে, সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে, সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মা'র মুখ চেয়ে। তোরা
কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মাকে গেলি
ভুলে? বুঝিতে পারো না মাতা দয়াময়!
বুঝিতে পারো না জীবন জননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে!
বুঝিতে পারো না - ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল। ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাব তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,
কী ভৎর্সনা অভিমান ভরা ছল ছল
নেত্রে তাঁর! দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দন্ডে চিনিতিস আপনার মাকে।

[অপর্ণার প্রবেশ]

প্রজাগণ — আপনি চাহিয়া দেখো,
বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের পরে

অর্পণা — [মন্দিরের দিকে এগিয়ে]

বিমুখ হয়েছে মাতা! আয় তো মা, দেখি,
আয়তো সম্মুখে একবার।
[প্রতিমা ফিরায়ে যেন] এই দেখো
মুখ ফিরায়েছে মাতা। [প্রস্থান]

সকলে — ফিরিছে জননী
জয় হোক! জয় হোক!
[সকলের গান]

(গান) থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই?
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই?
[উপস্থাপকের প্রবেশ]

উপস্থাপক — ওহে প্রজাগণ, এখন তোমাদের মায়ের মুখ ঘুরিয়ে দেখালো -- সে কিন্তু তোমাদেরই ঘরের মেয়ে অপর্ণা। সে যা বুঝলো তোমারা কি তা টের পেয়েছ? [গানের মিউজিক বেজে ওঠে]

সকলে — মনে হচ্ছে -- কিছু কিছু পেয়েছি! [গায়েন ও কোরাস কণ্ঠে গান]

(গান) মা তো মোদের ফিরেছে হে (মোরা) টের পেয়েছি।
ওহ গুরু, নতুন চাল আর কি! মোরা টের পেয়েছি -
দেখবে, ঐ গুবরে ঢেকে মুখ [illegible]
ঐ রাজ পুরুতের ধাপ্পা খানা, বুঝিয়ে দিলেও বুঝবোনা
হায়রে! মোদের বুদ্ধিনে, তবে ধাপ্পাবাজের ভয় আর কি!

উপস্থাপক — ঐ রঘুপতি এসে যাচ্ছে; চল আমরা এদিকে ওদিকে ঘাপটি মেরে থাকি। মা কি করে মুখ ফেরালেন, মায়ের ঐ চেলার মুখ থেকেই শোনা যাক্।

[সকলের প্রস্থান। ভিন্ন দিকে রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ। সেখানে আলো।]

জয়সিংহ — সত্য বলো প্রভু, তোমারি এ কাজ!

রঘুপতি — সত্য
কেন না বলিব? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি।

কোরাস — ছিঃ-ই-ই-ই!!! গুরুজী! ধাপ্পা বাজী-ই!!

[উপস্থাপকের প্রবেশ। রঘুপতি ও জয়সিংহের অভিনয় তার কথা কালে স্লো মোশানে মাইমে চলবে।আলোও ডিম থাকবে। উপস্থাপকের প্রস্থান হলে আবার আলো বাড়বে ও সংলাপ শব্দময় হবে এবং প্রয়োজনীয় সংলাপ উচ্চারিত হবে।]

উপস্থাপক --- রঘুপতি মশায়, কাইণ্ডলি এখানে আপনাকে একটু পোস্টমর্টেম কত্তে দিন। মায়ের ব্যাপারে যে জবানবন্দী আপনি দিয়েছেন তাতে আপনার অপরাধের কথা আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে আপনিই মূর্তি ঘুরিয়েছেন। .... এটা ধর্মীয় প্রতারণার অপরাধ। রাজপুরুতের পদমর্যদার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ হানিকর অপরাধ।রাজা-প্রজায় বিভেদ সৃষ্টির ইলমোটিভ আপনার। অর্থাৎ যেকোনভাবে রাষ্ট্রীয় শান্তি বিঘ্নের ষড়যন্ত্রের অপরাধ। ওহে পরিচালক। প্লীজ হেল্প মী।

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক --- আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইউর সার্ভিস।

উপস্থাপক -- এই যে প্রভুর এত অপরাধের জেরবার করলাম -- তার সাজা . . ?

পরিচালক --- এ জন্যে আমাদের তদন্ত রিপোর্টের [illegible] নোটে পাবলিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই আইনি পরামর্শ [illegible] যে [illegible] যেকোন ষড়যন্ত্রের অপরাধের জন্য ইণ্ডিয়ান [illegible] এর 'ক' ধারা মোতাবেক যে কেউ তাদের [illegible] কনভিকসনের জন্যে মহামান্য আদালতের কাছে [illegible] কত্তে পারেন।

উপস্থাপক --- এর পরে আমাদের তদন্ত কর্মের [illegible] প্রেম আর হিংসার অনেক লড়াই তো দেখা গেল। বোঝাও গেল যেখানেই হিংসা সেখানেই রক্তপাত।

পরিচালক --- এসব কেলেঙ্কারী দেখে আমাদেরও কিছু [illegible] বলা যায়।

উপস্থাপক --- এবং যদি বলা যায় এখানেই আমাদের [illegible] বলা --

পরিচালক --- কিন্তু না, তাই বলে আমাদের নাটে [illegible] এভাবে ন

উপস্থাপক --- কেন, তদন্তের আর কি বাকী আছে?

পরিচালক --- আছে। রঘুপতির ভোগান্তি আছে। শোক [illegible] আছে।

উপস্থাপক --- বটে. বটে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি ভাবছিলাম, [illegible] জারীজুরি প্রজারা বুঝে নিলেই হয়ে গেল।

পরিচালক	— সে ব্যাপারেও আরো কিছু রয়েছে। এখন তুমি কেটে পড়ো স্টেজ থেকে। খেয়াল আছে, তোমার, ওদিকে রঘুপতি, জয়সিংহের এ্যাক্টিং চলছে। চল।
	[উভয়ের প্রস্থান। এদিকে আলো নেভে। চরিত্রের জোনে আলো বাড়ে। ওদের সংলাপ শুরু হবে।]
রঘুপতি	— ....শিরে হাত দিয়ে, ব'সে বসে ভাবো — আমার অনেক কাজ আছে। আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।
	[রঘুপতির প্রস্থান। জয়সিংহ চিন্তান্বিত।]
জয়সিংহ	— যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়। সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে — সবই মিথ্যা। মিথ্যা! মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই ? দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!
	[জয়সিংহ চুপ চুপ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। রঘুপতি ও জয়সিংহের নেপথ্য থেকে উভয়েরই কিছু সংলাপ আবহ বাদ্যধ্বনি শেষে ভেসে আসবে। আলো তার ওপরে ঘোরপাক খাচ্ছে, কারণ অতীতের স্মৃতিচারণ হচ্ছে জয়সিংহের। অংশটি টেপে চলতে পারে।]
রঘুপতি	— কী করিলি, ওরে অকৃতজ্ঞ!
জয়সিংহ	— দন্ড দাও প্রভু!
রঘুপতি	— সব ভেঙে দিলি? ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্ধপথ হতে। লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ করে দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে করিলি সকল হতে বড়ো! আজন্মের স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে।
জয়সিংহ	— দন্ড দাও পিতা!
রঘুপতি	— কোন্ দন্ড দিব?
জয়সিংহ	— প্রাণদন্ড।

রঘুপতি — নহে। তার চেয়ে গুরুদন্ড চাই।
স্পর্শ কর দেবীর চরণ।

জয়সিহ — করিনু পরশ

রঘুপতি — বল তবে, 'আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে'

জয়সিংহ — আমি এনে দিব রাজরক্ত,
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘুপতি — চলে যাও। [শুরু হবে ঝড়। জয়সিংহের প্রস্থান। উপস্থাপকের প্রবেশ]

উপস্থাপক — ঝড় উঠেছে। ঝড় । অন্তরে ঝড় - বাইরে ঝড়। একটা কিছু প্রলয়ের পূর্বাভাস। প্রলয়ের পরে হয়তো, কোন সৃষ্টির ইঙ্গিত। আমরাও প্রতীক্ষা করিয়া দেখি। বিধির বিধিরে ধৈর্য ধরি। [প্রস্থান]

[ঝড়ের মধ্যে রঘুপতির প্রবেশ]

রঘুপতি — এতদিনে বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষ হুহুংকার! ....
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তরে সংশয়ে ফেলি এতদিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কি আনন্দ তোর
চন্ডীমূর্তি দেখে! ....ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা! জয়
মহাদেবী!
জয়সিংহ যদি নাহি আসে! কভু নহে।
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার। — জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ংকরী!
যদি বাধা পায় — যদি ধরা পড়ে শেষে
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে।
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায়!
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্বজয়া।
.... ওই পদধ্বনি!
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুন্ডমালিনী,
[জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ]

জয়সিংহ রাজরক্ত কই?

[মন্দিরের বড় ঘন্টা ও গঙের ধ্বনি ভেসে আসবে মৃদু]

জয়সিংহ — আছে আছে। ছাড়ো মোরে।
নিজে আমি করি নিবেদন -- রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতঃ? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষ্ণা! আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে
মোর মাতামহবংশ -- রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত হয়
মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষ্ণাতুরা!

[বক্ষে ছুরি বন্ধন। বলির আবাহ বাদ্যধ্বনি উঁচু গ্রামে বেজে ওঠে। জয়সিংহ ছটফট কত্তে থাকে যন্ত্রণায়। রঘুপতি আর্তনাদ করে ওঠে - "জয়সিংহ"। তাকে আগলাতে চায়। আহত জয়সিংহ মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট কত্তে কত্তে হাঁড়ি কাঠের দিকে এগিয়ে যায়। রঘুপতিও সঙ্গে যায় যন্ত্রনাহত হয়ে। উঁচুগ্রামে তার কিছু সংলাপাংশ প্রথম দু' লাইনের। ইতিমধ্যে জয়সিংহ হাঁড়িকাঠের ওপর ছটফট কত্তে কত্তে পড়ে মারা যাবে। রঘুপতি আর্তকণ্ঠে -- ২য় লাইনের "জয়সিংহ"! সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আর্তকান্না ধ্বনি শোনা যাবে। আলো হাঁড়িকাঠে পড়ে জয়সিংহের আত্মাহুতিকে বলির দৃশ্যের মত মনে হবে। রঘুপতি তার দেহ আগলে পরবর্তী সংলাপ বলবে যাতে নাট্যদৃশ্য নানা ভঙ্গীর চিত্রবৎ সৃষ্টিতে দ্যুতিপূর্ণ ও রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। আবহ বাদ্য হাঁড়িকাঠে যাওয়া পর্যন্ত।]

রঘুপতি — জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দয়! নিষ্ঠুর!
এ কি সর্বনাশ করিলি রে, জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমনোঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশ কঠিন!
ওরে জয়সিংহ, ওরে একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন মন্থন - করা ধন!
জয়সিংহ, বৎস মোর, গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি! অহংকার অভিমান

[শিশুর মত আর্তকান্না এখান থেকে উঁচুতে উঠে বাড়বে কমবে সংলাপের ফাঁকে।]

দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক! তুই আয়! [মন্দির চত্বরে ছুটে যায়]

ফিরে দে, ফিরে দে, —

দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!

দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী!

[মূর্তিকে যেন নাড়া দেয়]

শুনিতে কি পাস? আছে কর্ণ? জানিস কী করেছিস?

কার রক্ত করেছিস পান? কোন পুণ্য

জীবনের? ....ফিরায়ে দে

মোর জয়সিংহে।

[উপুড় হয়ে আর্তি জানায়, মাথা তুলে মূর্তিকে দেখে যেন বলছে]

কার কাছে কাঁদিতেছি!

তবে দূর, দূর, দূর, দূর করে দাও

হৃদয় দলনী পাষাণীরে! লঘু হোক

জগতের বক্ষ।

[বেজে ওঠে বিসর্জনের বাজনা, রঘুপতি ও উত্তাল হয়ে মূর্তি নিয়ে টানা হেঁচড়া করে মূর্তি গোমতীবক্ষে নিক্ষেপের প্রস্তুতি নেয়।]

[অভিব্যক্তিতে মূর্তি নিক্ষেপ, ক্লান্ত রঘুপতি মন্দিরকে পেছন ফেলে অগ্রসরমান হয়ে স্থির হবে। জয়সিংহের আলো যথাস্থানে নিভবে। বাজনা ধীরে মুছে যাবে। উপস্থাপকের প্রবেশ।]

উপস্থাপক — হায়! হায়! এ কি করলেন রঘুপতি ঠাকুর? আপনার জাগ্রত দেবীকে এভাবে বিসর্জন দিলেন? কোথায় আপনার প্রাণাধিক জয়সিংহের আত্মবিসর্জন? আর কোথায় আপনার দেবী প্রতিমা বিসর্জন! আমি হলফ করে বলতে পারি জয়সিংহের সুসাইডের জন্যে আপনার ইল মোটিভই দায়ী। এবং এজন্যে কেন আপনাকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে না। কারণ দর্শাতে বলা যায়। যাক, আপাততঃ সে কথায় না গিয়ে কেবল বলছি — স্বজন হারানোর বেদনায় আপনার মানসিক বিকৃতির কিছু পরিবর্তন হয়তো হয়েছে, কিন্তু অহংকার অভিমান থাক বলে ধর্ম সম্পর্কে উদার স্বীকারোক্তি দিলেও প্রতিমাটাকে কেন ওভাবে জলে ছুঁড়ে দিলেন? ওটা কি দোষ করেছে? যাই বলুন, আপনাদের উগ্রতা, হিংস্রতা, আত্মস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে রূপ পাল্টায় মাত্র। এ কথা তদন্তের শুনানীতে নথীভূক্ত করবো না অফ দি রেকর্ড রাখবো, পরিচালকের কাছ থেকে একটু জেনে নিতে হয়। কি বলহে পরিচালক?

[পরিচালকের প্রবেশ]

পরিচালক — [গম্ভীর স্বরে] স্বজন হারানোর বেদনায় যে কেউ এ সময়ে শোকাহত হয়। সুতরাং এ সব কমন দুঃসময়ে তাঁদের প্রতি আমাদের উদার

... উচিত। এবং সেই উচিতার্থে এ প্রসঙ্গে শোক ... উচিত একমাত্র শোক ঐ আপনজনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে আমাদেরও সমবেদনা জানানো উচিত।

উপস্থাপক — **আর বাকী ব্যাপার স্যাপার তাঁর চেপে যাবো? [রঘুপতির আলো নেভে ও প্রস্থান]**

পরিচালক — না। তাঁকে রেফারেন্স হিসেবে কোট্ করবো. এবং জনান্তিকে বলে রাখবো ধর্মের নামে রঘুজী আপনি যে ভাবে সবাইকে ধাপ্পা দিয়েছেন, উস্কানি দিয়েছেন, আজকালও আকছার কতপ্রভু, নেতা বা কর্তারা তেমনি কতভাবে ধর্মকে দূষণ কচ্ছেন। স্বার্থের হাতিয়ার কচ্ছেন।

উপস্থাপক — সাধারণ মানুষকে মারণমুখী করে তুলছেন —

পরিচালক — মানুষ কিন্তু তা টের কত্তে পাচ্ছে।

উপস্থাপক — ওরে বাবা! তবে কি তাঁদের সম্পর্কেও কখনো এমন গণতদন্ত হতে পারে নাকি?

পরিচালক — কেন নয়? জনগণ কিনা পারে! সে যেকোন জাতি ধর্মেরই হোক্। কারণ জনগণইতো যত ক্ষমতার উৎস।

উপস্থাপক — যাই বল, আসলে রঘুপতি যেমন আপনজনের বলিকে সহ্য কত্তে পারেননি, আমরাও পারি না।

পরিচালক — হ্যাঁ। আমাদের বিশ্বজননীও যে পারেন না সেটা বুঝেও তিনি বুঝলেন কৈ? তবে কি এভাবে মাকে বিসর্জন দিয়ে তিনি আমাদের মা হারা করতেন?

উপস্থাপক — কিন্তু রঘুপতি কি সত্যি আমাদের মা হারা কত্তে পেরেছেন ঐ বিসর্জন দিয়ে? এ ব্যাপারে তদন্তের জন্যে আমি জনগণের কাছে সুপারিশ রাখতে পারি।

পরিচালক — কিন্তু ....

উপস্থাপক — আবার কিন্তু কেন?

পরিচালক — তদন্ত রিপোর্ট টো টো জনসমক্ষে হাজির করা যাবে কি?

উপস্থাপক — কেন যাবেনা?

পরিচালক — আরে তদন্ত করবো বললেই কি সব তদন্ত করা যায়? আবার তদন্তে যা পাওয়া যায় তা কি হুবহু সবার সামনে ফাঁস করা যায়? তদন্তে কেঁচো

খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে না যখন তখন?

উপস্থাপক — বটে! বটে! তাতে অনেক সময় অনেক কেষ্ট বিষ্টুদেরই লেজে গোবরে হওয়ার আশঙ্কা থাকে। [যেন গোপন সলা করে] তবে কি আমাদের এই তদন্তের রিপোর্টও আমরা চেপেই যাবো?

পরিচালক — ভাববার বিষয়।

উপস্থাপক — ভেবে বলো, একটা জবানবন্দী দিয়ে দেবো নাকি যে এতক্ষণ যা হলো তা তদন্ত কমিশন ফমিশন কিছু নয়। আসলে এতক্ষণ আপনারা যে অবস্থায় ছিলেন, ওটা নিছক স্বপ্নদর্শন !

পরিচালক — আইডিয়া। এই রিপোর্ট আমরা হুবহু প্রকাশ করবো, না এডিট করে সুবিধাবাদী নীতি অনুযায়ী রিপোর্টটাকে নিউট্রেলাইজ করে দেবো, অথবা এটা স্বপ্নদর্শ না জাগরণ এ ব্যাপারে কার ওপরে ফয়সালার ভার দেয়া যায় অ্যাডভাইজ কর।

উপস্থাপক — হ্যাঁ, এ ব্যাপারে এখনো হাল না ছেড়ে ফাইন্যাল রিপোর্ট দেওয়ার জন্যে আমরা শক্তপোক্তদের নিয়ে আর একটা তদন্ত কমিটি গঠন কত্তে পারি।

পবিচালক — রাইট। এবং সেই কমিটির তদাবকির জন্যে আর একটি পাওয়ারফুল সেলও গঠন করা যায়।

উপস্থাপক — তস্য কমিটির ফুল পাওয়ার এক্সারসাইজ করার জন্যে আরো একটা কমিটি ।

পরিচালক — নো। ওভার এক্সারসাইজ টেলস আপন হেলথ। অন্য কোন কমিটিকে আর এক্সারসাইজ করাতে হবে না।।

উপস্থাপক — বেশ। তবে কি আমাদের কাজ শেষ?

পবিচালক — না। শেষ হয়েও হয় না যে শেষ।

উপস্থাপক — আবার কি?

পরিচালক — খুব জরুরী ব্যাপার। যা কিছুক্ষণ আগে ভেবেছি।

উপস্থাপক — বিষয়?

পরিচালক — জেনে রাখা ভাল যে রঘুপতিরা মরেও মরে না।

উপস্থাপক — মানে?

পরিচালক — রবীন্দ্রনাথের রঘুপতি বিসর্জনের ঘটনার পর এক সময়ে নিশ্চয়ই

মরেছে

উপস্থাপক — মরারই কথা। যেহেতু কেউ অমর নয়

পরিচালক — পরলোকে যাওয়ার পর কোন সেলটারে তাকে পাঠানো হবে, — স্থির কত্তে ধর্মরাজ বিচারে বসলেন।

উপস্থাপক — তাহলে দয়া করে এখন মাননীয় ধর্মরাজের বিচারালয় দর্শনের সুযোগ দিয়ে, আমাদের বাধিত করতে।

উভয়ে — মহামান্য ধর্মরাজের আজ্ঞা হ-উ-ক।

[উভয়ের প্রস্থান। আবহ বাদ্যে কথাকলি নাচের বাদ্যের ব্যঞ্জনা। আলোর বদল হবে। রঘুপতি মন্দির চত্বরে। কথাকলির মত নৃত্যশিল্পীর প্রবেশকালীন সাদা কাপড়ের পশ্চাতে ধর্মরাজের প্রবেশ। পশ্চাত মঞ্চে তিনি বসবেন। তাঁর পেছনে একজন পোস্টারবাহী শিল্পী একটি তুলাদণ্ড নিয়ে ধর্মরাজের ঠিক পেছনে থাকবে। তার সংলাপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐ তুলাদণ্ড একদিকে পাপে ভারাক্রান্ত হবে। কাপড়বাহী শিল্পীদের প্রস্থান। আলো উভয়ের উপর। বাদ্য ব্যঞ্জনা স্তিমিত হলে কথা। ধর্মরাজের মুকুট কথাকলি ঢংয়ের বা অন্য কিরকম হতে পারে পরিচালক ভেবে দেখতে পারেন।]

ধর্মরাজ - তোমার সম্পর্কে এতক্ষণ যা শুনানো হলো — বৎস রঘুপতি, তাতে দেখা যাচ্ছে -"কর্ম্মনা মনসা বাচ্য সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা অক্লেশজনন' প্রোক্তং ভূতানাং যদহিংসনম্।" (গরুড় পুরান, গীতাসার ২) অর্থাৎ জীবের ক্লেশ উৎপাদন না করাই অহিংসা। অহিংসাই শ্রেষ্ঠধর্ম। কিন্তু হে বৎস, তুমি হিংসা তাড়িত। [illegible] হত্যার প্রথায় পীড়িত। আরো অভিযোগ, বলি নিয়ে পতিপ্রাণা গুণবতী ও স্ত্রীপ্রিয় গোবিন্দের মধুর দাম্পত্য সম্পর্ককে তুমি বিষিয়ে তোলার ইন্ধন জুগিয়েছ। আবার [illegible] অবমাননা করেছ। নক্ষত্রকে ভ্রাতৃহত্যার উস্কানি দিয়েছ। নক্ষত্রকে রাজনীতিতে টেনে এনে লোভী করে তুলেছ। জনবন্দিত প্রেমিক রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছ। রাজার সঙ্গে প্রজার বিভেদের প্ররোচনা দিয়েছ। প্রজাদের সরল ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ হে বাছা তাদের মায়ের মূর্তি ঘুরিয়ে দিয়ে। সেনাপতি তথা সেনাবাহিনীকে রাজদ্রোহী করে রাজার বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধে মেতে রাজপাট ধ্বংস করার চক্রান্ত করেছ। ধর্মস্থানে অস্ত্র আমদানী করে তার পবিত্রতা কলুষিত করার উদ্যোগ নিয়েছ তুমি। সরল মতি প্রজাদের ধর্মের জিগির তুলে অস্ত্রহাতে উগ্রপন্থার উস্কানি

দিয়েছ। রাজপ্রভুর রাজকীয় পদমর্যাদার অপব্যবহার করেছ। উত্তেজনা বশে ধর্মবোধকে বিপথগামী করেছ। জয়সিংহকে আত্মহত্যার পথে পরোক্ষভাবে প্ররোচিত করেছ তুমি। প্রেমের প্রতিমূর্তি বিশ্বজননীকে বিসর্জন দিয়ে রাজ্যবাসীর সবল ধর্মপ্রাণতাকে ব্যথিত করেছ। রিপুর তাড়নায় তুমি তাড়িত। অথচ সেই আত্মরিপু বলি না দিয়ে অপরের জীবের বলিতে মেতেছ তুমি। তোমার প্রতাপ, প্রতিহিংসা, অহংকার, বিভেদনীতি ষড়যন্ত্র সব মিলিয়ে ধর্মদ্বারে তুমি অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। তোমার আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ এই সর্বোচ্চ ধর্মরাজের আদালত খারিজ করে দিচ্ছে। এবং ধর্মীয় রায়ে স্বর্গে বা নরকে কোথাও তোমার জন্যে ঠাঁই নেই। মুক্তিও নেই তোমার। বৎস রঘু — ধর্ম, ন্যায়নীতি লোকের 'অন্তিম ধারা'। "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরানি" -- এই ধারা মতে তোমার হিংস্রতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত রূপ সাজা ভোগের জন্য এবং জীবে প্রেম ও অহিংসার সাধনার জন্যে তোমাকে আবার মর্তলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণের আজ্ঞা প্রদান করা হলো।

[ধর্মরাজ উঠে দাঁড়ায় ও প্রস্থান করে। সকলের আলো নেভে। শোনা যাবে নবজাতকের কান্না। প্রবেশ করে পরিচালক, উপস্থাপক, আলো তাদের ওপর। কান্না ধ্বনি কমবে।]

উপস্থাপক সে কি হে! কোথায় জন্ম হলো?

পরিচালক — রবীন্দ্র ঘরানাতেই। রবীন্দ্রনাথই তার জন্মদাতা।

উপস্থাপক — বলছ কি?

পরিচালক — হ্যাঁ। প্রথম করে জন্ম নিয়েছে অবশ্য আমাদের জানা নেই। তবে আমরা পেয়েছি তাকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, বিসর্জনে। তারপর এই জন্ম ১৯১২তে।

উপস্থাপক — কোথায়?

পরিচালক — রবীন্দ্রনাথেরই অচলায়তনে। এবার তাঁর বংশদণ্ড মহাপঞ্চক হয়ে।

উপস্থাপক — কি করে বুঝলে?

পরিচালক — বুঝবো না। এ নয় জলবৎ পরিষ্কার। পূর্ব জন্মের সংস্কার বশে এ জন্মেও সে কর্ম ভুগিয়েছে?

উপস্থাপক — কি রকম?

পরিচালক — বিসর্জনে হিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিহীন ধর্মাচার নিয়ে যেমন সে পক্ষপাতিত্ব করেছে, অচলায়তনেও তেমনি অর্থহীন সংস্কার আর যুক্তিহীন আচার ও প্রথার পক্ষপাতিত্ব করে ভুগিয়েছে সাধারণ মানুষকে।

উপস্থাপক — মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছো। তারপরেও কি ধর্মরাজের বিচারে আবার জন্ম হলো?

পরিচালক — হলো। ১৯২৩-এ। রবীন্দ্রনাথেরই সাহিত্য বংশে। তাঁর রক্তকরবীতে গোঁসাই করে নামাবলী গায়ে আবার দিলেন তিনি তাঁর পুনর্জন্ম।

উপস্থাপক — গোঁসাইজী। হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

পরিচালক — প্রথাবদ্ধ ধর্মের নামে, নামকীর্তনের নামে তাঁর গোঁসাই গিরিকে পুঁজি করে এখানেও সাধারণ মনুষদের, শ্রমিকদের খুব ভুগিয়েছে।

উপস্থাপক — তা এত ধর্ম ধর্ম করেও তাঁর মুক্তি হলো না?

পরিচালক — মুক্তি হবে কি করে? 'মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন' পরে বাঁধা সবার কাছে।' তাঁর সেই সৃষ্টির রাজ্যে পুণ্যের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে তিনি যে পাপের বেসাতি করেন। ধর্মরাজের নির্দেশানুযায়ী কোথায় অহিংসার সাধনা!

উপস্থাপক — এর পরেও তবে আবার?

পরিচালক — হ্যাঁ, ১৯৩২-এ রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রায়" আবার পুনর্জন্ম দিয়ে বসলেন তাঁর সেই বংশদন্ডকে। পুরোহিত করে।

উপস্থাপক — জন্মের পর জন্ম। আবার সেই কান্ডকীর্তি?

পরিচালক — নয়তো কি! পুরুতগিরির নামে, ব্রাহ্মণত্বের অহংকারে, বর্ণভেদের দাপটে এখানেও সাধারণ মানুষকে সে মানুষ বলে জ্ঞান করেনি।

উপস্থাপক — ওরে বাবারে, তাহলে তো দেখছি — রঘুপতিরা সত্যি মরেও মরে না। মানুষকেও ভোগাতে ছাড়ে না।

পরিচালক — হ্যাঁ। আমাদের তদন্ত কর্মে রঘুপতির পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে ব্যাপারটা ধরা পড়েছে। এ যেন রক্তবীজের বংশ।

উপস্থাপক — যথার্থ বলেছ। তাইতো বলি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এমনকি বিশ্বব্যাপী এই যে ধর্মদূষণ কচ্ছে, তারা কার বংশ?

পরিচালক — রঘুপতি ও তাঁরই বংশ।

উপস্থাপক — কিন্তু কি চায় তারা? আখেরে পায়ই বা কি?

[গায়েনের প্রবেশ। সঙ্গে কোরাসও থাকবে। প্রয়োজনে অংশ নেবে।]

গায়েন ও কোরাস — তারা ধর্ম লাগি হিংসা চাহে প্রেম চাহে না,

একক — ওদের সুখ চলে যায়।
তাদের শান্তি মেলে না। [পশ্চাত মঞ্চে প্রস্থান করে সঙ্গীত গাইতে।]

উপস্থাপক — কিন্তু এভাবে আর কত কাল চলবে?

পরিচালক — কত কাল যে চলবে – কে বলবে? [গায়েনের প্রবেশ]

গায়েন — কত কাল বল আর মানুষেরে
বলো জাতে ধর্মে আরো ধাপ্পা দেবে?
দেশে ধর্মের নামে ঘটে ঘোর অঘটন –
ধর্ম হোক্ না বড়ো মিলে মানবতাধন । [প্রস্থান]

উপস্থাপক — ছ্যা ঃ ! ধর্ম নিয়ে প্রভুরা যখন এতই জারী জুরি করে, – তখন জীবন থেকে ধর্ম ব্যাপারটাকেই বাদ দিয়ে দেবো, – নাকি?

পরিচালক — কেন? ধর্মের তাতে কি অপরাধ? [গায়েনের প্রবেশ]

গায়েন — ধর্মে যদি হিংস জনে করে নিপীড়ন ও তার ধর্ম কি হয় দোষীরে?
হিংস্রজনের কারাগারে ধর্মের পীড়ন, ওগো তায় দেখাইনু রে।।
[প্রস্থান]

উপস্থাপক -- তাতো দেখলুম। কিন্তু ধর্ম নিয়ে যখন এতই ঝামেলা, তখন তদন্ত রিপোর্টে ধর্ম সম্পর্কে কোন সুপারিশ করবে না?

পরিচালক — আলবৎ করবো। যে যাই বলুক, মানুষের মর্মকে জানতে হলে ধর্মকে তার আশ্রয় করতেই হবে। সুতরাং ধর্মের জয়গান গাইতে গিয়ে বলতেই হবে, – "জয় ধরমের জয়" – [গায়েনের প্রবেশ]

গায়েন — জয় ধরমের জয়
সর্ব ধর্ম হোকরে প্রেমময়
ধর্ম এবার চললোরে সন্ধানে
কলঙ্ক তার লুকিয়ে কোন খানে –
পুরুত তোমার হিংসা ঘুচে প্রেমেরই হোক জয়। [প্রস্থান]

উপস্থাপক — তবে কি এবার আমরা ঘোষণা করতে পারি যে – আমাদের তদন্ত কমিশনের এখানেই হল অবসান?

পরিচালক	—	সঙ্গে একথাও বলে নিতে হবে যে -- ওহে বন্ধুগণ, ঐসব রঘুপতিদের খপ্পর হইতে প্রাণ থাকিতে সা-ব-ধান!!
উপস্থাপক	—	পরিচালক মশাই, লাস্টলি তোমায়ও কিন্তু আমি সাবধান কচ্ছি -- রঘুজীর এই তদন্ত নিয়ে যদি কেউ বিতর্ক সৃষ্টি করে যে এই ধর্মের দেশে আমরা ধর্মের অবমাননা করেছি।
পরিচালক	—	তবে অবশ্যই আমাদের তদন্ত কমিশনের অবসানের আগে ধর্ম সম্পর্কে উদার স্বীকারোক্তি দেবো আমরা -- ....
		[গায়েনের প্রবেশ, সঙ্গে কোরাস বা অন্যেরাও গান ধরবে।]
কোরাস	—	নমো - ধর্ম, সব - ধর্ম, হোক-ধর্মে, প্রেম-বর্ম।
একক	—	ধর্ম অহিংসা পর ধর্ম, হিংসা বর্জ হোক ধর্ম তাই সর্বজন্য গ্রাহ্য ধর্ম, হোক ন্যায্য প্রেম ধর্ম
কোরাস	—	নমো - ধর্ম ....
একক	---	হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ শিখ, খ্রীষ্ট জৈন হোক না ধর্ম। জীবন - দলন, হিংসা - পীড়ন ধর্মে তো নয় কাম্য।
কোরাস	—	নমো ঃ ধর্ম ....
		[উপযুক্ত কোরিওগ্রাফী চলবে মঞ্চে। আলো দৃশ্যানুকূল। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আবহ বাদ্য শব্দ ধ্বনিতে বিভিন্ন ধর্মবোধক ব্যঞ্জনায় সমন্বয়ের মাধুর্যে অনুরণিত হয়ে উঠবে পরিবেশ। কালো আলোর (ব্ল্যাক ল্যাম্পের) বুক চিরে মঞ্চমায়ায় বিভিন্ন ধর্মস্থানের প্রতীকি দৃশ্যাভাসে তখন মঞ্চসজ্জা দোলায়িত দেখা গেলে কেমন লাগবে, প্রয়োগকর্তা ভেবে দেখতে পারেন। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসবে।]

পুতুল খেলা

"পুতুল খেলা"

উৎসর্গঃ— পণ বিরোধী সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে

চরিত্রাবলীঃ— প্রথম ও শেষ পর্বে যথাক্রমে

পুরুষ ঃ— সমু, গদু, দেবু ।

মহিলাঃ— সোমা, তোড়া, রুমি / অন্যান্যরা ও কোরাস ।

মধ্যপর্বেঃ

পুরুষ ঃ— রামু ।

মহিলাঃ রূপা, সরমা, মধুর মা ।

বর ও কনেঃ— এই দু'জন নির্বাক । গায়েন ও কোরাস । [কোরাস দলে পুরুষ ও মহিলা থাকা উচিত]

** প্রথম ও শেষ পর্বে যারা অভিনয়ে অংশ নেবে মধ্য পর্বেও তারাই অংশ নেবে। কেবল তাদের কিছু পোষাকী পরিবর্তন হবে । এই প্রসঙ্গে ভূমিকা দ্রষ্টব্য । নাটকটি প্রথমে শুধু মধ্য পর্ব লিখিত ও অভিনীত হওয়ায় এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো । অবশ্য পরবর্তী কালের সংযোজিত প্রথম ও শেষ পর্বের অংশটি ও নাটকের সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে গেছে । তবু এজন্যেই বলা যে ইচ্ছে করলে সবটা নাটকই অভিনয় করা যায় । তখন তাতে অংশগ্রহণকারী যুবক যুবতীরাই কৈশোর চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে অভিনয় করবে। আর শুধু মধ্য পর্ব অভিনয় করলে কৈশোর বয়সীরাই অভিনয় করতে পারে।

● প্রথম অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারী শিল্পী ঃ

রামু ঃ অভিজিৎ সাহা/রূপা ঃ শিবানী সাহা/সরমা ঃ মিশু চৌধুরী/মধুর মাঃ অনামিকা সরকার/বর পুতুল ঃ অনামিকা সাহা/কনে পুতুল ঃ রিংকি সাহা।

[বর কনে উভয়েই নির্বাক । কোন সংলাপ নেই । কেবল আঙ্গিক অভিব্যক্তি। অন্যেরা সবাক]

গান ও কোরাসের ভূমিকায় ঃ মহুয়া পাল, সুস্মিতা কর্মকার, চুমকি সাহা, রুবি পাল, প্রতিমা রায় বর্মন, সম্পা চক্রবর্তী, সোনিয়া মজুমদার ও জয়া রায় ।

● নেপথ্য কলাকুশলী ঃ

সঙ্গীত ঃ অমিয় দাস ও সহযোগিতায় স্বাতী সাহা

নৃত্যআঙ্গিক পরিকল্পনায় ঃ স্বপ্না দাসগুপ্তা

নির্দেশনায় ঃ অজিত মজুমদার

প্রথম অভিনয় ঃ প্রাচ্যভারতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় । সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ইং সার্বিক অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ ।

●● পরবর্তী অভিনয়ে 'আনন্দম' নাট্যসংস্থা । রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন

সহায়ক নেপথ্য কলাকুশলীবৃন্দ ঃ

আলো ঃ হরিপদ দাস, সহযোগী দীপক দত্ত ও প্রদীপ দাস

রূপ সজ্জা ঃ যাদব সাহা

মঞ্চ পরিচালনা ঃ স্বপন নন্দী

সঙ্গীত সহযোগিতায় ঃ গোপাল রায়

নির্দেশনায় ঃ নাট্যকার

বিভিন্ন সহযোগিতায় ঃ অঞ্জন দেবরায়, নন্দন ঘোষ ও আরো অনেকে ।

পুতুল খেলা

নাটকের চরিত্রাবলী

আগে যারা যুবক : সমু । গছু । দেবু । যারা যুবতী : সোমা । তোড়া । রুসি । কিশোর বয়সে : রানু । রূপা । সরমা । মধুর মা । গায়েন । এছাড়া সব বয়সের কোরাস পুরুষ ও মহিলা শিল্পী ।

।। প্রথম পর্ব ।।

[যৌবন ও কৈশোর উভয় বয়সের একে অভিনয় করতে হলে প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত যুবক যুবতীদের দ্বারাই সবটা অভিনীত হবে । যৌবন থেকে কৈশোর বয়সে এলে কেবল তাদের পোষাকী কিছু পরিবর্তন হবে । আর শুধু কিশোর বয়সীরা করলে মধ্যম পর্বই কেবল অভিনীত হবে । তাতে কোন পোষাকী পরিবর্তনের দরকার নেই । এই প্রসঙ্গে ভূমিকাটি পড়ে নিলে ধারণা পরিষ্কার হবে । কোন কোন শিল্পী কি কি চরিত্রে অভিনয় করবে তা পরিচালক ভাববেন ।]

নাট্যারম্ভে পর্দা বন্ধ । নেপথ্য থেকে নানা বাসন কোষণের ছন্দোময় আবাহ শব্দ বা বাদ্য ধ্বনির সঙ্গে নিম্নের সঙ্গীতাংশটি শোনা যাবে । এই অংশ আগে কম্পোজ করে টেপ রেকর্ডারে ধরে রেখে এখন প্রয়োগ করা যায় । পর্দা ধীরে খুলবে । সঙ্গীতাংশ ও শেষ হবে । হৈ হৈ করতে করতে একদল যুবক যুবতী প্রবেশ করবে । এদের অনেকেরই উপরের পোষাকের ভেতর কিশোর বয়সের উপযোগী পোষাকও আগে থেকেই পরা থাকবে । যেমন ছেলেদের লং প্যান্ট শার্টের নীচে হাফপ্যান্ট, গেঞ্জী বা হাফসার্ট । মেয়েদের শাড়ী বা সালোয়ার কামিজের নীচে ফ্রক, স্কার্ট ব্লাউজ বা সে জাতীয় কিছু । যাতে নাটকের পরিবেশ অনুযায়ী কিশোর বয়সে রূপান্তরিত হতে সহজে ওপরের পোষাক খুলে ফেলা যায় । কিশোর বয়সের জন্যে জুতোও খুলতে হবে । মেয়েদের ভূমিকার সুবিধার্থে তখন ওড়না প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে । যেমন ছেলের মা, মেয়ের মার ভূমিকায় ঘোমটার আভাস আনতে তা কাজে লাগবে । তাদের প্রবেশের সময় কারও কারও মুখে সঙ্গীতাংশটির অংশ বিশেষও থাকতে পারে । তারা পিকনিক করবে বলে এসেছে । তাই সঙ্গে নানা দরকারী জিনিস যথা ফ্লাস্ক, ব্যাগ, ক্যামেরা ইত্যাদি থাকবে । যাতে এসবের

হাল্কা ব্যবহারে পরিবেশ বিষয়ানুকূল ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

(সঙ্গীতাংশ) .... ল্লা...... ল্লালা .... লা............... লা......লা.....লা.....লা

জীবনটা ভাই যেন রেলের গাড়ী — তাতে লাগে কত দোলা

চলার পথের হরেক মেলা মেশা — যেন উৎসব কত মেলা

[সকলের প্রবেশ। নানা অভিব্যক্তি তাদের। নানা গুঞ্জন। কারো বসে বিশ্রাম করা, কারো জল খাওয়া, মাইমে কথা, আভাসে ইঙ্গিতে কারো প্রেমের ভাব, কারো শাসানো, লুকোনো, ছবি তোলা ইত্যাদি নানা ভাবে পরিবেশকে বেশ মজার ও আনন্দের করে তুলবে। বাইরে থেকে ব্যাপারগুলো আগুছালো মনে হলেও আসলে মোটেই তা নয়। আগে থেকেই শিল্পীদের যা করণীয় ঠিক করা থাকবে।]

সোমা — এ্যাই, শোন শোন, সবাই শোন। শুরুতেই কিন্তু থ্যাঙ্কস দিতে হয় সমুকে।

সমু — ক্যান হে সোমা সাহেবা, — কি এমন করে ফেললাম যে থ্যাঙ্ক দিতে হবে।

সোমা — পিকনিকের এমন মজার জায়গায় আমাদের নিয়ে আসার জন্যে।

সমু — ওঃ! কিন্তু মজার যে এখনো অনেক বাকী। আগে রান্না বান্নার জায়গাটা ওদের ঠিক করে দি।

সোমা — আমরা কিন্তু রান্নায় হাত দেবো না, — আগেই বলে রাখছি।

সমু — তা ঘরে বাইরে তোমরাই কি কেবল রান্নার গার্জেন? না, সেটি এখন হচ্ছে না।

সোমা — হ্যা, হোটেল রেঁস্তোরাতে তো কেবল তোমাদের বেটা ছেলেদেরই দাপট। তাই বলে এখানেও? [হেসে] শুনলি তোরা, বাবুর্চির পোষা ময়না বলছে কিনা রান্না করবে! [মেয়েরা হেসে ওঠে ঠাট্টার হাসি] .... কি হে মিষ্টার গদু - - কিছু বলছ না যে?

গদু — ঠিকই তো বলেছে। এবার আমরাই রান্নার অথরিটি।

তোড়া — তোরা? (হেসে) খেতে পারলেই হয়।

গদু — সে খাবার বেলায়ই দেখা যাবে। পাতে যখন চাটনী পড়বে, হাত থেকে চাটনী ছাড়াতে পারলেই হয়। না চেটে পুটে হাতের দফাই রফা হয় — দেখা যাবে! [ছেলেরা সব হেসে ওঠে ওদের শব্দ করার হাসি। গুঞ্জনে নানা কথার মধ্যে শোনা যায় — 'বাঃ দারুণ দিয়েছ গুরু'। — 'কিন্তু অবলা বলে কিছু কম বললেই হোতো!' — 'ওহ্ অবলার প্রাণে না পানি কি যাতনা হানে — এই বাক্য বাণে। ভেবে আমার ক - ষ্ট হয়।']

তোড়া — (ক্ষেপে) তাই বুঝি। আচ্ছা, তো দেখাচ্ছি মজা! ...এ্যাই মেয়েরা শুনে নাও,

হ্যাঁ, ভালো করে শুনে নাও — তোড়ার হুকুম, আর তোমাদের প্রেস্টিজ, না কোন মেয়েই কিন্তু ওদের রান্নার কোন কিছুতেই হাত দেবেনা । এডভাইসও নয় । ডাকলেও নয় । .... তবে, যদি ল্যাজ গুটিয়ে সারেন্ডার করে — অনুনয় বিনয় করে ....

সমু — না হে ম্যাডাম তোড়া, সে চান্স আর দিচ্ছি কি ? কই হে আমাদের কিচেন কোম্পানী, হাতে তুলে নাও যত কিচেন হার্ডওয়ার । আর ঘোষণা করে দাও — স্টার্ট হয়ে গেছে কিচেনওয়ার । সুতরাং লেট আস প্রসিড টু দা কিচেন স্পট ।

[শোনা যাবে রান্নার বাসন কোষণে ঝনঝনাঝন যেন রণবাদ্য ধ্বনি । সমু ও সঙ্গে আরো কজন সহ প্রস্থান করে । বাদ্যধ্বনি গমগমিয়ে আবার ক্রমে মিলিয়ে যাবে। এতক্ষণ মেয়েরাও অন্যান্য ছেলেরা পরিবেশটাকে মজা করে অনুভব করছিল । এর মধ্যে গুটিগুটি পায়ে তোড়া দেবুর কাছে এগিয়ে যাচ্ছে আর গদু তাকে নজরে রাখছে ।]

তোড়া — [ফিসফিস করে দেবুকে ডাকে] এই দেবু দেবু ।

গদু — [ফোঁড়ন কেটে] শুনে ফেলেছি কিন্তু ম্যাডাম, ঐ নরম গলার মোলায়েম ডাক ।

তোড়া — [ভেংচে] তো কি হয়েছে ? এই দেবু, আমরা একটু ওদিকটায় ঘুরে আসি না ।

গদু — উঁহু ! ওদিকে লক্ষণ রেখা রয়েছে ।

তোড়া — [ক্ষেপে] কেন ?

গদু — ওদিকে ঝোপ ঝাড় বড্ড বেশী কিনা । তাতে তোমাদের হারিয়ে যাবার চান্স রয়েছে ।

তোড়া — হুঃ ! তাহলে এখানে বসে কি ভেরেন্ডা ভাজবো ? দেবু, এসবে কান দিয়ে লাভ নেই, চল, আমরা ওদিকে গিয়েই টাইম পাস করি ।

গদু — যাও । আমরাও আশেপাশেই থাকবো ।

তোড়া — [ভেংচে] কেন ? আমাদের ওপর নজরদারী করবে নাকি মিষ্টার গদু বাবু ?

গদু — থোড়া থোড়া ।

তোড়া — কি ?

গদু — না, মানে ঝোপঝাড়ের আড়ে গিয়ে তোমরা হয়তো একটু লুকোচুরিই খেলছো, আর এদিকে তোমাদের দেখতে না পেয়ে আপনজনেরা আমরা হয়তো কত কি ভেবে মচ্ছি । — তাই আর কি । [সকলেই হেসে ওঠে]

তোড়া — [ক্ষেপে] তুমি একটা ....

গদু — থাক আর বলতে হবেনা । বুঝে নিয়েছি কি বলবে ।

ভোড়া — এখানে দল বেঁধে এখন কি করবো তবে ? তাই শুনি ।

গদু -- কি করা যায় সবাই মিলে ভাব ।

রুসি --- যার যা খুশী তাই করা যাক না !

দেবু --- আর প্ল্যান ওয়াইজ হলে আমি বলছি রুসি । গান দিয়ে, মানে অন্তাক্ষরীর একটা প্রোগ্রাম করা যায় ।

সোমা — ধোৎ । সে কতই করেছি ।

গদু --- তাহলে ..... কোন গল্প বলার আসর হতে পারে ।

ভোড়া - ওরে বাবা, কঠিন বিষয় ।

দেবু -- তাহলে মেয়েদের জন্যে গুটি খেলা আর আমাদের জন্যে ক্রিকেটের কিছু ব্যবস্থা করা যাক ।

ভোড়া - নো, নো । তা হতে পারে না । এটা ডিভাইডেন্ট রোল পলিসি হয়ে যাচ্ছে । মেয়ে ছেলে আলাদা করে কিছু নয় । যা করবে একসঙ্গে ।

অনেকে -- [নানা কথা] হ্যাঁ, হ্যাঁ, ... তা ঠিক । ... ঠিক বলেছে । .... একসঙ্গে খেলার জন্যে ছোট্ট বেলার কোন খেলা হতে পারে । .... হ্যাঁ, তবে খুব জমবে ।
[এমন সময়ে নেপথ্য থেকে কোন কণ্ঠে বা মঞ্চশিল্পীদের কোন একক বা দ্বৈত কণ্ঠে গানটির শোনা যাবে । আর এরা উৎফুল্ল হয়ে তা শুনবে ।]

ছোট্ট বেলার দিনগুলো বড়ই মনে পড়ে
বড় হয়ে ছোট্ট হতে আবার ইচ্ছে করে ।
ছোট্ট বেলায় হাসি খেলায় ছিলাম কেমন ভুলে -
বড় হতেই হচ্ছে যাবে কঠিনরে দিনগুলো ।
হারানো সেই দিনগুলো কতই উঁকি মারে ।

[সঙ্গীতের অনুরণনে সব কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে । সমুর প্রবেশ]

সমু কি হলো ? সব এমন চুপচাপ ! ?

সোমা - না, মানে ঐ গানের টানে যেন কি যাদু । শুনতে শুনতে যেন ছোট্টবেলাকে হাতড়াচ্ছিলাম । আর কত কি মনে পড়ে যাচ্ছিল ।
[সকলেই কেমন মন্ত্রমুগ্ধের মত একে একে বলতে থাকে]

গদু - ভাবছি, কেমন করে দিনে দিনে বড় হয়ে উঠেছি ।

রুমি - ছোটবেলা থেকেই বড়রা কেমন করে কত কি শিখিয়েছে ।

সমু — হ্যাঁ, মনে পড়ে - 'হাঁটি হাঁটি' করে বাবা কেমন হাঁটতে শিখিয়েছেন ।

সোমা - - 'মা মা' বলে মা কেমন কথা বলতে শিখিয়েছেন ।

দেবু -- 'অ - আ - ক - খ' করে দাদু কেমন পড়তে শিখিয়েছেন ।

তোড়া -- এক রাজকুমার আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথায় শুরু করে --- দিন দিন কত কি জানতে শিখিয়েছেন দিদা।

গদু -- মনে পড়ে, মেলামেশা দৌড় ঝাঁপ থেকে খেলাধুলার আগ্রহ কেমন করে বাড়িয়েছেন কাকু।

রুসি --- সেই ছোটবেলা থেকেই কত বিয়ে বাড়ী আর উৎসব মেলাতে আনন্দের শরীক করেছেন মামা।

সমু — সত্যি, কত কথাই না মনে পড়ছে।

রুসি -- হ্যাঁ, নাচ গান আর কত হাসি খুশী ভরা সেই ফেলে আসা দিনগুলো!

দেবু — রুসি, আমরা কিন্তু ছোটবেলা নিয়ে খুব ইমোশানাল হয়ে পড়েছি।

তোড়া - তা মন্দ কি। আমাদের পিকনিকের রান্নাবান্নার ফাঁকে আমরাও একটু ছোট্ট বেলায় ফিরে যাই।

গদু — কিন্তু কেমন করে?

সোমা -- কেন ছোট্ট বেলার খেলা খেলবো। তেমন করে চলা বলার চেষ্টা করবো। কি? খুব মজা হবে না?

অনেকে -- [আনন্দে] হ্যাঁ, হ্যাঁ! দারুণ মজা হবে।

সমু কিন্তু তাকে জমিয়ে তুলতে যে ছোট্টবেলার মত কিছু পোষাক আষাকও চাই।

রুসি - অফকোর্স। সে বন্দিও আছে।

দেবু - সে আবার কি?

রুসি জাদু বুদ্ধি।

অনেকে [সমস্বরে] জাদু বুদ্ধি! সে কি!

রুসি হ্যাঁ, আমি আমার উপর জাদু করবো — আর অমনি তোমরাও জাদুতে সব বশ হয়ে যাবে।

গদু দেখি তবে তোমরা জাদু।

রুসি দ্যাখ [জাদুকরের মত হাত নাড়ার ভঙ্গী] এক্কি গিলিগিলি .... ঝিলাঝালি ... আয় সবে মিলি গ্যালি ..... হ্রীং ফিং ...... খুল যা, খুল যা ছিম ছিম ......[আগের প্ল্যান মত উপরের পোষাক খুলে ফেলছে উপরের কথা বলতে বলতে। সকলে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। মজা করে কেউ চোখ পাকে, অন্যকে দেখায় ইত্যাদি। এর মধ্যে তার পোষাক খোলে। নীচে ফ্রক পরা পোষাক বেরিয়ে আসে তাকে ঠিক করে নিতে থাকে।]

-- কি ক্যামন জাদু করলাম। এই বাহনায় কি আমায় একটুও ছোট দেখাচ্ছেনা? এই ড্রেস ট্রিটমেন্টকে তোমাদের কিছু কনসিডার করতেই হবে।

দেবু — বটে বটে । আমরা তাহলে আর পিছিয়ে থাকি ক্যান ?

সোমা — কায়দাটা ও মন্দ নয় । কেবল একটু ওপেন পোষাক সাজরী ।

সমু — অমনি চিচিংস ফাঁক । আর সিনি ছোটবেলা হাজির ! .... লেগে যাও । যে যার সাজারীতে লেগে যাও ।

[পোষাক বদলের ফাঁকে নানা কথা, হাসি ঠাট্টা, মাইমে কিছু অভিব্যক্তি জুতো খোলা, কেউ কারো পোষাক ঠিক করে দেয়া, পোষাক কেউ মঞ্চে কেউ অন্তরালে সামলে রাখে । — কেউ কারো শাড়ীও প্যান্ট খুলতে না দেখে খোলার চেষ্টা কচ্ছে । শাড়ী বা প্যান্ট ধরে টান দিচ্ছে । তারা বাধা দিচ্ছে — 'আরে কচ্ছিস কি ? আমার যে তোদের মত আন্ডার সিস্টেমের সুব্যবস্থা নেই ।' — 'নেই তো কি হয়েছে । নকলীফাই ব্যবস্থা করো ।' ওগুলো গুটিয়ে দাও ।' — ইত্যাদি নাট্যক্রিয়ার মধ্যে দেবু তোড়াকে একদিকে টেনে নিয়ে কিছু বলবে । অন্যদের তখন মাইমে অভিনয় চলবে ।]

দেবু — এই দ্যাখ দ্যাখ, ছোট্ট হয়ে যেতেই আমাকে আরো মিষ্টি দেখাচ্ছেনা ?

তোড়া — মিষ্টি না ছাই ! [কিন্তু আদুরে কণ্ঠে বলে]

দেবু — আরে দ্যাখ তো ভালো করে । [তোড়া দেখে] — কি ? খুব আদর করে দিতে ইচ্ছে কচ্ছে না আমাকে ?

তোড়া — তো দেবো সবার সামনে আদর করে ?

দেবু — দিলে কি হবে ? একদিন তো বিয়ে করবোই ।

তোড়া — ওরে বাবা, বিয়ে ? বিয়েতে বড় ভয় ।

দেবু — ক্যান ? বিয়েতে ভয় ক্যান ?

তোড়া — বিয়ে মানেই তো এটা চাই, ওটা চাই । তায় আবার তোমরা হলে গে বড়লোক। পয়সার রমরমাতে শেষে না ব্যাপারটা বিয়ে বিয়ে খেলা হয়ে যায় ।

গদু [তাদের ঘিরে] হাঁ, শুনে ফেলেছি ।

উভয়ে — কি শুনেছ ?

গদু — এই সমু ওরা বিয়ে বিয়ে খেলার কথা বলছে ।

সমু — তাই নাকি । তা তো মুস্কিল আসান হয়েই গেল । তাই - ই হবে ।

উভয়ে — তাই হবে -- মানে ?

সমু - বিয়ে হবে ।

অনেকে — বিয়ে হবে ...... বাঃ কি দারুণ মজা !

উভয়ে — ইস, কি কেলেঙ্কারীয়াস কথা বলছে !

সমু — না - না, কেলেঙ্কারী হবে না । আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেছে ।

সোমা — সে আবার কি ?

সমু — তার সঙ্গে পুতুল খেলাটা জুড়ে দেবো ! একটা নাটকের মতই ব্যাপারটা হয়ে

যাবে ।

অনেকে — না - টক !

সমু — হ্যাঁ, ওকমই কিছু । বলা যায় একটা রিপ্লে । নাটকের রিপ্লে ।

তোড়া — ওব্বাবা । সে আবার কি ? নাটকের রিপ্লে ! কি হবে তাতে ?

সমু — ছোটবেলার কিছু মজা হবে ।

রুসি — হুট করে বললেই হল । সে কি নাটক ? কেমন করে হবে ? কীসের ....

সমু — আরে 'পুতুল খেলা' নাটকের কথা মনে আছে না ?

গদু — কেন থাকবে না ? আমাদের ক্লাবেই তো কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েরা রিহার্সেল দিয়ে ওটা করলো । দল বেঁধে সেটা আমরা দেখেছি না ?

অনেকে — হ্যাঁ - হ্যাঁ, মনে পড়েছে । সে খুলে বলবে তো ।

তোড়া — আর বলতে হবে না । সে রিহার্সেল দেখে দেখেই কত পার্ট মুখস্থ হয়ে গেছে । ঐ যে মেয়ের মা বলছিল না — "আমার পুতুল কি কানা খোঁড়া, না ভাঙ্গা চোরা — যে পুতুলকে বিয়ে করাবিনা বললি ?"

দেবু — বলতে বলতেই সেই দুই মায়ে কি ঝগড়া । আর বেচারা ঘটক তখন বলছে — "আরে তোরা এমন করলে যে নাটকেই আর করা হবে না ।"

সোমা — অমনি মেয়ের মা বলছে — "তাহলে এখন থেকে আমি আর মেয়ের মায়ের পার্টই করবোনা । এবার আমি হবো ছেলের মা, আর তুই হবি মেয়ের মা ।" [অনেকে হেসে ফেলে]

সমু — বাঃ । এই তো বেশ মনে আছে । তাহলে ওটা শুরু করা যাক্ ।

তোড়া — কিন্তু — যদি কোথাও পার্ট ভুলে যায় কেউ ?

গদু — [ভেংচে] তা এত কথা বলা যায়, আর নাটকে একটু পার্ট ভুলে গেলে ওটা ম্যানেজ করতে পারবে না ? — বানিয়ে বলে দেবে ।

রুসি — বটেই তো । তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে ! আমরা কি আর সত্যি সত্যি নাটক কচ্ছি নাকি ?

অনেকে — হ্যাঁ, হ্যাঁ । তা ঠিক । সত্যি তো ।

তোড়া — কিন্তু যারা নাটকট্যা দেখেনি, বা কিছুই করতে পারবে না ?

দেবু — তারা বসে বসে দেখবে আর মজা পাবে । বাকী যারা পারবে - করবে । কেউ ক্যারেকটার আর কেউ কোরাসের অভিনয় করবে ।

সমু — তাহলে কি পুতুল খেলার রিপ্লের জন্যে আমরা রাজী ।

অনেকে — রাজী ।

সমু — আমরা তাহলে সব তৈরী ?

অনেকে — তৈরী .... আমরা রেডী হয়ে আছি ।

সোমা — সমু — তার আগে ব্যাপারটা সব ছেলে ও মেয়েকে বলে দিতে হবে। কে কি ভাবে করবে।

সমু — হাঁ, আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি

[সমু সকলকে, কে কে চরিত্র বা কোরাসে কে কি করবে, কিভাবে করবে, মঞ্চের কোথায় কি হবে ইত্যাদি বোঝাচ্ছে।]

তোড়া — [কথা শোনার ফাঁকে বলবে।] এ নাটকে কিন্তু জমপেশ কোন মিউজিক চাই।

[নানা রকম খেলনা বাদ্যযন্ত্র সমেত [illegible] মিউজিক বাজানো শোনা যেতে পারে সমু এখনো বোঝাচ্ছে। মঞ্চ খালি করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। মঞ্চ থেকে প্রস্থানের পথে অনেকের কণ্ঠে শোনা যাবে নাটক শুরুর ঘোষণা।]

অনেকে — শুরু হচ্ছে আমাদের "পুতুল খেলা।"

[সকলের প্রস্থানে মিউজিক একটু বদলাতে থাকে — প্রথম পর্বের অভিনয় শেষ এবার মধ্য পর্ব আরম্ভ হবে। এখানে বলে রাখি, দুর্গা বয়সীরা মধ্য পর্বে কিশোর কিশোরী বয়সে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা আগেই ঠিক করা থাকবে। সেই মতো যারা বিভিন্ন দলের [illegible] কোরাসে ও গায়েনের ভূমিকায় অভিনয় করবে। [illegible]]

।। মধ্য পর্ব ।।

চরিত্র ঃ [illegible] ছেলে ঃ [illegible]। গায়েন [কোন মেয়েও হতে পারে]

মেয়ে ঃ রূপা, সরমা, সমুর মা। এছাড়া ছেলে ও মেয়েরা মিলে কোরাস দল নির্বাক চরিত্র [illegible]

[গায়েন গাইবে। সঙ্গে কোরাস দল ধুয়া ধরবে। গায়েন ও কোরাসের গানের সঙ্গে নৃত্যভঙ্গী থাকতে পারে। তাদের প্রবেশ]

গায়েন — এসো খেলবো আজি নতুন খেলা [illegible] খেলা।

কোরাস — ভাল বেশ বেশ বেশ।

গায়েন — এই খেলাতে মনটাকে ভাই দোলাবে দোল

কোরাস — ভাল বেশ বেশ বেশ।

গায়েন — এই খেলাটা নয়রে কেবল আনন্দেরই মেলা।

কোরাস — ভাল বেশ বেশ বেশ।

গায়েন — এই খেলাতে আছে কিছু জীবনেরই জ্বালা।

কোরাস — আহা ! হোক শুরু তাই বেশ।

[এবার নাচ থামে। গায়েনের দুপাশে কোরাস নানা গাছের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়।

গায়েনের সঙ্গে কোরাস সঙ্গতি রেখে নানা পাখীর কল কাকলি ও হামিং দেবে। বাতাসের দোলায় গাছের দৃশ্যসজ্জাও যেন কিছু দুলছে।]

গায়েন --- এক যে ছিল মজার মেয়ে, নামটি তাহার রূপা।

কোরাস --- (হামিং) আ - আ - আ - আ - আ

গায়েন --- হেসে খেলে বেড়ায় মেয়ে ঘুরে ফিরে পাড়া।

কোরাস --- (হামিং) আ - আ - আ - আ - আ।

[ছুটে আসে মেয়েটি খিল খিল হেসে। গায়েনের প্রস্থান।]

রূপা - কই সই সরমা, তুই কোথায় গেলি ?

সরমা --- [নেপথ্যে] কোথায় আমি লুকিয়ে তা বলবো না, বলবো না।

রূপা -- আচ্ছা তো দেখাই মজা। খুঁজে বার করে নাক মলে দাখ, দিচ্ছি কেমন সাজা।

[বাজনা বাজে রূপা সইকে খোঁজে নাচের ছন্দে। নেপথ্য থেকে সরমার দুষ্টুমি হাসি ভেসে আসে এবং কিছু কথা। কোরাসের মুখে নানা পাখীর শব্দ।]

সরমা -- [নেপথ্যে] হলো না - হলো না। [রূপা খোঁজে গাছের ফাঁকে ফাঁকে ডাকে] পেলে না পাবে না।

[এবার সরমাকে দেখা যায় রূপা। পেছনে গাছের আড়ালে লুকানোর ভঙ্গি। রূপা পেছনে ফিরলেই লুকিয়ে আবার অন্যদিকে দেখা দেয়। এমনি কয়েকবার চলার পর হঠাৎ রূপা সরমাকে ধরে ফেলে। নাক ধরে দুলায়। সরমা কপট যন্ত্রনায় বলে ওঠে নাকি সুরে।]

সরমা ঘাট হয়েছে ঘাট হয়েছে ছাড়ো এবার নাক। নয় নাককাটা সূর্পনখা বলে দেবে লোকে ডাক।

রূপা - মনে থাকবে তো ? তিন সত্যি কর। আর লুকিয়ে যন্ত্রণা দিবি না ? দিবি না ?

সরমা - না - না - না

রূপা -- এবার চল আমাদের রামুকে খুঁজে আনি।

সরমা -- হ্যাঁ তাই চল্।

উভয়ে -- রামু - রামু। [দুজনের প্রস্থান]

[গায়েন গান মুখে প্রবেশ করে। কোরাসেরা পূর্বের ঐ ভঙ্গিতেই গেয়ে উঠবে গায়েনের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে।]

গায়েন --- রাম শ্যামকা বেটা পাড়ায় জানে সব লোকে।

কোরাস --- জানে সব লোকে

গায়েন --- রাখাল রাজা বলে খ্যাতি আছে দিকে দিকে।

কোরাস --- আছে দিকে দিকে

গায়েন — দুষ্ট যেমন বুদ্ধি তেমন যদি পাল্লায় পড়ি ।

কোরাস — যদি পাল্লায় পড়ি

গায়েন — ঘাম ঝরিয়ে ছাড়বে বেটা কাহার সাধ্য সরি ।

কোরাস — কাহার সাধ্য সরি ।

[শোনা গেল বাঁশীর শব্দ । গায়েন ও কোরাসেরা গাছের দৃশ্য ভেঙ্গে চমকায় । থেমে থেমে বাঁশী বাজবে — এমনভাবে যেন তাদের তাড়া করছে । তাড়া খেয়ে তারা এদিকে ওদিকে ছুটবে ।]

গায়েন — ঐ এলোরে কে এলোরে ?

কোরাস — রাখাল রাজা এলোরে

গায়েন — ভাগোরে ভাগোরে সব

কোরাস — নয় দফা রফা হবেরে হবেরে ....

[রামুর প্রবেশ । তাদের পালাবার চেষ্টা যেন । কিন্তু পালাবেনা ।]

রামু — এসে গেছি । এসে গেছি ।

কোরাস — এসে গ্যাছ ?

রামু — হ্যাঁ । কেন ভড়কে গেছ ।

কোরাস - না - না ।

রামু — তবে বলতো খেলবো আজি কোন্ খেলা ?

কোরাস — কানা মাছি ?

রামু — হলো না ।

কোরাস — কপাটি - কপাটি - কপাটি ?

রামু — না - না ।

কোরাস — কুমীর - কুমীর ?

রামু — না - না । — বল না ভেবে ।

কোরাস — ডাং গুলি তবে ?

রামু — দূর ছাই ।

কোরাস — গদা তবে ?

রামু — বাবা দেখবে তো ছাল তুলবে তবে ।

[রূপার প্রবেশ]

রূপা — তখন মজা হবে - দারুণ মজা ।

রামু — কিসের মজা ?

রূপা — বাবার হাতে তোমার সাজা ভাবতে আমার লাগে মজা । (হাসি)

রামু — তবেরে । তোকেই তবে আগে তার দিচ্ছি সাজা ।

রূপা — কচু পোড়া, কি সাজা দিবি তুই বল না ? বল না ?

রামু — তোকে কোন খেলাতে নেবোনা, তোর সঙ্গে খেলবোও না।

রূপা — কি বললি ?

রামু — ঐ যা শুনলি তাই বল্লাম।

রূপা — (অভিমানে) তবে আমিও চল্লাম।

রামু — বলে দিলাম কেউ কিন্তু মান ভাঙ্গাবে না তোর।

রূপা — তুইও আর সাধবিনা আমাকে ?

রামু — না - সাধবো না। সাধবো না।

রূপা — [ক্ষেপে] বয়ে গেছে, তোর সঙ্গে খেলতে আমার বয়ে গেছে। তোর সঙ্গে আর কথাও বলবো না। এই আড়ি - আড়ি আড়ি। [নাকি সুরে কেঁদে গমনোদ্যত] আমি চলে যাচ্ছি।

রামু — নাকি সুরে কান্না ছাড়ি, চললি কোথায় ? শ্বশুর বাড়ী ?

[পেছনে কোরাস নাকি সুরে সানাইয়ের ঢংয়ে বাজায় 'ট্যা - ট্যাট্যা - ট্যারে - ট্যাটা'। শব্দধ্বনিতে ব্যাঙ্গের আভাস আনে। রূপা ঘুরে তাদের দিকে দেখলে তারা হাসে। চোখ ঘোরালেই বাজনা। এভাবে ২/৩ বার চলে। রূপা ক্ষেপে রামুকে চপেটাঘাত করতে থাকে শরীরের এখানে সেখানে।]

রূপা — বল্, বল্ শ্বশুর বাড়ী কেন বল্লি ?

রামু — ওরে বাবারে। বুঝি মলাম রে।

রূপা — আর বলবি ? বল ?

রামু — না - না, আর বলবো না।

রূপা — বল্ আমার সঙ্গে খেলবি না আর বলবি না।

রামু — ঠিক আছে, আর বলবো না।

রূপা — বল্ খেলবো।

রামু — খেলবো। কিন্তু শ্বশুর বাড়ী শ্বশুর বাড়ী খেলা খেলবো।

রূপা — আবার ?

রামু — কি খেলা খেলবো তবে ?

রূপা — (ভাবে) কি খেলা - কি খেলা ? - হ্যাঁ -

রামু — কি ?

রূপা — নতুন যে পুতুল এনে দিয়েছে বাবা সেগুলো দিয়েই হবে আজ নতুন খেলা।

রামু — পুতুল খেলা তবে ?

সকলে — হ্যাঁ পুতুল খেলা। পুতুল খেলা।

[বাজনা বাজে। পুতুলের মত নাচ শুরু হয়। আলোর নানা অদল বদল হয়। মঞ্চ অন্ধকার হয়। সকলের প্রস্থান। এবার প্রবেশ করে গায়েন, প্রয়োজনে

কোরাস, নয়তো গায়েন একাই গাইবে । আলো জ্বালার সঙ্গে গায়েনের দৃশ্য শুরু হয় ।]

গায়েন — নজর মেলে দ্যাখেন বাবু - ক্যামন দারুণ চমৎকার ।

কোরাস — পুতুলেরই সংসার । বাবু পুতুলেরই সংসার —

গায়েন — মানব জীবন কঠিন য্যামন
পুতুল জীবন নরম ত্যেমন;
তবু যেমন মিলটা কেমন

কোরাস — আছে উভয়কার —

গায়েন — পুতুল খেলা খেলে যারা,
আমরা বলি অবোধ তারা ---
ঐ পুতুল খেলায় কাহার জীবন
দেখাবো কেমন চমৎকার

কোরাস — দেখাবো কেমন চমৎকার . ...

[গাইতে গাইতে কোরাস ও গায়েনের প্রস্থান । আবহসঙ্গীত চলছে । উজ্জ্বল ভাঙ্গতে রামু, রূপা ও সরমা প্রবেশ করে । প্রয়োজনে মঞ্চের সামনে কোথাও কোনো প্রয়োজনীয় ভঙ্গীতে বোঝাবে দুটো বাড়ীর আভাস. [illegible] ও [illegible] দুদিকের সময় দুটো বাড়ী বোঝা যাবে [illegible] মঞ্চে [illegible] সময়ে অভিনয় করবে ।]

রামু — ওঃ, আমার তো তোদের মত পুতুল নেই তো আমি কি করবো ?

রূপা — কি আবার করবি ? আমরা তোকে দেবো ।

রামু — বেশ. তাহলে কি খেলবো বল ?

সরমা — রান্নাবাড়ি ।

রূপা — সে তো রোজই খেলি ।

সরমা — তবে ?

রামু — তবে আমি বলি । আজ পুতুলের বিয়ে বিয়ে খেলবো .

রূপা ও সরমা — হাঁ. পুতুলের বিয়ে বিয়েই খেলবো ।

রামু — কিন্তু বিয়ে ঠিক করবে কে ?

রূপা — কেন তুই । তুই ঘটকালী করবি ।

রামু — আচ্ছা । আর ছেলের মা হবি তুই ।

সরমা — আর মেয়ের মা বুঝি আমি ? না, তবে আমি খেলবোই না ।

রামু — কেন কি হলো ?

সরমা — আমি ছেলের মা হবো ।

রূপা — কেন ? তুই ছেলের মা হবি কেন ?

রামু — ঝগড়া কল্লে যে খেলাই হবে না । তাহলে আমি চলে যাই ।

রূপা / সরমা — না, না ঠিক আছে

রূপা — আমিই মেয়ের মা। আর সরমা ছেলের মা।

রামু — ঠিক আছে। আমরা তবে যাচ্ছি। মেয়ের মায়ের যখন ঝামেলা বেশী। রূপাই শুরু করবি

সরমা — কে বললে মেয়ের মায়ের ঝামেলা বেশী।

রামু — কেন মনির মা ও মামা পুতুলদের বিয়ের আগে শুনিস্‌নি কি করেছে — কি বলেছে?

রূপা — শুনিনি আবার? সরমা বেশী বেশী কথা বলে।

সরমা — আচ্ছা ঠিক আছে মেয়ের মা-ই শুরু করবে।

রামু — সময়মত আমরা আসবো। রূপা শুরু কর। তুই এখন তোর মেয়ে পুতুলের মা হয়ে যাবি। মায়ের মত কথা বলবি কিন্তু।

[বাজনা বাজে। রামু ও সরমার প্রস্থান। আলোর বদল হবে। রূপা এবার মেয়ের বাড়ীর লোক।]

রূপা — হ্যাঁ লা পুতুল - পুতুল (উচ্চস্বরে ডাকে)। এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে কোথায় ঘরের কাজকর্ম করবে, না গলা ফাটিয়ে ডাক, তবু পাবে নাকো খুঁজে।

[প্রতিবেশী মধুর মার প্রবেশ। বয়স্ক মহিলার মত শাসানো সুরে কথা]

মধুরমা — কি করে আর পাবে [illegible] তুমি [illegible]

[illegible]

রূপা [illegible]

[illegible]

মধুরমা — [illegible]

[illegible]

রূপা অ্যাঁ।

মধুরমা - হ্যাঁ [illegible]

বয়স কি আর [illegible] না লোকের মুখ রোখা যায়?

রূপা - [illegible] তুমি এ কি কথা?

মধুরমা — [illegible] পাড়ার মা - তা। পাড়ার মত ছেলের মা, দিনে রাতে ঘুমোয় না

রূপা — কেন গো?

মধুরমা — কেন কি আবার? কখন কি হয়ে যায়!

রূপা — কিসের কি হয়ে যায়?

মধুরমা — আহা তুমি কচি খুকি, কিছু যেন

বোঝ না ! আগুন লাগা বয়স এ যে,
যেন কিছুই তার জান না !
কখন কোন দিকেতে বাতাস ঠেলে - কার ঘরেতে
আগুন জ্বলে, সেই ডরে আর কারও
ঘরে আহার নিদ্রা রোচে না ।

রূপা — তা হলে এখন কি করবো ? মেয়েটাকে
রাখবো বেঁধে না পিঠের ছাল তুলবো
ডেকে; — দয়া করে বলে দাও না !

মধুরমা — আহা ! কথার ছিরি শোন না ? ছেলে
দেখে বিয়ে দাও । কাজের কাজ সেরে
নাও । এছাড়া আর আসল কথা
আমি ভেবে পাই না ।
[ছন্দময় বাজনার তালে মধুর মা প্রস্থান করে]

রূপা — মেয়ে আইবুড়ো হচ্ছে আর মেয়ের মার —
আমার মাথা ঘুরছে । কিন্তু মেয়ের জন্য
ছেলে পাবো কোথায় ?
[প্রস্থানের ভঙ্গী হবে ও কোরাসের প্রবেশ হবে]

কোরাস — হায়রে হায় !
মেয়ের বাড়ছে বয়স —
চিন্তাতে মা হচ্ছে অবশ ·
মাথা ঘোরে হায়
কোথায় · পাত্র পাওয়া যায় — রে
পাত্র পাওয়া যায় —
[কোরাস দলের প্রস্থান । এই অংশ গানের ঢংয়ে বা কথাতে ও অভিনীত হতে পারে । প্রবেশ করে ঘটক বেশে রামু ।]

রামু — [ঘটক বেশে] আমি আছি ঘটক মশাই
চিন্তার কিছু নাই । মেয়ের মাগো
এসো কাছে, লম্বা ঘোমটা টেনে পিছে । প্রজাপতি
বাঁধা আছে ! কইবো কথা লাগবে কাজে ।

[রূপার প্রবেশ]

রূপা — হ্যাঁ গো ঘটক মশাই, বল কিছু কাজের
কথা, পাত্র কোথা পাই ?

রামু — মেয়ে তোমার দেখতে কেমন বল আগে ভাই ?

রূপা — চম্পাবরণ মেয়ে আমার মেঘবরণ চুল
মন ভোলানো মেয়ের আমার ফুটছে বিয়ের ফুল

রামু — ফুলের এবার কিছু ইতিকথা ।

রূপা — কও শুনি আসল কথা ?

রামু — পড়তে জানে ?

রূপা — হ্যাঁ ।

রামু — লিখতে জানে ?

রূপা — হ্যাঁ ।

রামু — বাঃ । এবার কিছু জাতের কথা ।

রূপা — জাত ? জাতের মুখে মারি ঝাঁটা ।

[কোরাসের প্রবেশ]

কোরাস — জাতের মুখে মারি ঝাঁটা --
মেয়ের মায়ের খাসা কথা
এমন কথা কইতে পারে কয়জনা ভাই কয়জনা ?
জাতের কথা বলো না
জাতি বিভেদ মানি না —
এমন কথা বলতে পারে ক'জনারই মা ?

[কোরাস পেছনে অপেক্ষা করে ।]

রামু বেশ, এবার বল তবে মেয়ের কিছু গৃহকর্ম কথা ।

রূপা বলবো কি আর তা —

কোরাস মেয়ে মোদের রাঁধতে পারে, বাড়তে পারে,
নিকোতে পারে ঘর, সেবা যত্নে ত্রুটি
নেই কিবা আপন পর ।
সাজ গোজেরও দারুণ বাহার,
ও তার গুণের কথা শুনবে কত আর ?

রামু — শুনছি যা তাই লাগছে চমৎকার ।
বুঝছি এবার পাত্র খোঁজা দরকার ।
বল, পাত্র কেমন চাই ?

রূপা — রাজপুত্তুর চাই না

কোরাস — কিন্তু গুণধর চাই ।

রামু — গুণধর পাত্র পাওয়া বড় শক্ত —

যদিই বা মিলে যায়, টাকা লাগবে বহুতায় ।

রূপা — মাথার বোঝা মেয়ে আমার কি আর করা
যায় ? জমি জমা টাকা কড়ি
যাই কিছু আছে, বেচে বুচে কোন মতে
মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে ।

কোরাস — তবু মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে
লাগে তো ঋণ করতে হবে
ঘর বাড়ী বেচতে হবে
জমি জমা ছাড়তে হবে
[তবু] মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে ।

রামু — তবে ঘটকালী জোর করতে হয়
বর বাবাজী খুজতে হয় ।
হেথা হোথা ছুটতে হয় ।
[বাজনা বাজে । পুতুলের মত সবে নাচে । আলোর বদল হয় । এবারে রামু ছেলের বাড়ীর কোনে, কোরাসেরাও সেখানে । রূপার প্রস্থান ।]

রামু যদুর মাগো, যদুর মা, ঘর দুয়ারে কে দেখনা —
বলবো শুনে লাগবে তাক, ঘোরপাক হলো সাতপাক
এসো কাছে কথা আছে, লম্বা ঘোমটা টেনে পিছে ।

কোরাস -- এসো কাছে কথা আছে । [সরমার প্রবেশ যদুর মা রূপে]

সরমা -- [যদুর মা বেশে] কে ডাকে গো এমন করে মধুর মধুর বোলে ?

রামু — ডাকছি আমি ঘটক ঠাকুর । বল, কেমন আছে তোমার ছেলে ?

সরমা -- ভালই আছে ছেলে আমার । আসুন ঘটক মশাই ।

রামু -- এসেই যখন পড়েছি আমি, তোমার চিন্তার কিছু নাই ।
ছেলে তোমার হচ্ছে বড় দেখছ না কি ? ভাবছ না কি
দিবারাতি ছেলের বিয়ে দি ?

সরমা -- কি আর এমন বয়স হলো ছেলের আমার,
যে উঠে পড়ে লাগবো — ছেলের বিয়ের
হলো দরকার ।

রামু -- বল কি গো ছেলের মা ?

সরমা — যা বুঝছি তা বলবো না ? আজ ছেলের
বিয়ে দিলে কালই ছেলে পর হবে ।

রামু — আঁ !

সরমা — হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কলিকালের কত ছেলেকে দেখেছি তো, বিয়ের পর কেমন করে ডোবায় মায়ের মান। মাকে বলে কুটনো বুড়ী, বৌকে বলে সোনার চান!

[কোরাসেরা হাসে]

রামু — হা - হা হা! তাই বুঝি? তবে ছেলের বিয়ে দেবে না?

সরমা -- সময় হলেই ভাববো তবে।

রামু — কিন্তু গো মাঠান ছেলের ভাবগতিক চলন

বলন খবর কিছু রাখো?

সরমা — চাপা ঢাকা ছাড়ো, কথা খুলেই বলো।

রামু -- হেথায় হোথায় আড়ি পাতে ছেলে তোমার!

সরমা -- অ্যা!

রামু হ্যা, ভাবাই ভাবাই ভাব। অধিক রাতে বাড়ী ফেরে,

যেন নেই তার মা অথবা বাপ?

বল, ঠিক কিনা?

সরমা — বটে!

রামু - খাবার পাতে মন রোচেনা, যেন মা জানেনা রান্না!

বল, বলছি কথা সত্যি কি না?

সরমা বটে! বটে!

রামু রেগে যায় না ছেলে? বলে না যখন তখন

যেদিকে দু'চোখ যায়, যাবই আমি চলে?

সরমা --- বলে, বলে গো ঘটক ঠাকুর।

রামু - - তবে! আর করছো কোন সবুর? তোমার

ছেলের ফুটেছে বিয়ের ফুল, করলে দেরী

আর, পরে পাবে না খুঁজে কূল।

কোরাস পাবে না খুঁজে কূল।

সরমা বেশ, তবে দিলেম তোমার কাছেই ধর্না

ছেলের জন্য খুঁজে আনো কন্যা।

রামু আছে কন্যা।

সরমা আছে? তো বলো কন্যার কিছু খবর।

রামু - কন্যা তো জবর।

সরমা কিন্তু যদ্দি আমার পাত্র যেমন,

পাত্রীও চাই তেমন তেমন।

রামু তো বলো কেমন পাত্রী চাই? [কথায় বা সুরে]

কোরাস — [বলবে কথা বা গান ও নাচের ভঙ্গীতে। দু'ভাগে ও বলতে পারে। রামু ও সরমার কথা তখন মাইমের ভঙ্গীতে চলবে।]

চাই সুন্দরী রাজকন্যে মোদের পাত্রের জন্যে

মোদের পাত্র পেলে, মেয়ের বাপ - মা হবে ধন্যে।

রামু — ওরে বাবারে! রাজ্য কোথায় পাই বল না ছাই, পাবো যে রাজকন্যা?

সরমা — বটে বটে!

কোরাস — তবে খুঁজতে হবে সুন্দরী এক অপসরী

বা ডানাকাটা পরী!

রামু ... তবেই হবে?

কোরাস — হবে হবে হবে।

সরমা — লেখাপড়া জানা চাই।

কোরাস -- পাশ করা হওয়া চাই।

সরমা -- বাড়ী তার থাকা চাই।

কোরাস -- গাড়ী চড়া জানা চাই।

সরমা — জমি তার নামে চাই।

কোরাস -- জমাও তার থাকা চাই।

রামু --- তবেই হবে? তবেই হবে?

সরমা --- রান্না বান্নায় পাকা হওয়া চাই। কাজ কম্ম জানা চাই। বাসন মাজা, কুটনো কুটা,

হ্যাঁ — জল তোলা ঝাট দেয়া ---

কোরাস - জানা চাই সব জানা চাই। গাওনা বাজনাও জানা চাই।

রামু — বুঝেছি গো বুঝেছি। কন্যা হবে রত্ন যেমন,

এসবই গুণ তার থাকতে হবে, কন্যাটি বৌ হবে তবে।

সরমা --- না, শুধু এসবেতেই হবে না।

রামু — তবে? আর কি কিছু চাই?

কোরাস — |কথায় বা সুরে| চাই - চাই চাই।

খাট্ পালঙ্ক রেডিও চাই

চাই যে রঙিন টি ভি।

ড্রেসিং টেবিল, গয়না সোফা

স্কুটার, ফ্রিজ আর এমন কি?

হাজার বিশেক নগদ নইলে

ছেলের মান আর থাকে কি ?

রামু — ছেলের মাগো, বলে যাও, তোমার আর কি আছে আর্জ্জি ?

সরমা — আর কিছু নয় ঘটক ঠাকুর । আমি এটুকুতেই রাজী ।

রামু — তবে কি আমি বলতে পারি, চল যাই মেয়ের বাড়ী ?

সরমা — বলছি আমি ছেলের মা । এটুকুতে রাজী যদি কেন যাবো না ?

রামু — তবে চল যাই ।

কোরাস — চল যাই চল যাই মেয়ের বাড়ী ।

ছেলে যেমনচাই মেয়ে তেমন —

দেয়া নেয়া কি আব এমন;

ঐ মেয়ে হয় পছন্দ যদি --

বাজবে সানাই নিরবধি নিরবধি · নিরবধি ।

[বাজনা বাজে । পুতুলের মত সকলে নাচের ভঙ্গীতে ওপরের সংলাপের সঙ্গে মেয়ের বাড়ীর দিকে রওনা হয় । আলোর বদল হয় । কোরাসের প্রস্থান । ঘটকও (রামু) আসে মেয়ের বাড়ী ভিন্ন জোনে সঙ্গে, ছেলের মা ।]

রামু — কন্যার মাগো, কন্যার মা, পাত্র পক্ষের

খবর আছে, শুনবে যদি এসো কাছে।

খাতির টাতির সবই হবে,

দেরী তো আর সয় না ।

[রূপার প্রবেশ মেয়ের মা রূপে]

রূপা — শুনগো ঘটক ঠাকুর, বুঝতে আমি পারি না ।

খাতির · টাতির বল্লে এমন,

যেন মেয়ে আমার খোঁড়া কানা ।

রামু — এই তো এলো ছেলের মাগো, দেখাও তোমার মেয়ে ।

ষোল আনা পছন্দ যদি — হবেগো তার বিয়ে ।

রূপা — কিন্তু বলি ছেলে কেমন ?

রামু — নয়কো মোটেই মন্দ । দেখতে ভালো, শিক্ষা আছে, আছে ভাল রোজগার ।

বাড়ীঘরও সবই আছে । মেয়ে তোমার থাকবে সুখে —

রূপা — বেশ, তবে এসো পুতুল মাগো আমার,

ছেলের মায়ে দেখতে এলো তোমায়,

বুঝে শুনে এসো ।

[মধুর মাকে নিয়ে মেয়ের প্রবেশ । পুতুলের ভঙ্গীতে আসে মেয়ে পুতুল একটি বাজনা আছে পরিবেশানুকূল ।]

সরমা — নামটি বুঝি পুতুল তোমার ?

[মেয়ে যেন মাথা নাড়ে, পুতুলের মত ভঙ্গী বা কার্টুনের মত]

দেখি চুলটি কেমন — [চুল দেখে টেনে]

দেখি পা টা কেমন — [পা দেখে]

দেখি তোমার নখ কেমন — [নখ দেখে]

লিখতে পড়তে জান তো —

রূপা — পরীক্ষা দেবে অল্প বিস্তর, প্রশ্ন করুন তো ?

সরমা — তাই নাকি ? বেশ, তো যাক্ মেয়ে ।

তোমার সঙ্গেই কথা হবে ।

[মধুর মা ও মেয়ের প্রস্থান পূর্ববত পুতুলের মত]

রামু — বলুন, মেয়ে পছন্দ কেমন ?

সরমা — কি আর এমন ? রংও নয় তেমন খাসা ।

স্বাস্থ্যও নয় আচ্ছা । তাই কেমন করে

বলবো বাছা, বৌটি ছেলের হবে তুমি - - ।

সংসারে যে চিরদিনের পুষ্প হবে আশা ?

রূপা — তার মানে কি মেয়ে আমারে পছন্দ হলো না ?

সরমা — সত্য যদি অপ্রিয় হয়, খুলেই তবু বলতে হয় ।

কেমন করে পছন্দ হবে ছেলের আমার যা পছন্দ হবে না !

রামু — আপনি ছেলের মা । চাপা ঢাকা না রেখে কথা খুলেই বলুন না ।

সরমা — বলিনা কি আর সাধে ? পাছে মেয়ের মা কান্নাকাটি জোড়ে ?

রূপা — [ক্ষেপে যায় । সই সরমাকে লক্ষ্য করে বলে মায়ের ভূমিকা ছেড়ে]

কি বললি তুই সরমা ? আমার পুতুল তোর পছন্দ নয় । [বাস্তব জীবনে আসে ফিরে রূপা, সরমা ও রামু]

রামু — এই রূপা, কি হলো ?

রূপা — সরমা আমার পুতুলকে পছন্দ নয় ক্যান বললো ?

সরমা — ওমা ! যেমন যেমন বলে শুনি মা, কাকিমা, আর মাসী পিসীরা, তেমন করে বলবো না ?

রূপা — হ্যাঁ, তুই ভাবিস আমি কিছু বুঝিনা — না ? পুতুলকে আমার নাড়লি - চাড়লি তার চুল টানলি । নখ আর পা দেখলি । কেন পুতুল কি আমার ভাঙ্গা চোরা, না কানা খোঁড়া, তারপরেও যে বললি পছন্দ হলো না ।

রামু — আরে ও তো কথার কথা । বিয়েতে ও রকম বলতে হয় । মেয়ের মাকে ছোট হতে হয় । পাঁচ রকমের কথা শুনতে হয় । দেখেছিস্ না !

সরমা -- ঠিক বলেছিস্ ।

রূপা -- তাই বুঝি । তবে মেয়ের মা হতে আমার বয়েই গেছে । আমি এবার ছেলের মা ।

রামু --- ওমা, এমন করলে যে খেলাই হবে না ।

রূপা - কেন, আগে বলিস নি - যখন যেমন দরকার হবে, তখন তেমন সাজতে হবে ।

রামু -- হাঁ বলেছি ।

রূপা — তাহলে সরমা এবার মেয়ের মা হোক না । পাঁচ রকমের কথা শুনুক না ।

সরমা -- ঠিক আছে আমিই মেয়ের মা । [আবার সকলে চরিত্রে রূপান্তরিত হয়] বল তোমার ছেলের খবর । কি বা বল আয় ? না কি কেবল ঘুরে ফিরে বাপের হোটেলেই যায় । না কি কেবল চাঁদার ধাঁধায় ঘুরে ফিরে, যার তার মাথায় ডাণ্ডা মারে ?

রূপা -- [ক্ষেপে] কি ? মেয়ের মায়ের এত বড় কথা ? আমি ছেলের মা বলে কথা !

সরমা - মেয়ের আমার বিয়ে দিতে, ছেলের খবর জানতে হবে ।

রূপা -- সোনার টুকরো ছেলে আমার । এমন ছেলে পাবে না, তা । ভাগ্যি ভাল না হলে মেয়ের মায়ের, এমন জামাই জোটেনা । বলে কিনা কড়ি ! রুজি রোজগার দারুণ ছেলের, ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী । একটাই সখ ছেলের আমার, পোষা ময়না পক্ষী ।

সরমা -- আছে আরো কিছু কথা ।

রামু -- বিয়েতে হয় হাজার কথা নতুন নতুন কুটুম হবে তাতে কি আর বাধা ।

সরমা --- ছেলের গোত্তর ? মানে গোত্র ?

রূপা হাঁ, দেখাতে হবে, জানাতে হবে । হতে হবে সতর্ক । যেন ছেলের দোষে মেয়ের তোমার ঘটে না কো বিপদ ।

রামু — সাঁচা কথা বলছি তবে । কোষ্ঠী বিচার করেছি ভেবে । সপ্তমে বা অষ্টমেতে শুভ গ্রহ আছে বসে । নরগণে - নরগণে উভয়েতে মিলও আছে । বলছি আমি ঘটক ঠাকুর --- এমন জুড়ি মিলেনা । তবে বল বিয়েতে আর কি আছে ভাবনা !

রূপা --- তেমন কিছু না -- যৎ সামান্য যাই দেবে, তবু বলে নেয়া ঠিক হবে ।

সরমা -- সেই ফিরিস্তি তো বলাই হলো ।

রূপা — তবু নতুন করে ছেলের মা কিছুই বলবে না ?

রামু --- বটে বটে । বল, কি বলবে তবে ?

রূপা -- যৎসামান্য পাওনা । দেবে ভরি কুড়িক গয়না ।

সরমা — ওরে ব্বাবা ! সে আমি পার্বো না । না কিছুতেই না ।

রূপা — তবে কি আর হচ্ছে বিয়ে, থাকুক তোমার ঘরেই তোমার মেয়ে ধিঙ্গি হয়ে ।

রামু — সে কি কথা ? এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে যাবে ?

রূপা — আগে তিতো পাছে মিঠা ভালো । এমন ছেলে পেতে গেলে তো কিছু দিতেই হবে বলো ।

রামু — তবু আপনি হবু বেয়ান, লেনা দেনা কিছু কমান ।

রূপা — বেশ তবে গয়না দেবে দশভরি । আর যৎসামান্য মালকড়ি । বেশী কথা বলবো না আর । নগদ দেবে বিশ হাজার ।

সরমা — বুঝি না মেয়ের মায়ের কি অপরাধ যে কথায় এত দেনার ফাঁদ ।

রূপা — যদি কথায় কেবল কথা বাড়ে, বলছি আমি ঘটক মশাই । খুঁজুক তারা আর এক জামাই । আমি কথা বলবো না ।

রামু — আরে না - না । এখন এসব কথা মানায় না । ওগো জামাই বাবাজীর পূজনীয়া মাতাজী মাননীয়া হবু বেয়ান, দয়া করে লেনা দেনা কিছু যদি না কমান —

রূপা — বেশ, তবে গয়না - থাকবে বলছি যেমন যেমন । কেবল নগদ কম'ও দু'হাজার ।

সরমা — এ তো যেমন বাজার সরকার । কিছু দামাদামি কত্তেই হবে । তবে যা দেখছি মেয়ের আমার বিয়ে দিতে ভিটে মাটি ছাড়তে হবে । [ক্ষেপে ও প্রায় কেঁদে] তোমার কি মেয়ে নাই গো, মেয়ে মানুষ হয়ে কেন মেয়ে মানুষের দুঃখ বোঝ না কো ?

রূপা — [খিলখিল করে হেসে ও চরিত্র থেকে শিল্পীতে রূপান্তরিত হয়ে] ওমা ! এ যেন সত্যিকারের মা । কি রকম কেঁদে ফেলেছে । যেমন কেঁদেছিলো আশাদির মা মেয়ের বিয়ে দিতে ।

সরমা — বুঝেছি, তাইতো তুই মেয়ের মা থাকলি না । মেয়ের মাকে আমার ঘাড়ে চাপালি । [চরিত্র থেকে শিল্পীতে রূপান্তরিত হয়]

রূপা — বোঝ এবার মেয়ের মায়ের জ্বালা । বলবো এবার কথা গনেশদার মায়ের মত, বুঝবে তুমি ঠ্যালা ! [হাসি]

রামু — হয়েছে, হয়েছে, এবার ঘটকের পালা । মেয়ের মাগো, বুঝে শুনে কিছু বলো । [সকলে আবার চরিত্রে রূপান্তরিত হয়]

সরমা — কি আর বলবো, মেয়ের বিয়ে মায়ের মরণ । বিয়ের পণ আগুন যেমন । সেই আগুনে মরছি জ্বলে —

রূপা — মেয়ের জীবন ধন্য হবে, আমার ছেলের বৌ হলে ।

রামু --- বলছি তবে আমি তৃতীয় পক্ষ। মেনে নাও উভয় পক্ষ। গয়না গাটি পাঁচ ভরি। নগদও ঐ পাঁচ হাজার। নতুন কিছু বলোনা আর।

রূপা --- [শ্লোগান ঢংয়ে] না, তা হয় না হবে না ! মানছি না তা মানবো না।

রামু --- মেনে নাও, মেনে নাও, মেয়েকে বৌ করে নাও। বলছি আমি ঘটক ঠাকুর। আমার কথা মেনে যাও।

সরমা --- কিন্তু আমার একটি কথা, নগদ টাকা পাবো কোথা, বিয়ের পরে দেবার আমি চেষ্টা করতে পারি। ছেলের মা বল্লে তবে বিয়ের কাজটি শুরু করি।

রামু --- বেশ কথা। ভাল কথা। ছেলের মা আর জল ঘোলা করো না, মেয়ের মাকে কষ্টও আর দিও না।

রূপা --- বেশ, তবে হলাম আমি রাজী। কিন্তু নতুন করে কোরো না আর কোন কারসাজী।

সরমা --- সে আবার কেমন ?

রূপা --- যেমন মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলাম। আর অমনি পগারপারও হয়ে গেলাম, হ্যাঁ, চুলোয় না যায় পণের ভাবনা, যে দেনা-ফেনা কিছুই আমার আর দিতে হচ্ছে না।

সরমা --- ছিঃ ছিঃ। মেয়ের মা এতেই ফেল্লনা বুঝি ? অপমান আর গালাগালের বাকী থাকছে কি ?

রামু --- না গো মেয়ের মা। তোমার হবু বেয়ান নয়কো তেমন মন্দ। আসলে মুখেই গরম। কিন্তু মনটা নরম। মেয়ে তোমার থাকবে সুখেই, চিন্তা কোরোনা।

রূপা --- কার বুকের এমন পাটা ? তার মুখে মারবো ঝাঁটা। যে বলবে মানুষ আমি মন্দ, তার স্বভাবেই করি তবে সন্দ !

সরমা --- মেয়ে আমার সুখী হলেই চাইনা কিছু আর। ভালো মন্দের এই তো আসল বিচার।

রামু --- বাঃ বেশ বলেছ ! তবে উলু দাও গো উলু দাও। বিয়ের কথা পাক্কা। খাও দাও, নাচো গাও, বাজনা বাজাও ধুম ধাড়াক্কা।

[আলোর বদল। উলু ধ্বনি শোনা যাবে। বাজনা বাজে। কোরাসের প্রবেশ। তারা নাচে গানে মুখর হয়ে পরিবেশকে বিয়ের দৃশ্যে যেন রূপান্তরিত করে। অন্যদের প্রস্থান। প্রয়োজনে প্রবেশ হবে।]

কোরাস --- বিয়ের কনে হোলোগো মোদের পুতুল সোনা - -
মালা বদল হবে গো বাজিয়ে বাজনা।
মণ্ডা মিঠাই খানা পিনা মাংস পলাউ খাও
সাজের বাহার রকমা রকম নয়ন জুড়াও

তাইরে নাইরে না । [কোরাসের শেষে বর কনের প্রবেশ ও মালা বদল হবে পুতুল বা কার্টুনের মত। মালা বদলের সময় গায়েনের কণ্ঠে গান হবে।]

.... হোলোরে হোলো হোলো হোলো হোলোরে
হোলো পুতুল সোনার বিয়ে
বিয়ে হোলোরে হোলো হোলোরে —

[বাজনা বাজে । কোরাস নাচে, বর কনে আসে । পুতুলের ভঙ্গীতে যেন নেচে সাত পাকের মত ঘোরে । মালা বদল হয় । এবার পুতুলের শ্বশুড় বাড়ী যাবার পালা । গায়েনের গানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অভিব্যক্তি চলে মঞ্চে । পুতুল বিদায় নিয়ে যেন পাল্কীতে উঠবে । কোরাসরা পাল্কী বাহক হয়ে প্রস্থান করবে।]

গায়েন --- আঁখি জলে ভাসি পুতুল, শ্বশুরালে চলে রে .... শ্বশুরালে চলে,
আছাড়িয়া পড়ে পুতুল, মায়েরই কোলোরে, মা ভাসে আঁখিজলে,
কেঁদে ভাসে সখা সখী যত লতা ফুল -
পশুপাখী খেলার সাথী কাঁদিয়া আকুল রে, — বিদায়ের কালে,
যায় হারিয়ে শিশু বেলা, যত কথা, যত খেলা
কালের খেলায় সবেই পুতুল, মাতে নতুন খেলায় রে !

[এতক্ষণে সকলের প্রস্থান হয়ে গেছে । এখন খালি মঞ্চে প্রবেশ করে রূপা । ছেলের বিয়ের পরে যেমন কোন ছেলে ভুলে যাচ্ছে চিন্তায় পেয়ে বসে, তেমনি আঁতুর মায়ের মত এখন রূপা ।]

রূপা - হ্যারে বাবা যদু, যদু আমার যাদু, কোথায় গেলি ? .... এখন কি রে তুই কানে হলি কালা ? বিয়ে করিয়ে তো দেখছি হলো আমার নতুন জ্বালা ।

[রামুর প্রবেশ । রামু এখন ঘটক নয় । পুতুল খেলার নির্দেশক । একটু ক্ষেপাটে ভাবে আসে ।]

রামু - এই রূপা, তোকে নিয়ে তো আর পারা গেল না ।

রূপা কেন, কি হলো বল না ? [রূপাও চরিত্রের খোলস ঝেড়ে ফেলে]

রামু - তুই যে সোহাগ করে ডাকছিস যদু .... যদু, ও এসে কি তোর সঙ্গে কথা বলবে ?

রূপা — কেন বলবেনা ? ও আমার ছেলে না ?

রামু --- তা কি আমি জানিনা ? কিন্তু ও কি করে কথা বলবে ? ওতো পুতুল !

রূপা — এই রে ! আমি কি করবো ? আমি পদী পিসীকে যেমন করে বলতে শুনেছি তেমন করেই তো বলেছি । এখন কি সব তবে ভণ্ডুল হয়ে গেছে ?

রামু —- ভণ্ডুল কেন হবে ? ঠিক করে নিতে হবে করলি যে ভুল ।

রূপা — আমার যে এখন মা হয়ে ছেলেকে অনেক কথা বলার, কি করে বলবো তবে ?

রামু — আমি আছি কেন ? আমাকেই এখন সব শুনতে হবে । যতক্ষণ কথা বলার তোর ছেলে হয়ে আমাকেই সব শুনতে হবে ।

রূপা — যা বলার তাও বলতে হবে ?

রামু — হ্যাঁ, যা করার তাও সব করতে হবে ।

রূপা — কি মজা ! তাহলে এখন তুই আমার ছেলে, না ?

রামু — [ক্ষেপে] বল্লামতো, বল্‌না, কি বল্‌বি মা ?

রূপা — [হেসে] বলছি -- তুই আমায় আর কোনদিন শ্বশুরবাড়ী যাবি — বলে ক্ষেপাতে পারবিনা ।

রামু — আচ্ছা, খুব বুঝেছি । তোকেও বলছি -- তুইও আর সোহাগ করে তোর পুতুল ছেলেকে এমন করে ডাকবিনা !

রূপা — আচ্ছা । তো বল এখন কি করতে হবে ?

রামু — ছেলে যা বলবে সেই কথা শুরু কর তবে ?

[দু'জনেই আবার যথাবিহিত চরিত্রে রূপান্তরিত হলে এখন]

রূপা — বেশ তবে শুরু করি । ...... ওরে ছেলে আমার বাবা সোনা, এ তো করে ডাকি যাদু, তবু কানে কিরে যায়না শোনা ? .... সাত কথা বল্লে পরে, আগে ছিলি মায়ের আচল ধরে, এখন কি তুই বন্দী হলি ওরে বৌয়ের চুড়ি পরে, যে মায়ের কথা কিছুই তোর কানে শুনতে পাসনা ?

রামু — [এখন ছেলের ভূমিকায়] -- ছিঃ মা ! কি যে কথা কও না ? তুমি আমার দেবী, বলনা শুধু, এটা করবি, ওটা করবি । -- তোমার কথা কি আমি ফেলতে পারি ?

রূপা — তাই বুঝি !

রামু — নয়তো কি !

রূপা — তবু দেখছি এখন, বৌ হয়েছে আপন রে তোর মা হয়েছে পর ।

রামু — কি যে বলনা মা ?

রূপা — মিছে বলেছি -- ? ...... তুই যে এখন বৌ সোহাগী রে ! তাই কাজের কথা বলি কিনা কি না বলি, আমায় ভাবতে হবে না ?

রামু — ছিঃ মা, এমন বৌ বৌ বলো না । শুনে যেন আমি ওগো লাজে বাঁচিনা !

রূপা — [আদর করে] বাঃ ! এই তো মানিক আমার সাতরাজার ধন । মায়ের মন বুঝতে কতক্ষণ ? কথায় বলেনা, যেমনি মা তার তেমনি ছানা পোনা ।

রামু — হ্যাঁ গো মা, আমি তোমার বাবা ছোনা, না ! [আহ্লাদে বলে]

রূপা — তা কি আর বলতে হয় !

রামু — তো কও মা এবার আসল কথা শুনতে হয় ।

রূপা — কিন্তু কথা রাখবি তো ?

রামু — বলবে আগে শুনবো তো ।

রূপা — ভদ্দলোকের এক কথা কিন্তু ; তা কি তুমি জান ?

রামু — কিন্তু তার আগে যে তোমাকেই জানতে হবে মা, আমি ভদ্দলোকের ছেলে কি না ?

রূপা — কি বললি রে হতভাগা, বাপের নামে এমন সন্দেহ করতে আছে ? বাবা যে তোর বাবা ভদ্দলোক ।

রামু — ল্যাটা তো সব তবে চুকেই গেছে । আমি তবে ষাঁড়ের বাচ্চা । মরদ কা বাত, বলে হাতীকা দাঁত ।

রূপা — সাব্বাস । এই তো কথার মত কথা --- ওরে বাপকে বেটা । মায়ের কথা রাখবে ছেলে বুঝে গেছি এটা ।

রামু — বটে ! বলতো এখন কি করতে হবে ?

রূপা — আগে পরামর্শ করতে হয় । [ফিস ফিস করে]

রামু — তবে তো সব শুনতে হয় ।

[মাইমে তাদের সলা চলাকালে কোরাসেরা উড়ন্ত ভ্রমরের মত ভোঁ ভোঁ শব্দ তুলে সলা কলার মত তাদের চক্কর খেয়ে যাবে ।]

রূপা — বিয়ে যে তোর হয়ে গেলো, বছর তো প্রায় গড়িয়ে গেলো, এহি না ?

রামু — হ্যাঁ গো মা, ফাগুন আসে মাঘ যায়, হিসেব মতো বছর যায় ।

রূপা — [ক্ষেপে] কিন্তু আমার পাওনা টাকা কোথায় ?

[দুইজনে মাইমে আভাসে ইঙ্গিতে ক্ষেপাটে ভঙ্গীতে সে বিষয়ে কথা বলবে । কোরাস প্রবেশ করে তাদের মনের কথা বলবে ।]

কোরাস -- কোন সে টাকা কোন সে টাকা, কে জানে না তো ?
পণের টাকা পণের টাকা ছিলো যা ।
গাঙ পেরিয়ে এখন কি রে, পাটনী হলো শ্যালা ?
বৌয়ের মাকে বোঝাও এবার ঠ্যালা !
বৌয়ের মাগো হুসিয়ার ! বৌয়ের মাগো খবরদার
বেয়ান তোমার পাওনাদার, বেয়ান তোমার ঝাণ্ডাদার — ।
পাওনা আদায় কত্তে বেয়ান করবে জুলুম অত্যাচার ।

[বলতে বলতে সকলের প্রস্থান । করুণ আবাহসঙ্গীত বাজে ।
সরমা ব্যাথিতভাবে প্রবেশ করে । মেয়ের বিয়ের পরে দীর্ঘদিন মেয়েকে না দেখা মায়ের ব্যথা যেন]

সরমা — কতদিন যে দেখিনা । কি জানি হায় কেমন আছে — আমার পুতুল সোনা ? সেদিন স্বপ্নে দেখে আঁৎকে উঠি, — মেয়ের শরীর কাঠি কাঠি ! কাতর স্বরে ডেকে বলে — ওগো আমার মা, একবার আমায় দেখতে কি গো ইচ্ছে তোমার করে না ?
.... হায় ! হায়রে ! করে মা, দেখতে তোরে ইচ্ছে করে ! (হাঁটে) ......
যাচ্ছি মা, এই তো তোর শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি । গিয়ে তোর শ্বাশুড়ীকে বলছি .... ।
[যেন মেয়েব বাড়ীতে আসে । ক্ষেপাটে রূপার প্রবেশ, যেন ছেলের মা মেয়ের মা মুখোমুখি । বাজনা তীব্র । সরমা থমকে যাবে রূপার কথায় ।]

রূপা — কে এলো রে — কে এলো ?

সরমা — বেয়ান গো বেয়ান ।

রূপা — তা তো দেখলাম ।

সরমা — খবর টবর সব তো ভালো ? [রূপা ঘুরে দাঁড়ায় তাকে পেছন দিয়ে] কি হলো ? অনেক দিন আসিনি বলে বুঝি মন হয়েছে কালো ? [সরমা রূপার কাছে যায়, রূপা ও ঘুরে যায়] সংসারে ভাই নানা ঝামেলা, তাই কোথা ও চলতে চাইলেও আর হয়ে ওঠেনা চলা ।

রূপা — তবে আজ কি করে এলে ? [ক্ষেপাটে মেজাজে বলে]

সরমা — এলাম কোন রকমে । অনেক দিনের টানা পোড়নে । ভাবলাম, দেখিনা বেয়ানকে অনেকদিন -- একটু দেখলাম । মেয়ের সঙ্গে ও দুটো কথা বল্লাম ।
.... কি ? তবু বুঝি বেয়ানের মান ভাঙ্গেনা ?

রূপা — আমার আবার কি ছার মান !!

সরমা — ছিঃ একি বলেন বেয়ান ? .... আচ্ছা তো আপনার মান ভাঙ্গবো, পান খাবো আর গল্প জুড়বো, দুই মায়েতে বসে । ফাঁকে মেয়ের সঙ্গে একটু দেখা করি এসে ।

রূপা — না । দেখা হবে না । [বেশ ক্ষ্যাপাটে কণ্ঠে বলে]

সরমা — [বিস্ময়ে] দে - খা হবে না ! এ কী বলছেন বেয়ান লাগছে আমার ঘোর । মেয়ে এখন বৌ আপনার । জানি, খাটেনা আমার জোর । তবু .... ..

রূপা — তবু দেখা হবে না ।

সরমা — কিন্তু কেন .... কেন ?

রূপা — কেন ? আহা ! জানা নেই যেন ? কোথায় বিয়ের পণের টাকা, নগদ সেই পাঁচ হাজার ? ভদ্দলোকের ঝি না তুমি ? এই কি কথার দাম তোমার ?

সরমা — কি ?

রূপা — কি আবার কি ? বিয়ের পরে বাসী পাওনা দিয়ে দেবে, এই না কথা ছিলো ? তবে আমায় কেন চাইতে হলো, বলো ?

সরমা — তাই বলে কি —

রূপা — মেয়ের সঙ্গে মায়ের দেখা হচ্ছে না — হবে না !

সরমা — হবে - না ! [কেঁদে ফেলে] কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম -- মেয়েটাকে একটু বাপের বাড়ী নিয়ে যাবো । হায় ! হায় রে ! মেয়ের আমার কি --- এই কপালে ছিলো রে !

রূপা — (ভেংচে) আহারে ! তুমি ও আর ন্যাকা কাঁদুনী গেয়োনারে ! যত্তসব ! আমার ছেলেও যেন ফেলনা ! পণের কথা বলার আগে মনে ছিল না ? মাত্র তো পাঁচ হাজার । আরে এমন ঘরে আলাপ ছিল যারা রাজী ছিল দশ হাজার ।

সরমা --- অ্যাঁ !

রূপা --- হ্যাঁ গা । চোখ কপালে উঠালে কেন গা ?

সরমা — আপনার কথা শুনে ।

রূপা — শোনো, মেয়ে তোমার বৌ হয়েছে আমার ঘরে কপাল গুণে ...... কি আর তেমন দিয়েছো বিয়েতে, আমার এমন সোনার টুকরো ছেলে কে ?

সরমা --- [কান্না ভেজা কণ্ঠে] দিয়েছি গো, যা পেরেছি দিয়েছি । ..... বাড়ীঘরও বন্ধক আমার বেয়ান । পণের টাকা রেহাই দিয়ে এবার আপনি আমায় বাঁচান !

রূপা --- মরা বাঁচা তোমার ব্যাপার বাপু, আমি এর কিছু জানিনা । আমি শুধু জানি আমার ছেলেকে কেউ ঠকাতে পারবে না । আমি আছি মা, যেমন করেই পারবো, আদায় করবো তার বিয়ে থার পাওনা ।

সরমা · বলছেন কি ? ..... দয়া করে আপনার ছেলেকে একবার পাই যদি তো বলি. - বাবা আমার তোমার মাকে মেয়ে দিয়েছি । তোমাকে ছেলে পেয়েছি । আমিও তোমার মা । ওরে ছেলে, বোঝনা কি মায়ের ব্যাথা — ভেবে ঐ পণের কথা ?

রূপা --- না বুঝবে না !

সরমা -- কেন বুঝবে না ? শুনেছি জামাই আমার রোজগারী, এই ক'টা টাকা নাই বা নিলো শাশুড়ী মায়ের টুঁটি টিপি !

রূপা --- বাঃ জামাই বলে কি আমার ছেলে তোমার হয়ে যাবে যে তোমার কথা শুনবে ? সোনা যাদু ছেলে আমার, যা বলবো আমি তারে, নড়ন চড়ন হয় না কভু তার ।

সরমা — হায়রে ! মেয়েটারে কতকাল দেখিনি । ঘুমের ঘোরে ডাকছে যেন শুনি, --- মা গো, তুমি হলে কেন এমন পাষাণী ?

রূপা — কাঁদবে না, বলছিনা, ও সব ছিঁচ কাঁদুনী কাঁদবে না। শুনতে ভাল্ লাগে না ওসব অলুক্ষণে।

সরমা — কোথায় মেয়েটাকে নিয়ে যাবে ভেবেছিলাম ! আর এই কপালে ছিল ? কি শুনলাম !..... হায় রে ! মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি নাকি যমের ঘরে দিয়েছি ?!

রূপা — কি বললি ? আমার ঘর যমের ঘর ! এই যদি কথা তোর, তো যা, মেয়ে নিয়ে চলে যা। মোদের কথা ভুলে যা। চিরদিন কোলে কাঁখে রাখ তোর মেয়ে, দেখে শুনে ছেলের আমার দেবো আবার বিয়ে।

সরমা — (আর্তনাদ) না .... না গো বেয়ান, অমন কথা বলো না। মেয়ে আমার পরাণ সমান, তাই তার কষ্ট যে গো আমার আর সয়না।

রূপা — আমারও আর ধৈর্য সয়না। আমার পাওনা আমি না পাই যদি আবার বলছি, মেয়ের কপালে যা হবে শেষে, তুমি কিন্তু তার দায়ী হবে।

সরমা — না গো না, এমন কথা আর বলোনা !

রূপা — কেন বলবোনা ? তুমি ও কি আর কম বলেছ ? আমায় যম বলেছ। যম!!

সরমা — না গো না, তোমায় বলিনি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। তবু এই কান ধরেছি, নাক মলেছি। মেয়ের আমার সুখের তরে আমি পাষাণে বুক বেঁধেছি। তবু মেয়ে আমার চিরদিনের তরে, থাকুক সুখে স্বামীর ঘরে। [গমনোদ্যত]

রূপা — কিন্তু ঐ পণের টাকা বাকী দেনা মনে থাকে যেন --
তবেই মেয়ের সুখ হবে জেনো। [প্রস্থান হলে উভয়ের।]
[মঞ্চ চরিত্রদের চরিত্র ব্যাখ্যান করতে গায়েন ও কোরাস দল মঞ্চে এসে গেয়ে যাবে]

কোরাস -- হেই !

গায়েন — জমছেরে ভাই জবর খবর।

কোরাস — ও ভাই পুতুল খেলা

গায়েন — এ খেলা চলছে নিরন্তর।

কোরাস -- ও ভাই বিয়ের খেলা --

গায়েন — বিয়ের বাদশা হলো বর।

কোরাস — বরের মায়ের ঝোলা -- --

গায়েন — এ বুড়া আর শক্ত খরতর।

কোরাস — ও ভাই পণের ঠ্যালা --

গায়েন — ঠেলায় ভরে বরের ঘর।

কোরাস — ও ভাই দারুণ জ্বালা --

গায়েন — কনের মায়ের কম্পজ্বর।

[গায়েন দল নেচে গেয়ে প্রস্থান করে । মঞ্চে আসে সরমা।]

সরমা — হায়রে হায় ! এখন আমি কি করি ? লাগছে গায়ে পণের ছ্যাঁকা, কোথায় পাবো দেনার টাকা ? কেমন করে বিক্রি করি — বন্ধকও যে ঘর বাড়ী ?

[মধুর মায়ের প্রবেশ]

মধুর মা — কি হলোগা সরমা ?

সরমা — মুখে কথা সরে না গো আমার মধুর মা । মেয়ের কথা মনে হলে ধিকি ধিকি বুকটা জ্বলে ।

মধুর মা — বিয়ে দিয়ে মেয়ের জন্যে কেন ভাব এত অলুক্ষণে ভাবনা ।

সরমা — ভাবায় যে গো মেয়ের বিয়ের দেনার কথা । জামাইর মায়ের কাছে দেনার দায়ে টিকি যে আমার বাঁধা আছে ।

মধুর মা — ওমা ! একি কথা ? শরমেতে মরে যাই । বলে কিনা বিয়ের দেনা । নতুন কুটুম্ব বলে কথা !

সরমা — বলেছে আমায় যা তা । যদি না দেই পণের টাকা ঘুরবেনা আর মেয়ের জীবনের সুখের চাকা ।

মধুর মা — মেয়ের শ্বাশুড়ীর এয়ছান্ ধমকী ? !

সরমা — আরো কত হম্বী তম্বী, কত রকম হুমকি !

মধুর মা — তবে তো বিষয়টা নয়কো মোটেই সরল ।

সরমা — বলছি কি আর তবে উগাড়ে গরল ।

মধুর মা — হ্যাঁ, হচ্ছে তবে দিনে দিনে ব্যাপার জটিল ।

সরমা — খাণ্ডারনী শ্বাশুড়ী মেয়ের বড়ই কুটিল ।

মধুর মা — বুঝি না গো সরমা, তোমার মেয়ের শ্বাশুড়ী কি কোনদিন বৌ ছিলনা ?

সরমা — সে কি কথা ? কেন থাকবে না ? নয়তো কেমন করে আমার জামাইর মা হয়েছে তবে বল না ?

মধুর মা — যাই বল তুমি সরমা, আমি দেখেছি — বিয়ে নিয়ে কিন্তু মেয়ে মানুষই মেয়ে মানুষের সঙ্গে বেশী শত্রুতা করে ।

সরমা — সেই শত্রুগুলোকে যদি আবার নতুন করে বৌ বানিয়ে আনা যেতো ঘরে- ।

মধুর মা — লেনা দেনা বিয়ের নামে বোঝানো যেতো ঠ্যালা !

সরমা — [পুরাণ কথা মনে করে] কিন্তু আমি যে খেয়েছি কানমলা ! এসব কথায় কি আর মিটবে আমার জ্বালা ! যা হবার নয় তা ভেবে আর কি হবে ? মেয়ের শ্বাশুড়ী কি তাতে জব্দ হবে ?

মধুর মা — তো শ্বাশুড়ীর জন্যে বর খুঁজতে হবে । কিন্তু হায়, তেমন বরও যে এখন পাওয়া দায় ! ভাবছি তো এসব জেদের ঠ্যালায় ।

সরমা — তবে ?

মধুর মা — তবে এখন ভাবতে হবে; ঐ পণ যাঁড়াশীর ছাড়ান্ পাবে কি ভাবে ?

সরমা — যা হয় কিছু কত্তে হবে। ধন যাবে — মান যাবে, তবু বিয়ের দেনা শুধতে হবে।

মধুর মা — ভাব তবে কেমনে দেবে পণের সাগর পাড়ি ?

সরমা — ভাবছি বেচেই দেবো ঘরবাড়ী, তবেই যদি বিয়ের দেনা শুধতে আমি পারি। কিন্তু ...

মধুর মা — কিন্তু কি আবার ?

সরমা — বন্ধক ওযে ঘরবাড়ী। আগাম টাকা কিছু পেলে পরে তবেই তা ছাড়ানো যেতে পারে। তারপরে তো বিক্রি।

মধুর মা — বটে। কিন্তু আমায় যে তলব কল্লে, কি করবো না করবো কিছুতো বুঝিনা, কিছু খুলে না বল্লে।

সরমা — তোমরা না বলেছিলে আমার বাড়ীটা পেলে তোমাদের বাগান বাড়ীটা বেশ জুতের হয়।

মধুর মা — বলেছি কি আর মিথ্যে ? কিন্তু তুমি যে ভিটে ছাড়া হবে গো, ভাবতেই আমার বুক ফেটে যায়।

সরমা — হায়, তবু আমায় বেচতেই হবে। ভাবলেই মেয়ের শাশুড়ীর রণচন্ডী মূর্তি, আমি আঁৎকে উঠি।

মধুর মা — তাইতো, বুঝেছিগো এতদিনে, ভূতে ধরা রোগীর মত [illegible] তুমি কাঠি কাঠি। ...... হ্যা ঐ শাশুড়ী ভূত ছাড়িয়ে তবে যেমন করে [illegible] তোমাকে বাঁচাতেই হয়।

সরমা — আমাকে নয় গো, আমার মেয়েকে বাঁচাও। ... কে দামেই [illegible] তোমরা নিয়ে নাও। আগাম আমায় কিছু টাকা দাও। [illegible] টাকা দিতে দেরী হলে .... (আঁৎকে ওঠে) ...না .. না আমি ভাবতে পারিনা ...... খাগীর বলনা, বাড়ী তোমরা কিনছ কিনা ? .. হলে ......

মধুর মা — দেখিনা কর্তা কি বলে ? তার আবার কি মর্জি ? বুঝিয়ে বলি — যদি শোনে তোমার আর্জি। .... চলি তবে ....

[এদের প্রস্থান হবে। কোরাসের বা গায়েনের প্রবেশ হবে। কোরাসেরা এলে শুধু হামিং রাখবে ঢেউ খেলানো সুরের ভঙ্গীতে। দূরাগত হয়ে আবার মিলিয়ে যাবে যেন গানের অংশ]

গায়েন — পণের টাকা হাতে না পেয়ে শাশুড়ী অধীর হয়।
যখন তখন শাশুড়ী বৌয়েতে কোন্দল শুরু হয়।

উঠিতে বসিতে মায়ের নামেতে মেয়ে গালাগাল শোনে —
কাঁদিয়া ভাসিয়া ভাবিয়া আকুল কি করিবে ভাবে মনে ।
স্বামীও তাহার মায়েরই কথায় দিনে দিনে হয় পর,
মায়েতে ছেলেতে কি সলা যে হয় ভাবিয়া পায় সে ডর ।
চিঠি লিখে জানায় গোপনে মাকে —
মাগো তোমার পুতুল মরণ মুখে,

মা —

টাকার লাগিয়া মা ছেলে যে হয় বড় নিষ্ঠুর আর নির্দয়
দিনে রাতে মোরে মারিতে গো আসে প্রাণ হলো মোর সংশয় ।

[গায়েন প্রস্থান করে । আবাহ সঙ্গীত ঝাঁঝালো ও তীব্র হয় । শ্বাশুড়ী রূপী রূপা বৌকে ঝাঁটা মারার ভঙ্গীতে তাড়া করে যেন প্রবেশ করে।]

রূপা -- ভূত ছাড়াবো, আজ বৌয়ের আমি ভূত ছাড়াবো, ভাবে কিনা আমি মুখরা । আমার মুখের ওপর কথা ? আমার চোখের পাকে যে একঘাটে জল খায় বাঘে মোষে, টের পায়নি তা । .... ওলো, ও বড়লোকের ঝি — এখন কই লুকোলি ? আয় না বেরিয়ে তো তোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করি । ......

[পরবর্তী কথাগুলো বলবে এমন ভাবে যেন বৌ মুখে মুখে কথা বলছে । আসলে মোটেই যা ঠিক নয় । শ্বাশুড়ী নিজের ছেলেকে হাত করে বৌকে সাজা দিতে ঐ ফাঁদে কথা বলছে ।] কি বললি ? .... আমি ছোট লোকের ঝি ?.... কি ? আমি মিছে কথা বলছি ...... বলেছিস, হ্যা, আলবৎ তুই বলেছিস -- আমি ছোটলোকের ঝি । আঁা .... আমি কেবল টাকা টাকা করি ! তবে না দেখাই মজা .... ! [নাকি কান্না] হায়রে, কই গেলরে ছেলে ওরে ! বাবা আমার পরাণ আমার, যাদু বাছা ধন -- তোর বৌ যা বললো তাতে বুকে আমার শেল বিধোলো । বড় কষ্ট করে নারবেতে সব সইলাম । এই শুধু বললাম ! ..... শুনলিতো ! কই, কইরে সাতরাজার ধন মানিক আমার পুত্ররত্ন — চুপ করে কান ? ও আমার বাবা সোনা; বৌর কথায় যে মা'র মান যায় বললাম, শুনেও বৌকে কিছু বলবিনা ? কই তুই কোথায় গেলি, কেন পাচ্ছিনা তোর দেখা ? বৌ'র আচলে মুখটি কিরে পড়লোরে তোর ঢাকা ? [আদর করে ডাকে আবার] ওরে আমার যদু !

[রামুর প্রবেশ হবে : নাট্যক্রিয়া বদলে বাস্তব জীবন চলবে]

রামু -- [ভেংচে] আহা ! মুখে যেন তোর ঝরে মধু ।

রূপা -- [বাস্তবে ফিরে] কি হলো ? ভেংচে কাটলি কেন ? মায়ের মত করে ডাকা হয় না বুঝি ?

রামু — খুব হচ্ছে । কিন্তু ছেলেকে ওভাবে ডাকবি না, তোকে না বলেছি ?

রূপা — কেন কি হলো ? টুলুদার মাকে তো এমন করেই ডাকতে শুনেছি । তাই আমি ও ....

রামু — তবে খেলাটাও আমাদের ভন্ডুল হলো ।

রূপা — কিন্তু কেন ?

রামু — আরে তোর ছেলেও তো কথা বলতে পারবেনা, ও যে পুতুল । তাও জানিসনে যেন !

রূপা — ভুলে যাইরে ভুলে যাই । মনে থাকে না । আমি ছেলের মা কিনা — তাই !

রামু — হ্যাঁ, ছেলের মা হয়ে তুমি মাথা কিনেছ ! যা কান্ডকীর্তি শুরু করেছ ।

রূপা — ওমা, তবে আমি কি করবো ? আমি তো ঐ গনেশদার মায়ের মতই কচ্ছি ।

রামু — ও তাই বুঝি !

রূপা — তবে ?

রামু — তবে গানেশদাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে ?

রূপা — তুই-ই যা গনেশ হয়ে যা না এবার ।

রামু — আমি গনেশ হয়ে যাবো, আর তুই আমার মা ? [হাসে] একবার ঘটক । আবার তোর ছেলে । মানে তোর বৌয়ের জামাই !

রূপা — ওমা, না হলে তার মার মত কেমন করে বিয়ের কথা বলবো ?

রামু — তাও বটে । তোর কথাও মানতেই হয় । বল তবে কি করতে হবে ?

রূপা — তার মায়ের মত যা বলবো, গনেশের মতই তোকে তা করতে হবে ।

রামু — কিন্তু তোব ছেলের নাম যে যদু ।

রূপা — তুই বুদ্ধু ।

রামু — কেন বুদ্ধু কেন ?

রূপা — আরে ঐ যদু - মধু - টুল - গনেশ সবই এক । আসলে জামাই বলে কথা । বুঝিস না কেনরে ?

রামু — আমি কি জামাই হয়েছিরে যে সব বুঝবো ? ! [রূপা হাসে] বল এখন কি করবো ?

রূপা — গনেশের মত হয়ে যা ।

রামু — হয়ে গেলাম । কিন্তু যদু বলে ডাকবি ।

রূপা — তাই ডাকবো । তবে গনেশেরা মায়ে ছেলে যেমন করেছিলো, বিয়ের নামে আমরা ও মায়ে ছেলে তেমনি কিছু করবো ।

রামু — বেশ তবে শুরু করি । তোর ছেলে হয়ে যাচ্ছি । ডাক । তবেই তোর কাছে এসে যাচ্ছি । [তারা আবার চরিত্রে রূপান্তরিত হয়]

রূপা — [মা হয়ে ডাকে] যদু, ওরে আমার বাবা সোনা —

রামু — [সামনে আসে] কি মা ?

রূপা — শুনলি তোর বৌয়ের কথা ? [কপট নাকি কান্নার ঢংয়ে যেন নালিশ জানায় বৌ'র নামে।]

রামু — বৌ আবার কথা বলে নাকি ?

রূপা — এমন ভাবে বলে যাতে আমার মান থাকে না বাবা ।

রামু — বল কি ?

রূপা — বলছিরে বলছি । আদর সোহাগ করে বৌকে কেবল আমি তোর বিয়ের পাওনা টাকার কথা বলেছি — আর অমনি বলে কিনা — আমি নাকি পিশাচী !

রামু — কি, এমন কথা বলেছে ?

রূপা — বলতে হবে কেন ? আমিই বুঝে নিয়েছি কি বলতে চেয়েছে ।

রামু — ওহ ! আর কি বুঝেছ ?

রূপা — ভাবসাবে বলছে যেন পণের টাকা দেবে না ।

রামু — অ্যাঁ ! পণের টাকাও দেবে কথা ছিলো নাকি ?

রূপা — ছিলনা আবার ! ছেলের মায়ে মেয়ের মায়ে বিয়ের কথা বলাবলি । পণের টাকা বাকি । ঘটক আছে সাক্ষী । টাকা বিয়ের পরেই দেবে ।

রামু — [ক্ষেপেছে মন] এখনো দেয়না কেন তবে ?

রূপা — তবে আর বলছি কি ?

রামু [খুশীতে] ও টাকাটা পেলে পরে মন্দ কি ? ক'টা দিন খানা পিনা গানাবাজনা দারুণ ভাবে জমবে । কি বল ?

রূপা — [আশা হত] ওরে, তবে আমার কি হাল হবে ? ও টাকাটা আমার কাজেই লাগবে খরচ হবে !

রামু তুমি খাওদাও, বেড়াও সুখে । কিসের খরচ তোমার ?

রূপা — তীর্থের খরচ আমার । সখ হয়েছে তীর্থে যাবো । একটু ধর্মকর্ম করবো । ..... ছেলে হয়ে মায়ের পুণ্যে বাধা দেবে তো তোমার পাপ হবে বাবা !

রামু — বেশ, আধা আধা বখরা হবে তবে । আমিও পরের পয়সার কিছু পোদ্দারী করি

রূপা কিন্তু ভাবো আগে আদায় যদি হয় ।

রামু কেন হবে না ? মা ছেলেতে বল্লে চেপে, সাধ্য কি যে দেবেনা ! নানা ফন্দি ফিকির আছে না ?

রূপা — কিন্তু মেয়ের মায়ের টাঁকের নাগাল কোথায় পাওয়া যায় ? বেশ হয় আর

আসবেই না হেথায়।

রামু — কেন? কান ধরে টানলেই — মাথা সুড়সুড়িয়ে আসবেই।

রূপা — তবে কি করা উচিত?

রামু — চেপে ধরা উচিত তোমার বেয়ানের মেয়েকে।

রূপা — তাও ধরেছি। ওমা! যেই না বৌকে তার মায়ের দেনার কথা বলেছি, অমনি বলে কিনা - [নাকি কান্নায়] .... আমি নাকি ছোট লোকের ঝি।

রামু — অথচ তোমার বাপ যে কত বড় লোক ছিল সে তার জানবে কি? আমার বাপের বিয়েতে না জানি .....

রূপা — সেও জানতে চেয়েছে, তোর মায়ের বিয়েতে তোর বাপের কপালে জুটেছিল কিনা এক আধখানাও লজেন্স।

রামু — ননসেন্স! শ্বশুড়ীর বিয়ের তদন্তে বৌয়ের অভিযান?

রূপা -- পণের অনুসন্ধান!! কিছুই বলবো না আমার বিয়ের কথা।

রামু — বললে তো কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। বললেই তোমার অপমান।

রূপা — অপমান মানে ঘোরতর অপমান।

রামু - সেই অপমানে একদিন

রূপা — কি একদিন .... ?

রামু হয়তো হবে বলে সেও তোমার সমান।

রূপা না, কিছুতেই তাকে আমার সমান হতে দেবোনা।

রামু তা বটে! তবে যে আমার বাবার বিয়ের অনেক কথাই যথার্থই ও তোমাকে বলতে হবে এবং যা বলা মোটেই তোমার উচিত নয়। তাই না?

রূপা - হাঁ, ওই তো জিনিস বাবা আমি মিছে কথা বলি না।

রামু - মোটেই না

রূপা - বলতে বুক ফেটে যায়। [নাকি কান্না] মাঝে মাঝে বৌ তোর এমন কথা কয়রে, যাতে বাবা তোর মান নাক কাটা যাবে!

রামু -- ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভদ্র লোক বলছে কি? ওরে বদ, তোর মা কি সুর্পনখা রাক্ষসী!

রূপা -- [ক্ষেপে] তাই যদি তোর বোধ থাকে, শোধ তার নিতে হবে।

রামু - বললে তুমি নিতেই হবে। তাতে লঙ্কাকাণ্ড হয় তো হবে। বল কি করতে হবে?

রূপা - বৌ গেলে বৌ পাওয়া যাবে।

রামু — অ্যাঁ!

রূপা - হ্যাঁ। [খুশীতে] আছে, ভালো আলাপও আছে। বলছে দেবে, হাজার দশেক

নগদ। তবে ....

রামু — তবে ?

রূপা — ঐ নতুন বৌ আনতে হলে পুরোনোটা কত্তে হবে বধ।

রামু — অ্যাঁ।

রূপা — হ্যাঁ। [হাসে দুজনেই]

রামু — যেমনি মা তার তেমনি ছেলে ভাবনা কি আর তবে ? নতুন বৌ আর নগদ পেলে ......

রূপা — কিন্তু বৌকে মারতে হবে কৌশলে। যেন কত কষ্ট পেলো শ্বাশুড়ী মা —

রামু — আর তার ছেলে।

রূপা — দু'জনেই ভাসবো চোখের জলে ! (দুজনে - আহা - হা !)

রামু — এই না হলে কি চলে ?

রূপা — তবে ফন্দী আঁটিতে হয় —

রামু — কেমন করে মারতে হয়। ভাবো ... ভাবো ....

রূপা — [ক্ষেপে] আমি ভাববো কেন ? তুই বেটা ছেলে না ? কেমন করে শত্রু বধ কত্তে হয় জানিস না ? একটা বৌকে মারতে জানিস না !

রামু — আস্তে .... আস্তে বলো ! ... ভাবো, শত্রু কিন্তু বাইরে নয়, ঘরে। [ফিসফিস করে] বেটা ছেলে নয়, মেয়েছেলে।

রূপা — [ক্ষেপে] আমাকেই কি মারতে হবে তাহলে। তবে দায়ের কোপে টুকরো করে ফেলে দি জলে।

রামু — আস্তে ! ... ধর জলে ফেললে, পরে ভেসে উঠলে ... ? ... লোকে দেখবে, পুলিশ আসবে — তখন কি বলবে ?

[পুলিশের গাড়ীর সাইরেণের শব্দ শুনছে যেন। কোরাসেরা রহস্যময় ভঙ্গীতে দৃশ্যে অংশ নেবে।]

রূপা — পু- পুলিশ !

কোরাস — পুলিস.... পুলিস ... [চাপা কণ্ঠে]

রূপা — [ভয়ে] পু-পুলিশ এলে আমি বলবো কেন ? তু - তুই ....

রামু — তবে আমিই বলি। খাবারেতে বিষ দিলে কেমন হয় ভাবনা ?

রূপা — [ক্ষেপে, জোরে] ভেজাল বিষে আজকাল সহজে কেউ মরে না ! সীমা কি মরেছিলো ?

রামু — [চুপ করানোর ভঙ্গী] হুস্ ! আস্তে ......

কোরাস — আস্তে !

রূপা — [ফিসফিস করে] পরে বৌ যদি সীমার মত এমন কথা বলে যাতে ধরা পড়ি।

কোরাস — [ভীত] .... যাতে ধরা পড়ি ।

রামু — তবে আমি গলা টিপে মারি ?

রূপা — [শঙ্কা] তারপরে আছে না ডাক্তারী !

কোরাস — ..... ডাক্তারী !

রূপা — মনে আছে কী ফ্যাসাদে পড়েছিলো রুবির শ্বাশুড়ী !

[কোরাসেরা কখনো 'হুম' কখনো 'উঃ উঃ' ইত্যাদি নানা ভূতুড়ে শব্দধ্বনিতে পরিবেশ ভয়াল করে তোলে ।]

রামু — [পায়চারী - আবাহ ধ্বনি চলে] তবে, তবে কেমন করে মরবে ?

রূপা — ভাব, তবেই মুস্কিল আসান হবে । [পায়চারী]

রামু — আচ্ছা, মেরে যদি ঝুলিয়ে দি মিলির মত । যেন বৌ নিজেই মরতে গিয়ে ঝুলে ফাঁসাতে ।

কোরাস — [ফিসফিস করে দ্রুত লয়ে] ফাঁসী ....ফাঁসী .... ফাঁসী ..... ফাঁসী

রূপা — [শঙ্কায় জোরে] কিন্তু মারার দাগ ..... !

রামু — আস্তে !

কোরাস — আস্তে ... আস্তে .....

রূপা — [আস্তে] দাগ যে ধরা পড়বে গায়ে । ...... রুমিকে মেরেছে বলে দেখিস নি ওর স্বামীকে নিয়েছিলো জেলে ।

কোরাস — হু - ও - উঁ ... ম ...... [রামুর পায়চারী]

রামু — ওরে বাবা, বৌ মারা যদি এতই ঝামেলা .... .

রূপা — মা ছেলেতে মিলে আরো কত্তে হবে সলা ......

রামু — বেশ, বল তবে আর কি ফন্দী আছে ? যাতে লাগবে লোকের ধন্দ । বৌ মরবে, কিন্তু কেউ আমাদের করবে না কো সন্দ ।

রূপা — হ্যাঁ, বৌ খুন করেছে নিজের হাতেই নিজেকে, যেন প্রমাণ হয় ।

রামু — মানে আত্মহত্যা করেছে বৌ, সহজ করে বললে ।

কোরাস — হ্যা ... আঁ ....

রূপা — ভাব, এখন কিছু ভাব ।

রামু — আমি ভাবতে পাচ্ছিনা ।

রূপা — [উল্লাসে] ভাবনা আমার জাগছে মনে । মচ্ছেরে বৌ .....

রামু — কিন্তু কেমন করে মচ্ছে গো বৌ, স্বামী কি তা জানবে না ?

রূপা — কেন জানবেনা ? যেমন করে মরেছিলো পড়শী বৌ রমা --- জানিসনা ?

রামু — খুব জানি । সে ঘটনা ঘটেছে গত ফাল্গুনে — বৌ মরেছে রটেছে স্টোভের আগুনে ।

কোরাস — [প্রতিধ্বনি হচ্ছে যেন] স্টোভের আগুনে ! ......

রূপা — তেমনি করেই মরবে রে বৌ — মোদের পুতুল সোনা —

রামু — আস্তে —

কোরাস — আ - স্তে .... [ফিসফিসিয়ে বলে]

রূপা — তবে —

রামু — তবে ?

রূপা — প্রমাণ কিছুই থাকবে না ।

কোরাস — [ফিসফিসিয়ে] প্রমাণ কিছুই থাকবেনা ।

রামু — মানে বলবে সবাই — মরেছে বৌ — ম-নের আ - গু-নে ...

কোরাস — [ফিসফিসিয়ে] মনে - র আগুনে ....

রূপা — [উল্লাসে] হ্যাঁ, তেমনি আগুন জ্বালিয়ে দাও —

[জ্বালিয়ে দাও' — গান মুখে গায়েনের প্রবেশ হবে । গানের সঙ্গে সকলে মিলে উদ্দাম আগুন জ্বালানোর নৃত্যভঙ্গী করবে । বৌ পুতুলের ভঙ্গী বা কার্টুনের মত। জোরে রূপা পুতুল কে ধরে আনবে । পুতুলের গায়ে তেল ঢালা ও আগুন জ্বালানোর অভিব্যক্তি থাকবে । কোরাসেরা নানা ভয়াবহ শব্দ ও ভঙ্গীতে ঐ সঙ্গীত চলাকালে অংশ নেবে । — এই শব্দের অর্থে বোঝাবে লুকিয়ে খুনের কাজে চলছে, এ সে যেমন করেই খুন করা হোক । কোরাসের ভঙ্গীতে ভয়াবহতা থাকবে । অন্যদিকে গায়ক শিল্পীর গানের সঙ্গে সুরের সঙ্গতি রেখে বৌয়ের আগুনে জ্বলে মরার জ্বালার আর্তনাদসূচক তান চলবে উঁচু নীচু গ্রামে । এই সময়ে নৃত্যগীত অভিনয় সবটাই রহস্যময় ও বিভীষিকাপূর্ণ । নৃত্যশিল্পীরা হাতে লাল রিবনে আগুনের অভিব্যক্তি দেখানোর সাহায্য নেবে কিনা — ভেবে দেখা যায়। গানের শেষে একসময়ে যেন পুলিশের আগমন- সূচক কাঁপা কাঁপা ধ্বনি শুনা যাবে । ধ্বনি কোরাস শিল্পীরা "ওঁ. ওঁ ওঁ" ভঙ্গীতে মুখে ও করতে পারে। পুলিশের আসার ভয়ে পুতুলকে ঘিরে রামু রূপাসহ কোরাস শিল্পীদের প্রস্থান হবে সঙ্গীত শেষে । আলো নিভে আবার জ্বলবে । প্রবেশ করবে কান্নারতা সরমা। সে শোকে উন্মাদিনী । পরে রামুর প্রবেশ হবে সময়মত ।]

গায়েন — জ্বলছে আগুন দাউ দাউ, — দাউ দাউ রে দাউ দাউ
আগুনটারে বাড়িয়ে দাও গায়ে লাগে তেল আরো দাও —
জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও পরাণ পাখী হোক উধাও ।
জ্বলছে আগুন দাউ দাউ ....
'বাঁচাও' বলে দেখছি ছুটে আসে কিনা কেউ ?
জ্বলছে আগুন, পণের আগুন, জ্বলছে রে দাউ দাউ !
লাগিয়ে গায়ে পণের আগুন লাগছে রটাও স্টোভের আগুন —

ঐ আগুনে মরে এমন পণের কত বউ।
না - না - না, তাইরে নাইরে না, নাই ভাবনা —
ধরা তারা পড়বেনা রে প্রমাণ যারা রাখবে না।
জানেও যারা কিছু ওরে আইনে যে তা বুঝবেনা।
না - না - না, — যদি না লাগে পিছে কেউ —
লকলকানো পণাগুনে মারে যারা বউ।

[গানের শেষে পুলিশের আগমনসূচক সাইরেণ ধ্বনির আওয়াজ শুনে যেন সবাই পালিয়ে যাবে ও কান্নারতা উন্মাদিনী প্রায় মা সরমা প্রবেশ করে। কিন্তু পুলিশের আগমন হবে না। এখন সকলেই বাস্তব জীবনে]

সরমা — ওমা, আমার এ কি সব্বনাশ হলোরে ! আমার এমন পুতুলটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে রে ! আমি আর কোথায় পাবো আমার পুতুল ! ? এখন আমি কি করবো ! ! পুতুল — ওরে আমার পুতু- ল — ....

[কপাল চাপড়ে কাঁদে সরমা। ধীরে রামুও রূপা আসে তার কাছে। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে]

রামু — [বিস্ময়ে] ওমা, কি হলো তোর সরমা ?

রূপা — সত্যি সত্যি যেন কেঁদে ফেলেছিস, এমনি মনে হচ্ছে !

সরমা — কাঁদবোনা কেন ? আমার পুতুলকে তোরা পুড়িয়ে দিলি !

রামু — কি বললি ? বাঃ ! এতো খেলা, বিয়ে বিয়ে খেলা।

রূপা — হ্যাঁ, পণের খেলায় পুতুল খেলা।

সরমা — যে খেলাই হোক, আমার পুতুলের কি দোষ আছে - কেন সে পুড়েছে ? ... পুতুলের জন্যে যে আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। বল, কেন তোরা আমার পুতুলকে পুড়িয়ে দিলি ?

রূপা — ওমা, পাওনার জন্যে দেখিসনে বৌকে কি করে ? তাই আমাদেরও কত্তে হয়েছে। নয়তো খেলাটাই বা শেষ হবে কেমন করে ?

সরমা — তাই বলে আমার পুতুলকে পুড়িয়ে ? বিয়ে দিয়েছি বলে কি আমার পুতুল তোদের হয়ে গেছেরে — যে পুতুলকে পুড়িয়ে দিতে হবে ? বল ?

রামু — আমরা আর কি বলবো ? তুই - ই বল, এখন কি করা যায় ?

সরমা — আমার পুতুলকে কি করে পাওয়া যায় — বল ? দে দে ফিরিয়ে আমার পুতুল। আমার পুতুল আমায় ফিরিয়ে দে [আর্তনাদ যেন]

রূপা — তা কি করে হবে ?

সরমা — হবেনা তো পুড়লি কেন ?

রামু — আচ্ছা সরমা ধরে নে না, আমাদের ও কষ্ট হচ্ছে তোর পুতুলের জন্যে।

সরমা — কেন, ধরে নেবো কেন ? তোদের কষ্ট হবে কেন ? তোদের পুতুল কি পুড়েছে — আমার পুড়েছে, আমি বুঝি । তোদের পুতুল যদি পোড়ে কোনদিন, আমার যে কি কষ্ট, বুঝবি তোরা — বুঝবি সেদিন ।

রামু — আচ্ছা এখন অন্যকথা বলনা ।

সরমা — কি বলবো আর ?

রূপা — আরে আমাদের খেলা তো শেষ ।

সরমা — শেষ হয়েছে বেশ হয়েছে । [কান্না প্রায়] আমি আর কোনদিন এমন খেলা খেলবোনা ।

রূপা — আমরাও খেলবোনা । তাই না রে রামু ।

রামু — হ্যাঁ রে সমু, এমন খেলা কোনদিন আমরা খেলবোনা রে আর — ।

[গায়েন ও কোরাসেরা প্রবেশ করে । গান চলবে । গায়েনের সঙ্গে অন্যরা প্রয়োজনমত অংশ নেবে । নৃত্যালু ঢংয়ে গানে সকলে অংশ নেবে । শেষে শিল্পীদের মিলিত প্রণামে যবনিকা নামতে থাকবে বা শিল্পীদের প্রস্থান হবে — পরিচালকের ইচ্ছানুসারে সমাপ্ত হবে নাটক বা দৃশ্যটি]

গায়েন — এমন খেলা খেলবোনারে আর —
যেই খেলাতে জীবনটারে কররে ছারখার ।

কোরাস — কোন্ সে খেলা, কোন্ সে খেলা, কোন সে খেলারে ?

গায়েন — যেই খেলাতে মানুষেরে পশু কররে ।
খেলার ছলে হয়রে মানুষ হিংস্র জানোয়ার ।
এমন খেলা ......

কোরাস — কোন্ সে খেলা, কোন্ সে খেলা, কোন্ সে খেলারে ?

গায়েন — যেই খেলাতে মানুষেরই জীবন নাশেরে ।
মানুষ মারার ছলা কলার নাইরে অন্ত যার —
এমন খেলা ....
লোভের বশে মানুষ যবে রয়না মানুষ আর ।

।। শেষ পর্ব ।।

[ছোটরা নাটকটি অভিনয় করলে উক্ত গানের সমাপ্তির রেশ টেনে নাটকের যবনিকা পাত হবে । আর বড়রা করলে নীচের অংশটি সঙ্গীত চলাকালে

সংযোজিত হবে। তোড়া ও দেবু নাট্যাংশ থেকে প্রথমে বাস্তব জীবনে ফিরে আসবে। পবে অন্যবা ফিববে। গানেব অংশ বিশেষ গাওযাব পব তোড়া একদিকে দেবুকে টেনে নিযে কিছু বলবে। তাদেব কথাব সময গান ও অভিব্যক্তি মাইমে বা তাবা ফ্রীজ অথবা শ্লো মোশানে, অল্প আলোতে — যেমন পবিচালক ভাববেন সে ভাবে থাকবে। তবে কোন শব্দ শোনা যাবে না।]

দেবু -- কি হলো ? আবার টানা হেঁচড়া কেন আমাকে ? নাটকটা ফিনিস কবে আসি।

তোড়া -- তা ফিনিস হলে চলবে ক্যান ?

দেবু — মানে ?

তোড়া -- মানে তোমারও যে কানের গোড়ায় বিয়ের ঘন্টা বাজতে চলেছে। তাই জানতে হয এতোক্ষণ যে পণের আগুনে পুতুলকে মরতে দেখলে — তাতে তোমাব কি রিঅ্যাকশান ?

দেবু — সে আবার কি কথা ?

তোড়া — খুব আর্জেন্ট কথা। অন্ততঃ এটুকুতো বলবে তোমাব বিযেতে তাবপরে ও কি —

দেবু — [হেসে] ও হো হো, তাই বল। তার জন্যে অবশ্যই ওয়েট এ্যান্ড সী।

তোড়া — না বাবা, নট ওযেট। তোমাদের যেমন বড়লোকী হাঁক ডাক, — তাই শেষের কেলেঙ্কারীর চেয়ে আগেই ওসব জেনে নেযা ভাল।

দেবু -- মন্দ বলোনি। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই আগে ভাগে ম্যাচুব হযে যায় তো। বোঝেও সব বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি। বাস্তব বুদ্ধিসুদ্ধিও মেয়েদের একটু বেশীই।

তোড়া - হ্যাঁ, গুণগান করে মেযেদের মন ভোলাতে ছেলেরাও কিছু কম নয। তা যাক। পণের ব্যাপারে তোমার মতামত তো কিছু বললে না।

দেবু – তাব আগে পণ যারা চায় তাদেব তুমি কি মনে কর — বল ?

তোড়া — মনে করি — পরের ধনে পোদ্দারী করার জন্যে মেয়ে পক্ষের কাছে সুযোগ বুঝেই আদায় উসুলের জন্যে যারা নানা চেষ্টা করে তারা হয ভিক্ষুক নয় মস্তান।

দেবু — কিন্তু সব মেয়েরাই কি তোমার মত ভাবে ?

তোড়া — পণলোভীদের মেয়েরা কি চোখে দেখা উচিত — পুরুষ হিসেবে তুমি কি মনে কর ?

দেবু -- ঘেন্নার চোখে দেখা উচিত। যে ব্যাটাচ্ছেলে পরধন লোভে মত্ত, তাকে ঠ্যাঙানো উচিত। পণলোভীদের কাছে বিয়েই দেয়া উচিত নয।

তোড়া — এ কি আসলে তোমার মনের কথা ? অন্তত নিজের ব্যাপারে ?

দেবু — এ ব্যাপারে যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস না কর —

তোড়া — বিয়ে থার ব্যাপারে সরল মনে পুরুষকে বিশ্বাস করে মেয়েরা কি কম ঠকেছে? কম মেয়েদের সর্বনাশ হয়েছে ? তাই তো ভয় হয় !

দেবু — তা আমার ব্যাপারে তোমাকে কি ভাবে আমি নিশ্চিন্ত করবো — তুমিই বল ?

তোড়া — কেবল তোমার কথা বলছি না । তোমার মা বাবা — বা অন্যান্যরা ...... ?

দেবু — অন্যান্যদেরতো বিয়ের ব্যাপারে নাকই গলাতে দেবোনা । থাক তো পরের কথা । আর আমার মা বাবা ? আচ্ছা বলতো, আমাকে কি তেমন ছোটলোকের বাচ্চা বলে মনে হয় ?

তোড়া — না - না, তা মনে হবে কেন । মানে আমি বলছিলাম —

দেবু — কিছু বলতে হবে না । আমার মা বাবার জীবন দর্শন হলো — না, কিছুতেই পরনির্ভরতা নয় । আর লোভ তো মানুষকে অমানুষ করে । সুতরাং এরপরেও কি —

তোড়া — না, আর কথা বাড়াবোনা । তোমাকে বিশ্বাসেও আর কোন বাধা নেই কারণ কথা যা বলেছ সে তো মরদকা বাত । .... এর পরে বরং তোমাকে ....

দেবু — কি, থামলে কেন ? আমাকে কি .... ?

তোড়া — না মানে চুটিয়ে তোমাকে — তোমাকে আদর করে দিতে ইচ্ছে কচ্ছে ।

দেবু — ওরে বাবা — প্রেমের ওপেন সাইক্লোনিক ডেলিভারী ! হুট করে যদি সইতে না পারি । তার আগে বরং একটু ল্যাজ খেলিয়ে নি । [যেন পালিয়ে বাঁচে]

তোড়া — এ্যাই পালাচ্ছ কোথায় ? আরে শোন শোন .... [হাসতে হাসতে পিছু নেয়]

[তাদের প্রস্থান হতেই আগের গান আবার প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে । গানের শেষ দিকে সমু হঠাৎ দু'হাত ওপরে মেলে ধরে তাদের থামিয়ে দেয় । সকলেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় ।]

সমু — আমাদের 'পুতুল খেলা' আপাততঃ এখানেই শেষ হওয়ার কথা । অনেকদিন আগেই তো আমরা এমন পুতুল খেলেছি । আবার অনেক দিন পরে খেললাম। কিন্তু সেই খেলার সাধ মেটাতে গিয়ে ভাবছি — আসলে কি বড় হয়েও আমরা ছোটদের খেলা খেললাম, — না ছোট হয়ে বড়দের খেলাটাই আবার খেলেছি ! ? — উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনা ।

দেবু — [আগের মত নিজের পোযাক পরে ও অন্য ছেলেদের ছাড়া পোযাক হাতে প্রবেশ] পাবে কি করে ? ক্ষিধের পেটে সব ভাবনাই যে তলিয়ে যায় ।

তোড়া — [নিজের পোযাক পাল্টে অন্য মেয়েদের পোযাক হাতে প্রবেশ] হাঁ, পেটে রাম রাবনের যুদ্ধ চলছে । সে যুদ্ধ থামাও এখন । নাও, ড্রেস পরে চল যাই ।

অনেকে — দাও দাও । ড্রেস দাও । জামা কাপড় দাও । ড্রেস পরে ছোট থেকে আগে তো বড় হয়ে নি । তারপর খানা পিনা । [ড্রেস পরার সময় তাদের মধ্যে নানা কথা বলাবলি হচ্ছে ।] ..... হ্যাঁ, আমরা বড় হয়ে যাচ্ছি কিন্তু — আবার বড় হয়ে যাচ্ছি — রান্নার গন্ধে পেটে যেন বেশী করে ছুঁচু দৌড়ুচ্ছে। — নাঃ আর ছোট্ট হওয়ার ধক্কল সইতে পারবোনা বাবা । — কিন্তু বড় হয়েও ছোট্ট বেলার কথা কি ভুলতে পারবো ? — কিরে, বিয়েতে আর এটা চাই, ওটা চাই বলবি ? — বলনা, পণের লোভে আর বৌ পোড়াবি ? — ধ্যেৎ ! — তোরা মেয়েদের ভাবিস কি বলতো ? — বিয়ে করা বৌগুলো কি পোষামুরগী আর সোয়ামী গুলো কি কসাই ? — ভদ্দলোক সোয়ামীও আছে কিন্তু । — এমন খেলা খেলাবোনা রে আর, যেই খেলাতে — হ্যাঁ, খেলতে খেলতে ছোট থেকে এতোক্ষণে আমরা আব্বার বড় হয়ে গেলাম ।

[ঐ কথার ফাঁকে পোষাক পরতে পরতে প্রেমের নানা খুনসুটিও চলেছে । মাইমে নানাকথা, অভিব্যক্তি,মান - অভিমান, ক্ষ্যাপানো - পালানো, নিজেকে লুকোনো বা জাহির করা — ইত্যাদি দৃষ্টিনন্দন যৌবনোচিত নিশব্দ হবে দৃশ্যটি]

সমু — তাহলে এবার খাওয়া যাক । ডান হাতের কাজটা সেরে নেই । আর তর সইছে না । পেট মানছেনা । আমাদের কথকথাও আপাততঃ এখানেই ফুরোলো।

অনেকে — নটে গাছটিও তবে এখানেই মুড়োলো ।

সমু — মুড়োলো তো বটে । কিন্তু মুড়োতে গিয়ে যে ঐ কথাটিই মনে পড়ছে বারবার .... [সমু বা যে কেউ গাইবে] এমন খেলা খেলবোনা রে আর —

অনেকে — [সুরে] যেই খেলাতে জীবনটারে করে রে ছারখার ।

[গানটি গাইতে গাইতে সকলে চক্কর কেটে প্রস্থানের পথে পা বাড়ায় । ধীরে পর্দা পড়তে থাকবে বা তাদের প্রস্থান হয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটবে — তা পরিচালক ভাববেন।]



নাট্যকার ঃ অজিত মজুমদার। জন্ম ১০ই জুন ১৯৪০ইং। শিক্ষা ঃ (অনার্স) এম. এ., বি এড। পেশা ঃ শিক্ষকতা। নেশা ঃ নাট্যচর্চা। স্কুল জীবন থেকে নাট্যরচনা ও চর্চার সূত্রপাত। পরে নাটক মঞ্চায়নে অভিনয়, পরিচালনা, নাট্য গবেষণা ও নাটক প্রকাশনীর মাধ্যমে নাট্য চর্চার পথে অগ্রগতি। এ যাবৎ ন্যূনাধিক ৪০টি নাটক রচিত ও প্রায় সবই অভিনীত হয়েছে। রাজ্যে, বহির্রাজ্যে, সর্বভারতীয় নাট্য উৎসবে ও প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেছে। নাটকসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকের নাটক। তার মধ্যে ৮০-র দশকের মাঝামাঝি দিল্লীতে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক পুতুল নাট্যোৎসবে "জন হেনরী" বিশেষ সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৮২-৮৩তে সর্বভারতীয় ও রাজ্য আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় "সভ্যতার সংলাপ" প্রথম পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এছাড়াও নানা প্রতিযোগিতায় বহু পুরস্কার লাভ হয়েছে। নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিষয়ের নতুনত্বে রয়েছে বিশেষ আগ্রহ। ইতিপূর্বে বিশেষ সাড়া জাগানো কয়েকটি নাটক "নক্সী কাঁথার মাঠ, ঝংকার, সভ্যতার সংলাপ, বৃহন্নলা পালা" অক্ষর ও পৌলমী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এবারও চারটি নতুন নাটক নিয়ে প্রকাশিত হলো নাট্য সংকলন। অচিরেই আরো অন্যান্য নাটক প্রকাশিত হবে। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ নাট্য রসিক মহলে সমাদর লাভ করবে — আশা রইল।